চলে মুসাফির

জসীম উদ্‌দীন

www.banglainternet.com

প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

'চলে মুসাফির' বইখানি সরলমতি ছাত্রদের জন্য লিখিত বলিয়া পাঠ্যপুস্তকে এই ভ্রমণকাহিনীর অনেক কথা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাহা প্রথম ও তাহারও পরে দ্বিতীয় সংস্করণে বিশেষভাবে লিখিত হইল। পাঠ্যপুস্তকের নির্দিষ্ট আয়তনের জন্য এই ভ্রমণকাহিনী কোনো কোনো স্থানে সংক্ষিপ্ত করিতে হয়। তাহা এই দুই সংস্করণে বিস্তারিত করা হইল। যাঁহারা পাঠ্যপুস্তক পড়িয়াছেন তাঁহাদের কাছেও এই পুস্তক নূতন মনে হইবে। এই সঙ্গে আমার করাচি, মুলতান ভ্রমণও যুক্ত হইল। ভাগ্য আমাদিগকে যাঁহাদের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছে এই ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমে প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আমার সেই পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইবোনদের সঙ্গে কিছুটা মনের মিতালী গড়িতে পারিবেন।

পূর্ববঙ্গ গভর্নমেন্টের অর্থানুকূল্যে ১৯৫০ সনে আমি আমেরিকা যাই। সেই ভ্রমণে আমি যেসব সুন্দর-প্রাণ লোকের সংসর্গে আসিতে পারিয়াছিলাম তাঁহাদের কথা এই পুস্তকে মনের অনুরাগ মিশাইয়া প্রকাশ করিয়াছি। এই ভ্রমণের সঙ্গে আমেরিকার গভর্নমেন্টের কোনো সম্পর্ক নাই।

সকল দেশের মানুষই এক। আমাদের লোককবি বলিয়াছেন–

'নানান বরণ গাভীরে/ একই বরণ দুধ–
আমি জগৎ ভরমিয়া দেখ্‌লাম একই মায়ের পুত।

সব দেশেরই মানুষ তাই ভালো। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিবাদ হয় তাহাতেও মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা যায় না। আমার এই ভ্রমণ-কাহিনীতে সেই মানুষের কথাই বলিয়াছি। মানুষকে যাঁহারা ভালোবাসেন, পরিচয়ের সীমার বাহিরে শত শত মানুষের সঙ্গে যাঁহারা মনের মিতালী গড়িতে চান আমার এই পুস্তক পড়িয়া তাঁহারা কিছুটা মনের তৃপ্তি পাইবেন।

১।৮।৬৯

পলাশবাড়ি, ঢাকা-২ গ্রন্থকার

www.banglainternet.com

রসুলের দেশে

করাচি হইতে উড়োজাহাজে করিয়া রওয়ানা হইলাম সুদূর আমেরিকার তেপান্তরের ভ্রমণে। সেই স্বপ্নের মার্কিন মুল্লুক, পাতালপুরীর দেশ, সেখানে যাইয়া কাঁটা-চামচে খানা খাইব, ইকিড়ি-মিকিড়ি কথা শুনিব, নব-বিজ্ঞানের চমক দেখিয়া আশ্চর্য হইব। কিন্তু কপালে যদি পুণ্য লেখা থাকে তবে তা ফিরাইবে কে? আরব দেশের বাহরিয়ানে আসিয়া আমাদের উড়োজাহাজ বিগড়াইয়া গেল। সুতরাং তিন চার দিনের জন্য এখানে আটকা পড়িয়া গেলাম।

আরব দেশের মাটিতে নামিয়া আমার দুই চোখ অশ্রুতে ভরিয়া গেল। এই সেই জাজিরাতুল আরব, আমার রসুলের দেশ! দুই ধারে খোরমা-খেজুরের গাছ। এই গাছের ছায়াতলে বসিয়া আমার রসুল তাঁর সাহাবাগণের কাছে কোরানের উপদেশ দিতেন। সামনে ধূ ধূ করিতেছে বিস্তীর্ণ বালুকা প্রান্তর; এই প্রান্তরেরই একস্থানে হয়তো বদরের যুদ্ধ হইয়াছিল। হাফিজ জলান্ধরির কবিতা মনে পড়িল। সামনে অগণিত শত্রু-সৈন্য, তাহাদের সেনাপতির গায়ে মণিমাণিক্যের ঝকমকি, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুসলমান তাহাদের রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের সেনাপতি দীন-ভিখারীবেশী এক কমলিওয়ালা। ও পক্ষে সেনারা আসিয়াছে তাহাদের অগণিত জনসংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া, অসামান্য রণ-সম্ভারের উপর নির্ভর করিয়া; আর এ পক্ষের কয়েকজন মুষ্টিমেয় মুসলমান আসিয়াছে নিজেদের ঈমানের উপর নির্ভর করিয়া আল্লার রসুলের সঙ্গে জীবনদান করিতে; ওরা আসিয়াছে জীবন নষ্ট করিতে আর এঁরা আসিয়াছে আল্লার রাহে জীবন উৎসর্গ করিতে। কিন্তু সেই দীনভিখারী-বেশী কমলিওয়ালার সেদিন জয় হইল। ঈমানের সামনে শক্তি মদমত্ত দম্ভের চির পরাজয় ঘটিল। মনের পর্দায় ছবির উপর ছবি ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

www.banglainternet.com

বিদেশী আসিয়াছে আরবের খলিফাকে দেখিবার জন্য। একজন আরবীয়কে সেই বিদেশী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমাদের খলিফা কোথায়? তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি।' খোরমা গাছের তলায় ছেঁড়া মাদুরের উপর দীনবেশী ওমর ঘুমাইতেছিলেন। আরববাসী অঙ্গুলি বাড়াইয়া তাঁকে দেখাইয়া দিল। তখন সেই বিদেশী আরববাসীকে বলিল, 'ভাই! তুমি কি আমার সঙ্গে বিদ্রূপ করিতেছ? এই যদি জাজিরাতুল আরবের খলিফা, তবে তাঁহার মাথার মণির মুকুট কোথায়? সোনার সিংহাসন কোথায়? অসংখ্য দাস-দাসী, আমীর-ওমরাহ্ কোথায়? যে আরবের অর্ধচন্দ্র পতাকা সুদূর পারস্য হইতে মেছের শহর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে এই কি সেই জাজিরাতুল আরবের খলিফা? আরববাসী! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে বিদেশী পাইয়া ঠাট্টা করিতেছ।' তখন সেই আরবী বলিল, 'আলহামদু লিল্লাহ! আল্লার নামে শপথ করিতেছি। হে বিদেশী! আমি তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করিতেছি না। আমার ইসলামের খলিফার বেশ এমনি হয়। খলিফা যে জনগণের সেবক। এমনি ছেঁড়া জামা গায়ে পরিয়া ছেঁড়া মাদুরের উপরই তাঁর বাদশাহী তখ্ত শোভা পায়।'

আরও কত ছবি মনের পর্দায় আঁকিয়া উঠিতেছিল। সেই দীন-ভিখারী বেশে খলিফার গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ, সেই অনাহারী বৃদ্ধার গৃহে আটার বস্তা মাথায় করিয়া খলিফার গমন, সেই গরীব ব্যক্তির বাড়িতে ধাত্রীর বেশে খলিফার সহধর্মিণীর প্রসূতি বেশে পরিচর্যা, আমার মনের সেই স্বপ্নের মাধুরী মেশানো আরব দেশ! এদেশের মাটিতে, এদেশের খোরমা-খেজুরের ছায়াতলের কত ত্যাগের, কত মহিমার অমর কাহিনী তৈয়ার হইয়াছে, সেই জাজিরাতুল আরবে আজ আমি আসিয়াছি। কোথায় আমার সেই দীন-ভিখারী কমলিওয়ালা রসুল! কোথায় তাঁর সাহাবাগণ! প্রত্যেকটি আরববাসীর মধ্যে তাঁরা যেন আজ জীবন্ত হইয়া আছেন। তাঁহাদিগকে বুকে জড়াইয়া ধরিতে পারিলেই আমার সেই স্বপ্নের মানুষগুলি বুঝি হাসিয়া কথা কহিবেন। দুচোখ ভরিয়া কোথাকার অশ্রু-সাগরে আজ বান ডাকিয়াছে। পাইয়াছি, আজ যেন আমি পাইয়াছি আমার জীবনের চরম এবং পরম পাওয়াকে! কিন্তু আমার স্বপ্ন বেশিক্ষণ স্থায়ী হইল না।

চারিদিকে যেসব আরববাসীকে আমি দেখিতে পাইলাম, তাহারা যেন গোরস্তানের প্রেতেরা– স্বেচ্ছায় নিজদিগকে ধ্বংস করিয়া চলিয়াছে। আমার

www.banglainternet.com

রসুলের সেই জাজিরাতুল আরব আজ তেরটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। যে মরু-প্রান্তর হইতে প্রথম সাম্য মৈত্রীর উদাত্ত বাণী উত্থিত হইয়া অর্ধ জাহানকে প্রেম-বন্ধনে বাঁধিয়া তুলিয়াছিল, সেই আরব আজ খণ্ডিত-বিখণ্ডিত হইয়া একে অপরের রক্ত পানের জন্য লোলুপ জিহ্বা ব্যাদান করিতেছে। কোথায় ছিল ইহুদী? নানা ভাষায় নানা দেশে বিভক্ত। আজ আরবের বুকের উপর তাহারা নতুন রাষ্ট্র তৈরি করিয়াছে। আর সেই জঙ্গী মুসলমান নীরব দর্শকের মতো চাহিয়া চাহিয়া তাহাদের দর্শন করিতেছে।

ছোট দ্বীপের মতো এই বাহরিয়ান দেশ। আরবেরই একটি অংশ। এখানকার তৈলের খনি হইতে দেশের ঐশ্বর্য ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু সেই তৈলের খনির মালিক মার্কিনবাসী। দেশের জনগণের সঙ্গে তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই। অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত আরববাসীরা সেই তৈলের খনিতে মজুরি করিয়া সামান্য কিছু উপার্জন করিয়া নানা অভাব অভিযোগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকাটাকেই যেন প্রমাণ করিতেছে।

দেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় নাই! একটি বড় কলেজ নাই। সেকেলে ধরনের কয়টি মক্তবে কোন রকমে শিক্ষা কার্য চলে।

এদেশের লোকেরা কেহ কেহ সামান্য ইংরেজি জানে। বিকালে বাহির হইয়া কয়েকজনের সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হইল। আমি পাকিস্তানের মুসলমান, আমেরিকায় আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীতের সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া চলিয়াছি শুনিয়া তাঁহারা বড়ই খুশী হইলেন। দেখিলাম দেশের লোকের শেখের প্রতি তাহাদের কিরূপ মনোভাব। শেখের সঙ্গে আমি দেখা করিতে চাই এরূপ ভাব প্রকাশ করিলে একজন তো স্পষ্টভাবেই আমাকে বলিলেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া কি হইবে? তিনি তো সাদা লোকদের গোলাম।' আমি বলিলাম, 'আপনারা আপনাদের তৈল-সম্পদের ভার নিজেদের হাতে তুলিয়া লন না কেন?' তাঁহারা উত্তর করিলেন, 'লওয়া কি সোজা কথা? এদেশ হইতে সাদা আদমীগুলিকে তাড়াইবে কে?' আমি বলিলাম, 'সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যদি একত্র হয়, তবে ওদের তাড়ান বেশি শক্ত হইবে না।' তাঁহারা বলিলেন, 'আপনাদের নবীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দিকে আমরা চাহিয়া আছি। আপনারা শক্তিবান বলবান হইয়া আমাদিগকে উদ্ধার করুন।'

www.banglainternet.com

একদিন সকালে হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদূর যাইয়া দেখি আমাদের দেশের ধোপারা কাপড় কাচিতেছে। তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে বসিলাম। গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর তাহারা কেহ ভারত হইতে এখানে আসিয়াছে, কেহ পাকিস্তান হইতে এখানে আসিয়াছে। ভারত হইতে হিন্দুদের দ্বারা বিতাড়িত হইয়া যেসব মুসলমান এখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে তাহাদের ঘরের পাশে পাকিস্তানের মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হিন্দুরাও আসিয়া আস্তানা গাড়িয়াছে। কাজ-কর্মের অবসরে এরা হয়ত একে অপরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদে, হিন্দুস্তান-পাকিস্তানে নিহত হতভাগ্য আত্মীয়-বন্ধুদের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদে। আমাদের দেশে পাকিস্তানের মুসলিম মোহাজেরেরা হিন্দুদিগের প্রতি বিরূপ আর হিন্দুস্তানের হিন্দু মোহাজেরেরা মুসলমানদের উপর বিরূপ। কিন্তু এখানে আরব সাগরের কালাপানিতে সকল হিংসা-দ্বেষ ভুলিয়া ভারত-পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানেরা বাহরিয়ানের মরুবালুতে আসিয়া শান্তির নীড় রচনা করিয়াছে।

আবার দেশে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে না? জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উত্তর করিল, 'দেশের মাটি, বাতাস সবসময়ই আমাদের আকর্ষণ করিতেছে; কিন্তু দেশ ত আমরা চির জনমের মতো হারাইয়া আসিয়াছি। আমাদের বাড়ি-ঘর সব লুট হইয়া গিয়াছে। আর কি কোনদিন দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিব?'

ধোপাদের বসতি ছাড়িয়া বাজারের দিকে চলিলাম। বাজারে বহু দর্জি পাকিস্তান হইতে এখানে আসিয়া ব্যবসা খুলিয়াছে। একটি দর্জির দোকানে যাইয়া বসিলাম। দেশের একটি লোককে পাইয়া তাহারা কত খুশী। নতুন পাকিস্তান কিভাবে চলিতেছে? কায়েদে আযমের এন্তেকালের পর লিয়াকত আলী সাহেব কিভাবে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা করিতেছেন? এমনি কত উৎসুক প্রশ্ন। এই সুদূর দেশে বসিয়াও পাকিস্তানের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার সঙ্গে তাহাদের হৃদয়ের তার বাঁধা।

এখান হইতে বাজারে আসিলাম। উটের পিঠে করিয়া গ্রামগুলি হইতে সবজি, ফল প্রভৃতি আসিতেছে। বাজারটি বড়ই নোংরা। খাদ্যদ্রব্যের উপরে মৌমাছির চাকের মতন মাছি ভন্‌ভন্ করিতেছে। একটা ঝুড়িতে দেখিলাম টাট্‌কা পাকা খেজুর। এই খোরমা খেজুরের দেশে আসিয়া খেজুর না খাইয়া যাইব না। হোক তার উপর যতই মাছি। দোকানদারের কাছ হইতে খেজুর

www.banglainternet.com

লইতে গেলাম, কিন্তু দোকানদার পাকিস্তানী পয়সা লইল না। সামনে একজন পরিচিত ভারতীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি আমাকে কিছু ভারতীয় পয়সা ধার দিলেন। দোকানদার খুশী হইয়া গ্রহণ করিল। পরে অনুসন্ধান লইয়া জানিলাম, বৃটিশ-যুগের মতো এখনও এদেশের টাকা পয়সা নোট ভারতে তৈরি হয়। সেইগুলি ভারতীয় মুদ্রার অনুরূপ। সেইজন্য ভারতীয় মুদ্রা এখানে সচল। শুনিলাম, সেবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সাহেব এখানে আসিয়াছিলেন। এদেশের নেতাদের অনুরোধে তিনি এদেশের জন্য পাকিস্তানের টাকশালে মুদ্রা প্রস্তুত করাইয়া দিতে রাজী হইয়াছেন।

তিনদিন পরে আমাদের প্লেন আবার আকাশে উড়িল। নিম্নে ধূ-ধূ-করিতেছে আরবের বিস্তীর্ণ মরুপ্রান্তর। আমি এরোপ্লেনের জানালা দিয়া আমার লোলুপ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিয়া বসিয়া আছি। কোথায় আমার সেই মক্কা মোয়াজ্জেমা! কোথায় সেই সোনার মদিনা মনোয়ারা! হয়তো হঠাৎ চোখে পড়িয়া যাইবে, সেই মসজিদের চূড়াটি; কিন্তু এরোপ্লেনের ভ্রমণ এতই একঘেঁয়ে যে কোথাও কিছু দেখিবার জো নাই। বড় বড় গাছপালাগুলিকে দুর্বাঘাসের মতন মনে হয়। শহরগুলিকে ছেলেদের খেলাঘরের মত ছোট মনে হয়।

রাত দশটার সময় আমরা কায়রো আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই শহরের খনিকটা দূরে মিশরের পিরামিড; কিন্তু কোন সাথীর অভাবে সেখানে যাওয়া হইয়া উঠিল না।

www.banglainternet.com

৬

লন্ডনে

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় লন্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বেশ শীত করিতেছিল। বাক্স খুলিয়া গরম জামা-কাপড় পরিয়া লইলাম। লন্ডনের মাটিতে পা দিয়া সমস্ত শরীর পুলকে নাচিয়া উঠিল। সেক্সপিয়ারের এই দেশ-শেলী-কিট্‌সের এই দেশ কত উপন্যাসে বায়স্কোপে এই দেশের স্বপ্ন দেখিয়াছি! আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হইতে চলিল ; কিন্তু লন্ডনে আসিয়া কিছুটা নিরাশ হইয়া পড়িলাম। এই লন্ডন শহর ত কলিকাতারই মতন। তবে কলিকাতার চাইতে লোকজনের ভীড় কম আর সব জায়গাই খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্টেশনে আসিয়াই দেখা হইল বন্ধুবর নূরুল মোমিন, সফিউল্লাহ্ আর মোজাহারুল হকের সঙ্গে। এঁরা সবাই লন্ডনে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য আসিয়াছেন। নাজির আহ্‌মদের বাসায় এঁরা সবাই আমার থাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন। নাজির আহ্‌মদ বি.বি.সি অফিসে চাকরি করেন। আমি বলিলাম, 'তোমাদের সঙ্গে থাকিলে ত আমি এদেশের কিছুই জানিতে পারিব না। আমার এক বন্ধু হেলেম টেনিসন্ বেথনাল গ্রীনে থাকেন। তাঁর বাসায় যাইব।' বন্ধুরা বলিলেন, 'তুমি কি ঢাকা শহর পাইয়াছ যে বলা নাই, কওয়া নাই, যখন খুশী তাঁর বাসায় যাইয়া অতিথি হইবে?' আমি বলিলাম, 'আমার বন্ধুকে আমি আগেই টেলিফোন করিয়া জানাইয়াছি। তাঁহার স্ত্রী আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।' নূরুল মোমিন বলিল, 'এদেশের ইংরেজের ভদ্রতা তুমি জান না; তাঁহারা হয়তো ভদ্রতার খাতিরেই তোমাকে যাইতে বলিয়াছে, কিন্তু তোমার সেখানে যাইয়া তাহাদের অসুবিধা সৃষ্টি করা উচিত হইবে না।' আমি বলিলাম, 'আমার বন্ধু টেনিসন্‌কে তুমি জান না। তাঁহার সঙ্গে আমার লোক-লৌকিকতার সম্পর্ক নয়। যদি তার অসুবিধা হইত তবে সে খোলসা করিয়া আমাকে বলিত। সেখানে তার সঙ্গে আমার বহু পরামর্শ করিবার আছে। মাত্র দুইদিন আমি লন্ডনে থাকিব। এই সময়ের

www.banglainternet.com

মধ্যে তাঁহার মারফতে আরও বহু লোকের সঙ্গে আমাকে দেখা করিতে হইবে। এদেশের রীতি-নীতির বিষয়ে ভালমত ওয়াকিবহাল হইতে হইবে।'

বন্ধুরা সবাই চলিয়া গেলেন। কিন্তু নূরুল মোমিন গেলেন না ; কেমন করিয়া আমার বন্ধু টেনিসনের বাড়ি হইতে গলা ধাক্কা খাইয়া আমি ফিরিয়া আসি সেই দৃশ্যটি নিজের চক্ষে দেখিবার জন্য বন্ধুবর আমার সঙ্গে চলিলেন। গাড়িতে করিয়া বন্ধুবর টেনিসন্ সাহেবের দরজায় আসিয়া দেখি, তার সুন্দরী বউ ম্যাগট্ দরজার সামনে একখানা চেয়ার লইয়া বসিয়া আছেন। লাফাইয়া উঠিয়া বাঙলা ভাষায় অতি সমাদরে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর হাত ধরিয়া আমাকে আর বন্ধু নূরুল মোমিনকে অতি সমাদরে উপরে ত্রিতলের কক্ষে যেখানে তাঁহারা থাকেন সেখানে লইয়া গেলেন।

দুই ঘন্টা আগে এরোপ্লেন হইতে নামিয়া বন্ধুবর টেনিসন্‌কে টেলিফোন করিয়াছিলাম। কি একটা দরকারী কাজে টেনিসন্ বাহির হইয়া গিয়াছেন। বিদেশে বিভুঁয়ে তাঁহাদের বাসা খুঁজিয়া বাহির করিতে আমার অসুবিধা হইবে বলিয়া ম্যাগট্ এই দুই ঘন্টা নিচে নামিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। খাতিরের এই আন্তরিকতা দেখিয়া বন্ধুবর নূরুল মোমিন বড়ই খুশী হইয়া আমাকে তাঁহাদের জিম্মায় রাখিয়া নিশ্চিন্তে চলিয়া গেলেন।

এই টেনিসন্ দম্পতির সঙ্গে আমার পরিচয় হইয়াছিল কলিকাতায়। মিত্রসেবা-সংঘের সভ্য হইয়া আমাদের দেশে আসিয়াছিলেন জনসেবা করিবার জন্য। এই মিত্রসেবা-সংঘের সভ্যেরা যুদ্ধের বিরোধী। কিন্তু যুদ্ধের সময় কামানের গোলাগুলির মধ্যে যাইয়া আহত সৈনিকের সেবা-শুশ্রূষা করেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এই মিত্রসেবা-সংঘের শাখা আছে। লোকসেবার জন্য এই সংঘ একবার নোবেল প্রাইজ পাইয়াছে। টেনিসন্ কবি টেনিসনের বংশধর। নিজেও সুন্দর লিখিতে পারেন। তাঁর লিখিত ছোট গল্পের বই পাঠক-সমাজে আদৃত হইয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটে বসিরহাট মহকুমায় পিপা নামক একটি প্রাচীন গ্রামে টেনিসন্ সাহেব একটি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে সমবায়, ধাত্রী আশ্রম এবং লোক শিক্ষাকেন্দ্র খুলিয়া এই সুন্দর দম্পতি চারিধারের লোকদের শ্রদ্ধাভাজন হইয়ছিলেন।

কয়েকজন গায়ককে সঙ্গে লইয়া একবার আমি এই গ্রামে গমন করি।

www.banglainternet.com

স্থানীয় একজন কবিগান গায়কের সঙ্গে উপস্থিত রচনায় আমি পাল্লা দিয়াছিলাম। সেই গানে খুশী হইয়া টেনিসন্-গৃহিণী আমাকে একটি উপহার দিয়াছিলেন। একটি পাকা আমের গায়ে লাল লঙ্কা এবং অন্যান্য সবজির টুক্‌রা আটকাইয়া সুন্দর অভিনব একটি পুতুল তিনি আমাকে তৈরি করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া কলিকাতায় বহু রসজ্ঞ বন্ধু-বান্ধব উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

টেনিসনের গৃহখানির একটু বর্ণনা দেই। একটি মাত্র শোবার ঘর, রান্নাঘর আর ছোট একখানা কুঠরি। এই স্বল্পপরিসর স্থানটি লইয়া তাঁহাদের ঘর-সংসার। কিন্তু টেনিসন্-গৃহিণী এই ঘরগুলিকে এমন সুন্দর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছেন যে, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। ঘরের মধ্যে কোথাও জিনিসপত্রের বাহুল্য নাই। যেখানে যে জিনিসটি রহিয়াছে, দেখিয়া মনে হয়, সেখানটি বুঝি সেই জিনিসটিকে মানাইবার জন্য তৈরি হইয়াছিল। আমাদের বাঙালী গৃহিণীদের মতো নানা জিনিস বোঝাই করিয়া ঘরটিকে আস্তাবলে পরিণত করেন নাই। দেয়ালে কালিঘাটের কয়খানা পট আর যামিনী রায়ের আঁকা একখানা ছবি। ঘরের এখানে সেখানে বাঙলা দেশ হইতে আনীত দেবমূর্তি অথবা মাটির পুতুল। বাঙলাদেশ ছাড়িয়া আসিয়াও তাঁহারা বাঙলাদেশের মমতা ভুলিতে পারেন নাই।

টেনিসন্-গৃহিণীর রান্নাঘরটি এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যেন সিঁদুর পড়িলে তোলা যায়। বাসন-পত্র, হাঁড়ি-কুড়ি সুন্দরভাবে সাজান। রান্না হয় ইলেকট্রিকের চুলায়। বাড়িতে অন্য কোন চাকর নাই। তবে বাচ্চাটির বয়স মাত্র দুই মাস। এতটুকুন বাচ্চাকে লালন-পালন করিয়াও টেনিসন্-গৃহিণী ঘর-সংসারের এত কাজ আগলান। দুপুরবেলা স্বামী চাকরিতে গেলে রান্নাঘরের খাবারের টেবিল সরাইয়া ম্যাগট্ তাঁর তাঁতের যন্ত্রপাতি সাজাইয়া বসেন। খট্ খট্ খট্ খট্ তাঁত চলিতে থাকে আর তাঁর সদ্য বুনট করা কাপড়ের উপর সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিতে থাকে।

যে ঘরখানায় তাঁরা শয়ন করেন, অতিথি অভ্যাগত আসিলে সেখানে বসিয়াই তাঁহারা গল্প-গুজব করেন। পাশের ছোট্ট কুঠরিখানায় দুই মাসের বাচ্চাটি রাতেরবেলা একলা শয়ন করে। আমাদের দেশের মা বাচ্চাকে সঙ্গে না রাখিয়া ঘুমান না। আমি ম্যাগট্‌কে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমার বাচ্চাকে

www.banglainternet.com

যে একা একা ঘরে রাত্রে শোয়াইয়া রাখ, রাতে যদি সে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদে তখন এ ঘর হইতে জানিবে কেমন করিয়া? তোমরা তো দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাও।' ম্যাগট্ বলিলেন, 'বাচ্চা জাগিলেই আমি টের পাই। এই দেখছেন না আমার মাথার কাছে বাইরের দিকে জানালা খোলা। বাচ্চার ঘরেও এরূপ একটি জানালা আছে। বাচ্চা একটু শব্দ করিলেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। তবে বাচ্চা যদি কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ে তখন আমি বাচ্চার ঘরেই অন্য বিছানায় শুইয়া সারা রাত কাটাই।'

আমি বলিলাম, 'তোমাদের নিজেদের শোবার ঘরে বাচ্চাকে আনিয়াও ত অন্য বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে পার।' ম্যাগট্ মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমাদের সঙ্গে বাচ্চা থাকিবে এটা আমি পছন্দ করি না।'

ইহা আমি কিছুতেই কিন্তু মনে মনে সমর্থন করিতে পারিলাম না। বিশেষ করিয়া আমাদের বাঙলাদেশে, এক ঘরে একলা বাচ্চাকে রাত্রকালে শোয়াইয়া রাখিলে শেয়ালের ভয় আছে, সাপের ভয় আছে, তাছাড়া ইঁদুর, পিঁপড়া এরাও তো ছোট বাচ্চার কত ক্ষতি করিতে পারে। আমার মনে পড়িল, আমাদের গ্রামের ছবুর বউ ছেলেকে ঘরে রাখিয়া অন্য বাড়িতে আগুন আনিতে গিয়াছে আর একটি শেয়াল আসিয়া ছেলেটিকে লইয়া গিয়া জঙ্গলে উধাও। আর তাহাকে পাওয়া গেল না।

কিন্তু ম্যাগটের শিশু পালনের পদ্ধতি একেবারে অন্যরকম। রাতের বেলা শিশুকে খাওয়াইয়া-দাওয়াইয়া তাহার গায়ে নেকড়া জড়াইয়া রাখেন! যদি শিশু প্রশ্রাব-পায়খানা করে তবে সেই নেকড়া তাহা চুষিয়া লয়। মাকে বার বার ঘুম হইতে উঠিয়া শিশুর জামা-কাপড় বদলাইতে হয় না। আমাদের বাঙালী অশিক্ষিত মাদের মতো শিশু কাঁদিলেই তাহার মুখে মাই পুরিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেন না।

সকালে সেই শীতের মধ্যেই ম্যাগট্ শিশুকে পরিষ্কার পানিতে গোসল করাইয়া ধোয়াইয়া পোছাইয়া তাহাকে দুধ খাওয়ান, তারপর বাড়ির পিছন দিকে মাটিতে একটি সামান্য খোলা জায়গায় চৌকির উপর তাহাকে শোওয়াইয়া রাখিয়া আসেন। ইহাতে নাকি শিশুর মাটির সঙ্গে সম্পর্ক হয়। তিনি উপরে তেতলায় ঘর-সংসারের কাজ করেন আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া দেখেন সে কি করিতেছে।

www.banglainternet.com

একদিন দেখিলাম শিশু কাঁদিতেছে। আমি ম্যাগট্‌কে ডাকিয়া আনিলাম। ম্যাগট্ চুপিচুপি আসিয়া শিশুকে ভালমত পরীক্ষা করিয়া আমাকে ডাকিয়া বলিল, 'খুকি বড্ড দুষ্টু হইয়াছে। এখন তাহার কাঁদিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তার কোন অসুখ-বিসুখ করে নাই। এইমাত্র খাওয়াইয়া দিয়াছি। সুতরাং ক্ষুধাও পায় নাই। ও এখন আমার সান্নিধ্য চাহিতেছে। তা হইবে না। এখন ওকে নেওয়ার সময় হয় নাই। সময় হইবে তিনটার সময়, আর এক ঘন্টা পরে। এখন যদি আবার ওর কাছে যাই ওর অভ্যাস খারাপ হইয়া যাইবে। ও যখন-তখন কাঁদিয়া আমাকে ডাকিয়া আনিবে। একটু আড়ালে দাঁড়ান, দেখিবেন ও আপনা হইতেই চুপ হইয়া যাইবে।' সত্যই তাহা হইল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বাচ্চা চুপ করিল।

এই বাচ্চাটিকে ম্যাগট্ কত যে ভালবাসেন! পৃথিবীর যেখানে যত বড় বড় লেখক বাচ্চা মানুষ করিবার জন্য বই লিখিয়াছেন তাহার সবগুলি বই তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ফেলিয়াছেন। এই বাচ্চাটিকে পাইয়া তাঁহার গর্বের অন্ত নাই। কেহ বাড়িতে আসিলে এই বাচ্চাটিকে সাজাইয়া গুজাইয়া আনিয়া যখন তাহাকে দেখান, তখন মনে হয় তিনি যেন স্বর্গরাজ্যের একটু যবনিকা সরাইয়া তার দর্শককে এক ঝলক সেই মহামহিমা দেখাইয়া গেলেন। একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ম্যাগট্ তোমার দেশে কি সব মায়েরাই এইভাবে শিশু পালনের অতি আধুনিক পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করিয়া শিশুকে লালন পালন করে?'

ম্যাগট্ হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমাদের দেশের আর সব মায়েরা আমার চাইতে অ-নে-ক যত্ন করিয়া শিশু পালন করেন। শিশু পালনের সব কিছু না জানিয়া আমরা শিশুর মা হই না। বুঝলে জসীম উদ্-দীন?'

আমি ভাবিতে লাগিলাম আমার দেশের মায়েদের কথা। অপরিণত বয়সে মা হইয়া অশিক্ষিত মায়েরা শিশুপালন করিতে যাইয়া শিশুকে কতভাবেই না পীড়ন করিয়া থাকেন। কত গৃহেও দেখিয়াছি, শিশু কাঁদিতেছে আর অশিক্ষিত মাতা তাহার মুখে স্তন পুরিয়া দিয়া তাহাকে থামাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তারপর অতি আহারের ফলে সেই শিশু কিভাবে পেটের অসুখ হইয়া ধীরে ধীরে কঙ্কালসার হইয়া গোরস্তানের চির আঁধার পথে গমন করে। এ যেন মা আপন হাতে সন্তানের মুখে বিষ তুলিয়া দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলেন।

www.banglainternet.com

বন্ধু টেনিসন্ অনেক রাত্রে ফিরিয়া আসিল। সে যখন বাঙলাদেশ হইতে লন্ডনে ফিরিয়া আসে তখন আমাকে চিঠিতে লিখিয়াছিল, বহু বৎসর হয়ত আর আমাদের দেখা হইবে না। যখন দেখা হইবে তখন হয়ত আমাদের শুভ্র চুল আর শুভ্র দাড়ির আড়ালে আজিকার দিন ঢাকা পড়িবে। সে বড় মজা হইবে। প্রথম দর্শনে আমরা কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিব না। আমি বন্ধুকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলাম, 'টেনিসন্! আবার আমরা মিলিয়াছি। আমাদের কারও চুল-দাড়ি শুভ্র হয় নাই। আমরা একে অপরকে চিনিতে পারি?' টেনিসন্ শুনিয়া খুব হাসিল।

রাত্রে আমার শয়নের স্থান হইল রান্নাঘরে। পাঠক নাক সিট্‌কাইবেন না। সেই পরিষ্কার হেঁসেল-ঘরে আমার বন্ধুপত্নী একখানা ক্যাম্পখাট মেলিয়া এমন সুন্দর শুভ্র বিছানা করিয়া দিলেন যে আজও তার উষ্ণতা আমি সমস্ত অন্তর দিয়া অনুভব করি।

সকালবেলা উঠিয়া মিসেস মিলফোর্ডের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। এঁর স্বামী কলিকাতা সেন্টপলস্ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ছিলেন। সেই সময় এঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

মিসেস্ মিলফোর্ড আমাদের দেশের গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া সেবাকার্য করিতেন। সেই সময় তিনি ভাল বাঙলা শিখিয়া ফেলেন। তিনি আমার নক্‌সী কাঁথার মাঠের ইংরেজি তরজমা করিয়াছেন। আজ ছয় বৎসর পর মিসেস মিলফোর্ডের সঙ্গে আমার দেখা হইল। কত যে আদর করিয়া তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন।এই মহিয়সী মহিলা আমার কবিতাকে বিদেশে প্রচার করিবার জন্য কত চেষ্টাই না করিয়াছেন। ঘরে বসাইয়া তিনি অতি আপনজনের মতন আমার পারিবারিক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর খাতা খুলিয়া আমার নূতন নূতন যেসব কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন তাহা পড়িয়া শুনাইলেন।

মিসেস মিলফোর্ডের অনুরোধক্রমে ডাঃ বাকে তাঁহার গৃহে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। এই সঙ্গীত-সাধক বাঙলাদেশে বহুদিন থাকিয়া আমাদের দেশের লোকসঙ্গীতের আলোচনা করেন। সেই সময় তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমেরিকার লোক-সঙ্গীত সভায় আমি যে প্রবন্ধ পড়িব তাহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম। তিনি আমার প্রবন্ধ শুনিয়া খুশী হইলেন।

www.banglainternet.com

তবে বলিয়া দিলেন, 'তুমি এদেশের কারো সাহায্য লইয়া এই প্রবন্ধ পড়িতে শিক্ষা কর। কারণ তোমার পড়া এদেশের কেহ বুঝিতে পারিবে না।'

বিকালে মিসেস মিলফোর্ড আমাকে কুমারী আগাথা হেরিসনের বাসায় লইয়া গেলেন। ইনি মহাত্মা গান্ধীর খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। জগতে যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ করিয়া শান্তি আনয়নের কাজে এই মহিলার দান অসামান্য। ঢাকার মিত্রসেবা-সংঘের অফিসে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। লন্ডনে আসিয়া তিনি মিসেস মিলফোর্ডকে অনুরোধ করিয়া পাঠান আমি যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

আমাকে পাইয়া তিনি কি খুশী! কোথায় বসাইবেন, কিভাবে আদর করিবেন যেন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। পরিচিতা কোন আত্মীয়া যেন তাঁর অতি আদরের কোন বংশধরকে খুঁজিয়া পাইয়াছেন এমনই তাঁর মুখের ভাব। এমন মমতা জড়ান মুখ আমার জীবনে আমি কমই দেখিয়াছি। তিনি মিসেস মিলফোর্ডকে একান্তে ডাকিয়া লইয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিতেছিলেন, 'এই তরুণ কবিকে কিভাবে আমরা লন্ডনে পরিচিত করাইয়া দিতে পারি? কোন্ প্রকাশককে বলিলে আমি এঁর বইগুলি প্রকাশ করাইয়া দিতে পারি?'

আমি তাঁকে বলিলাম, 'আপনার সঙ্গে ত আমার পরিচয় ঢাকার মিত্রসেবা-সংঘের অফিসে অল্প কয়েক মিনিটের। আপনি আমার জন্য কিছু করিয়া দিবার জন্য এত ব্যস্ত হইয়াছেন কেন?' তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প সময়ের জন্য নয়। আমি তোমার বই পড়িয়াছি। তাছাড়া গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় দেশে শান্তি আনার জন্য তুমি যে কাজ করিয়াছ তাহা আমি মিত্র-সেবা-সংঘের বন্ধুদের কাছে শুনিয়াছি। তুমি আমার কাছে অতি অন্তরঙ্গ।'

আমি অল্প সময়ের মধ্যেই লন্ডন ত্যাগ করিব শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। কিছুদিন লন্ডনে থাকিলে তিনি আমাকে তাঁহার পরিচিত গুণীবন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে পারিতেন।

তাঁহার গৃহখানিতে মহাত্মা গান্ধীর একখানা ছবি টাঙান। বইয়ের শেলফে অতি যত্নের সঙ্গে গান্ধীজী এবং জওহরলালের বইগুলি সংরক্ষিত। কুমারী আগাথা হেরিসনের মতো বহু বিখ্যাত চিন্তাশীল এবং জগতের কল্যাণকামী লোক ভারতের অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার মনে আছে, ঢাকায় তাঁর

www.banglainternet.com

সঙ্গে আলাপে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, 'জওহরলালের মত লোক কোন অন্যায় করিতে পারেন না।' আমি উত্তরে বলিলাম, 'তবে তিনি আমাদের মুদ্রামান স্বীকার করিয়া লইলেন না কেন? সব দেশই ত আমাদের মুদ্রামান স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কাশ্মীরের ব্যাপারে তিনি বিশ্বসভার সালিসি মানিয়া লইতে চাহেন না কেন?' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'এই কেনর পিছনে ওদের অসংখ্য কেনর ঘূর্ণীবায়ু ঘুরিতেছে। আমি চাই পাকিস্তান-হিন্দুস্তান সুখে বাস করুক।'

তখন আমার মনে হইয়াছিল, এই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকদের কাছে আমাদের পাকিস্তানের বক্তব্য ভালভাবে পৌঁছে নাই। আমাদের পোশাকী রাজনৈতিক নেতাদের কথায় এঁরা ততটা কান দেন না। দেশে যেসব লোকের সত্যিকারের সৃষ্টি-প্রতিভা আছে, তাঁহারা যদি এসব দেশে আসিয়া এঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনা করেন তবে এদিক দিয়া অনেক কাজ হইবে। কারণ এঁরা রাজনৈতিক ক্ষমতাবানদের চাইতে দেশের চিন্তাশীল লেখকদের অনেক উপরে স্থান দেন।

কুমারী আগাথা হেরিসনের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, আমেরিকা হইতে ফিরিবার পথে তাঁহার সহিত অনেক বিষয় লইয়া আলাপ করিব। আমার খুবই মনে বিশ্বাস ছিল, আমাদের কথা যদি ভালমত তাঁকে বুঝাইয়া বলিবার সুযোগ পাই, তিনি নিশ্চয়ই ভারতের মত পাকিস্তানের পরম বন্ধু হইবেন। হিন্দুস্তানে গান্ধী জওহরলালের আকর্ষণের চাইতেও তাঁহার মধ্যে মানবতার জন্য যে অপূর্ব মহিমান্বিত মাতৃ-মূর্তি দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার কাছে কোন সত্য কথাই অগ্রাহ্য হইবে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। বড়ই দুঃখের কথা আমি যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিলাম তিনি তখন লন্ডনে ছিলেন না। তাঁহার সঙ্গে সেই অল্প সময়ের আলাপের স্মৃতি আজও আমার মনে লোবানের ধোঁয়ার মত গন্ধ বিস্তার করিতেছে।

বাসায় ফিরিয়া আসিয়া বন্ধুপত্নীকে বলিলাম, 'ম্যাগট্, তুমি ত বাজারে যাও। আমার জন্য কয়েকটা নেক্‌টাই কিনিয়া আনিও।' ম্যাগট্ উত্তর না দিতেই বন্ধুবর টেনিসন্ বলিল, 'আমার ঘরে অনেকগুলি নেক্‌টাই আছে। যতগুলি প্রয়োজন তুমি লইয়া যাও।' আমি বলিলাম, 'না না। আমাকে

www.banglainternet.com

বাজার হইতে নেক্‌টাই কিনিয়া দিও।' ম্যাগট্ হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে আমাদের ঘরের নেক্‌টাই লইতে হইবে। আমি পরের নেক্‌টাই পছন্দ করিতে জানি না।' টেনিসন্ অল্প পরিসর আয়ে তাঁহার সংসার চালায়। তাঁহার নিকট হইতে নেক্‌টাইগুলি লইতে কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বলিয়া ত মুস্কিলে পড়িয়াছি। ম্যাগট্‌কে আমি বলিলাম, 'তুমি কিন্তু কিছুতেই তোমাদের নেক্‌টাইগুলি আমার বাক্সে পুরিয়া দিও না।' টেনিসন্ হাসিয়া উত্তর করিল, 'আচ্ছা তোমার যাহা অভিরুচি তাহাই হইবে।'

লন্ডন হইতে বিদায় লইয়া আমেরিকাগামী উড়োজাহাজে আরোহণ করিলাম। টেনিসন্ স্টেশন অবধি আগাইয়া দিয়া গেল। কোথায় চলিয়াছি কোন্ অপরিচিত দেশে। মন এক বিষাদময় আনন্দে ভরপুর। হঠাৎ কি একটা কাজে বাক্স খুলিতে হইল। বাক্স খুলিয়া দেখি, আমার অগোচরে কোন্ ফাঁকে বন্ধুপত্নী ম্যাগট্ অনেকগুলি নেক্‌টাই বাক্সের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছেন। এই সুন্দর দেশে বন্ধুপত্নীর এমন মধুর আন্তরিকতায় দুই চোখ বহিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

www.banglainternet.com

আমেরিকার পথে

আমাদের প্লেনে একজনও পাকিস্তানী বা ভারতীয় যাত্রী ছিলেন না। সবাই ইউরোপবাসী। কারো সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। ভাবিলাম সারা পথ একা একা কাটাইতে হইবে।

কিন্তু শীঘ্রই আমার ভুল ভাঙিল। অল্প সময়ের মধ্যেই বহু যাত্রী স্বেচ্ছায় নিজেদিগকে আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হইলেন। ইহাদের ব্যবহারের সঙ্গে করাচি হইতে লন্ডনের পথে যেসব ইংরেজ-যাত্রীর সহিত আসিয়াছিলাম তাহাদের ব্যবহারের কি তফাৎ। করাচি হইতে প্লেনে উঠিয়া আমি ভাবিয়াছিলাম তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিয়া ইংরেজিতে কথাবার্তা কহিয়া নিজের আড়ষ্টতা কিছু কম করিয়া লইব। কিন্তু যাহারই সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছি সেই পাশ কাটাইয়া চলিয়া গিয়াছে। হয়ত একজনকে দেখিয়া আলাপের সূত্র রচনা করিতে বলিয়াছি, 'আজ কেমন সুন্দর আবহাওয়া।' 'হাঁ, সুন্দর আবহাওয়া'– এই কথাটি বলিয়াই সে আমাকে দ্বিতীয় কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া পার্শ্ববর্তী ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে অন্য রকমের কথায় মশগুল হইয়াছে; কিন্তু এখানকার ব্যাপার অন্য রকম। কাহাকে দেখিয়া আব্‌হাওয়ার কথা পাড়িতেই তিনি আরও কত কথা জিজ্ঞাসা করেন। 'এই কি আপনার প্রথম আমেরিকা যাত্রা? কেমন লাগিতেছে? উড়োজাহাজের ভ্রমণে আপনার কোন অসুবিধা হইতেছে না ত? আমেরিকায় কোথায় যাইবেন ইত্যাদি নানা কথায় তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই অন্তরঙ্গ হইয়া ওঠেন। ভাবিলাম, ভারত ও পাকিস্তানের অর্থ পানিতে দেহ পুষ্ট করিয়া এবং একতাড়া ব্যাঙ্কের নোট বগলে করিয়া যেসব শ্বেতকায়েরা দেশে ফিরিয়া যায়, তাহাদের সঙ্গে এদেশের শ্বেতজাতির কি অসামান্য তফাৎ। আমাদের নিমকের প্রতিদান উহারা এইরূপেই দিয়া থাকে।

এর ওর সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে একজন ইংরেজ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি ইংলন্ডের মাধ্যমিক স্কুলগুলির সম্পাদক। আমেরিকা

www.banglainternet.com

যাইতেছেন নানাস্থানে বক্তৃতা করিবার জন্য। আমার পরিচয় পাইয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। আমেরিকা যাইয়া আমি যে অভিভাষণটি দিব তাহা তিনি পড়িতে চাহিলেন। আমি আনন্দের সঙ্গে তাঁহাকে আমার অভিভাষণটি দিলাম। অতি মনোযোগের সঙ্গে তিনি আমার লেখাটি পড়িলেন। পড়িয়া বলিলেন, 'আপনার প্রবন্ধ পড়িয়া আপনার দেশ পূর্ববঙ্গে যাইতে ইচ্ছা করে।'

আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, 'দেখুন, আমার বড়ই ভয় হইতেছে, হয়ত আমার খারাপ উচ্চারণের জন্য এদেশের কেহই আমার প্রবন্ধটি বুঝিতে পারিবে না।' তিনি আমাকে বলিলেন, 'আপনি ঘাবড়াইবেন না। আসুন, আপনাকে আমি উচ্চারণ শিখাইয়া দিতেছি। আমাদের নিউইয়র্ক পৌঁছিতে অনেক সময় লাগিবে। এই সময়ের মধ্যে আমি আপনাকে তৈরি করিয়া দিতে পারিব।' আমার প্রবন্ধ পড়ার মহড়া চলিতে লাগিল। এই ভদ্রলোকের আরও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তাহাদের সঙ্গে গল্প-গুজব না করিয়া প্রায় সারাটি পথই তিনি আমাকে উচ্চারণ শিখাইয়া কাটাইলেন।

কথা ছিল আয়ারল্যান্ড হইতে আমাদের উড়োজাহাজ সোজা নিউইয়র্ক চলিয়া যাইবে। পথের মধ্যে কোথাও থামিবে না। কিন্তু আবহাওয়ার অসুবিধার জন্য আমাদের প্লেন উত্তর মেরুর উপর দিয়া ঘুরিয়া আইস্‌ল্যান্ড গিয়া থামিল। এখানে চার মাস সূর্য অস্ত যায় না। সামান্য ঘন্টাখানেক আমরা এখানে ছিলাম। এদেশের লোকগুলি এত সুন্দর! যেসব মেয়ে আমাদের খাবার পরিবেশন করিল তাহারা সকলেই যেন ডানাকাটা পরী। তাহাদের মধ্যে কে কাহার চেয়ে বেশি সুন্দরী নির্ণয় করা যায় না।

আমার অল্পবয়স্ক ছেলে কামাল নানা দেশের স্ট্যাম্প সংগ্রহ করে। এখান হইতে একখানা পোস্টকার্ড কিনিয়া তাহাকে লিখিলাম, 'আমি সেই চির রহস্যভরা উত্তর মেরুর দেশ হইতে তোমাকে মনে করিতেছি।'

আমাদের প্লেন আবার ছুটিয়া চলিল। সামনে গ্রীনল্যান্ডের পাহাড়ের উপরে তুহিন তুষার জমিয়া আছে। সেই অপূর্ব রহস্যপূর্ণ এস্কিমোদের দেশ। সাদা বরফের উপর ধূসর কুয়াশা মেলিয়া কি এক অপূর্ব স্বপ্ন-মাধুরী সৃষ্টি করিয়াছে। আমি যদি সেখানে যাইতে পারিতাম!

www.banglainternet.com

সেই দেশ ছাড়াইয়াও আমরা উড়িয়া চলিলাম। উপরে অনন্ত সুনীল আকাশ, এখানে ওখানে দু একখানা সাদা মেঘ আর নিম্নে অথৈ অনন্ত সুনীল সাগর। এ আমি কোথায় চলিয়াছি, কোথা হইতে আসিয়াছি! ঊর্ধ্বে নিম্নে দুই অনন্ত নীলের মধ্যে যেন তাহার মহা জিজ্ঞাসা লুকাইয়া আছে।

যথাসময়ে আমরা নিউইয়র্কে আসিয়া পৌঁছিলাম। এদেশের কাস্টম্‌স্ কি ভদ্র আর বিনয়ী? তাহারা যেন যাত্রী সাধারণের উপকার করিতেই এখানে উপস্থিত আছেন। কত দেশ হইতে কত রকমের যাত্রীই এখান দিয়া আসিতেছে যাইতেছে, কি ক্ষিপ্রতার সহিত তাহাদের মালপত্র পরীক্ষা করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদিগকে বিদায় দিতেছেন। সব কাজই অতি শৃঙ্খলার সহিত সম্পাদিত হইতেছে।

নিউইয়র্ক পৌঁছিয়া যাত্রীরা যাহার যাহার গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেল। আমি রেল-স্টেশনে যাইবার জন্য ট্যাক্সীর সন্ধানে বাহির হইলাম। দেখি একটি পাতলা গঠনের সুন্দরী মেয়ে, সেও স্টেশনে যাইবার জন্য ট্যাক্সির অপেক্ষায় আছে। আমিও স্টেশনে যাইব জানিতে পারিয়া মেয়েটি খানিক লজ্জা করিয়া খানিক হাসিয়া আমাকে বিনীতভাবে বলিল, 'আমাকে মাফ করিবেন, আপনিও স্টেশনে যাইবেন। আসুন আমরা ভাগাভাগি করিয়া একই গাড়িতে যাই।' আমি সানন্দে রাজি হইয়া কুলির সন্ধান করিতেছি, মেয়েটি একটু হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কত মাল আছে যে কুলির সন্ধান করিতেছেন?' আমি অঙ্গুলি দিয়া আমার সুটকেশটি দেখাইয়া দিলাম। মেয়েটি আমার কোন রকম আপত্তি করিবার আগেই হাসিয়া সুটকেশটি টানিয়া গাড়িতে উঠাইয়া আমাকে বলিলেন, 'দয়া করিয়া গাড়ীতে উঠুন।' আমি সুবোধ বালকের মত তাহার কথা মান্য করিলাম।

www.banglainternet.com

আমেরিকায়

আমার সেই স্বপ্নের আমেরিকায় আসিয়াছি। দু ধারে উধাও মাঠ, বাড়িঘর, শস্যক্ষেত ছাড়াইয়া আমাদের মোটর ছুটিয়া চলিয়াছে। আমার পার্শ্বে উপবিষ্টা সুন্দরী মেয়েটির রূপে যেন চারিদিকের যা কিছু দেখিতেছি রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। অল্পক্ষণের এই পথ। মেয়েটির সঙ্গে সামান্য দুই চারটি কথা হইল। আমার ইংরেজি উচ্চারণ সে বুঝিতে পারে না, তার আমেরিকান চালের ইংরেজিও আমি বুঝিতে পারি না। তার কথা আমাকে বুঝাইবার জন্য নানাভাবে একই কথা বলিতে যাইয়া তাহার মুখে যে হাসি মিশ্রিত অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি হইতেছিল তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। আমি যাইব ইন্ডিয়ানা-পোলিশ। মেয়েটি সেইদিকে যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতে বলিল, 'না, আমি অন্যদিকে যাইব।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'যার সঙ্গে আমার পরিচয় করার এই সম্মান ঘটিল তার নামটি কি জানিতে পারি?' মেয়েটি অতি মিষ্টি করিয়া উচ্চারণ করিল, 'আমার নাম এলিস টমসন্! আমি বলিলাম, 'আপনাকে মিস্ টমসন্ বলিব না মিসেস টমসন্ বলিব?' হাসিয়া মেয়েটি উত্তর করিল, 'আমাকে আপনি শুধু এলিস্ বলিয়া ডাকিবেন।' আমি বলিলাম, 'এই অল্প সময়ের যে পরিচয় হইল তাহা চিরকাল মনে থাকিবার মত। আপনি কি আপনার ঠিকানা আমাকে জানাইবেন।' মেয়েটি হাসিয়া বলিল, 'না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি কোন্ কলেজে পড়েন?' মেয়েটি বলিল, 'আমি এ কথার উত্তর দিব না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে আপনাকে কেমন করিয়া মনে রাখিব?'

মেয়েটি বলিল, 'আমার কথা যদি আপনি মনে করিতে চাহেন, মনে করিবেন, একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হইয়াছিল। ব্যাস্। আর কিছু নয়।'

আমি বলিলাম, 'এলিস্! বড় দূরের দেশ হইতে আমি আসিয়াছি। এদেশে আসিয়া প্রথম পরিচয় হইল তোমার মতো একটি সুন্দরী মেয়ের

www.banglainternet.com

সাথে। যাত্রার আরম্ভটি বড়ই লোভনীয়।' এলিস্ আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা রেল-স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। এবার আমি আগে হইতেই এলিসের আর আমার সুটকেশটি গাড়ি হইতে নামাইয়া লইলাম। ইত্যবসরে এলিস্ ট্যাক্সির ভাড়া চুকাইয়া দিয়া ফেলিয়াছে। আমি বারবার আমার অংশের ভাড়া তাহাকে দিতে গেলাম। সে কিছুতেই লইল না। যাত্রা করিবার সময় এলিস্ আমার সুটকেশটি গাড়িতে উঠাইয়া আমাকে হারাইয়া দিয়াছিল, গন্তব্যস্থানে আসিয়াও সে আমাকে ট্যাক্সির ভাড়া দিয়া আমাকে হারাইয়া দিল।

স্টেশনে আসিয়া এলিস্ তাড়াতাড়ি টাইম-টেবিল দেখিয়া লইল। তাহার ট্রেন ছাড়িতে আর মাত্র দশ মিনিট আছে। তবু এই সময়ের মধ্যে যতটা পারল সে আমাকে ইন্ডিয়ানা-পোলিশ যাইবার জন্য সাহায্য করিল। যে ভদ্রলোক টিকেট দেয় তাহার সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিল।

বিদায় লইবার সময় আমি বলিলাম, 'সুন্দরী এলিস্! তোমার কথা আমি মনে করিব।' একটু করুণ হাসিয়া এলিস্ আমার করমর্দন করিয়া বিদায় লইল। তারপর স্টেশনের অনন্ত জনসমুদ্রের ভিড়ে মিলাইয়া গেল। আমি স্থানুর মতো সেই জনসমুদ্রের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তারপর একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস সমস্ত বক্ষ বিদীর্ণ করিল।

আমার গাড়ী সেই বিকাল পাঁচটায়। তখন বেলা মাত্র ১টা বাজিয়াছে। আমার সুটকেশটি যদি কোথায়ও রাখিয়া যাইতে পারিতাম বেশ হইত। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, স্টেশনে ছোট ছোট খোপকাটা আলমারি আছে। তাহার ছিদ্র দিয়া পরিমিত মুদ্রা ঢুকাইয়া দিলে আলমারির একটি প্রকোষ্ঠ খুলিয়া যায়। তাহার মধ্যে নিজের জিনিসপত্র রাখিয়া আলমারি সংলগ্ন চাবিটি দিয়া বাক্স বন্ধ করিয়া যেখানে খুশী ঘুরিয়া আসা যায়। পরে চাবিটি দিয়া বাক্স খুলিয়া নিজের জিনিস লওয়া যায়।

তাহার উপদেশ অনুসারে আলমারির খোপে জিনিসপত্র বন্ধ করিয়া সামনের দিকে আগাইয়া চলিলাম। খুবই পিপাসা পাইতেছিল। সামনে দেখিলাম একটি মেশিনের ছিদ্র দিয়া একজন সুন্দরী মেয়ে মুদ্রা ঢুকাইয়া দিল। তৎক্ষণাৎ একটি চুঙার মধ্য হইতে একটি কাগজের গ্লাস বাহির হইয়া

www.banglainternet.com

আসিল। গ্লাসটি তাড়াতাড়ি লইয়া তিনি কলের অন্য এক জায়গায় ধরিলেন, অমনি সুস্বাদু সরবতে গ্লাসটি ভরিয়া গেল। মহিলা সরবৎ পান করিয়া গ্লাসটি পার্শ্বের আর একটি বাক্সে ফেলিয়া দিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমিও তাহার মত একটি মুদ্রা লইয়া মেশিনের খোপে ঢুকাইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এদেশের মুদ্রা ত এখনও আমি চিনিতে পারি নাই। হয়ত দুই আনার স্থলে একটি টাকা লইয়াই সেই ছিদ্রপথে ঢুকাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছি। মেয়েটি আমার ব্যর্থতা দেখিয়া হাসিলেন, তারপর আমার দিকে আগাইয়া আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'আপনি বুঝি এদেশে নতুন আসিয়াছেন। আমি কি আপনাকে সাহায্য করিতে পারি?' আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া জানাইলাম, 'অতি কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার সাহায্য গ্রহণ করিব।' মেয়েটি তখন আমার মুঠি হইতে অনেকগুলি মুদ্রার মধ্যে একটি বাছিয়া লইয়া সেই ছিদ্রপথে ঢুকাইয়া দিলেন। পূর্ববৎ গ্লাস বাহির হইয়া আসিল। আমি আমেরিকার প্রসিদ্ধ পানীয় কোকাকোলা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম। এরূপ কোকাকোলা মেশিন শহরের বহু স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে। পথিকেরা ইচ্ছামত সেখানে পানীয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

সেখান হইতে আগাইয়া চলিলাম। সামনে একটি দোকান। এমন জিনিস দুনিয়ায় খুব কমই আছে যা এখানে পাওয়া যায় না। এই দোকানের এক একটি বিভাগ ঢাকা কলিকাতার বড় বড় দোকানগুলির সমান। বিজ্ঞানের যতগুলি সুযোগ-সুবিধা তাহা সবই এখানে গ্রহণ করা হইয়াছে। দোকানের ভিতরের সমস্ত ঘরগুলি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডার দিনে গরম। দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া আরও আশ্চর্য হইলাম, একতলা হইতে উপরের তলায় যাইতে হইলে উঠিবার একটি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইলেই যথেষ্ট। সিঁড়ি আপনা হইতে আপনাকে যথাস্থানে লইয়া যাইবে। সিঁড়িগুলি অনবরত উপরে উঠিতেছে। আবার অন্য জায়গা দিয়া নামিয়া আসিতেছে। সেই স্থান দিয়া নামিয়া আসিতে হয়।

দোকানের অধিকাংশ বিভাগগুলিতেই সুশ্রী সুন্দরী মেয়েরা ক্রেতাদিগকে নানা জিনিস দেখাইতেছে। আমার সামান্য যাহা কিছু কিনিবার ছিল কিনিয়া রেল-স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্টেশনে আসিয়া অসংখ্য যাত্রীর ভিতরে আমার উদাসীন নয়ন দুটি এদেশে আমার

www.banglainternet.com

প্রথম পরিচিতা সেই সুন্দরী এলিস্‌কে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। হয়তো সে এখনও স্টেশনে আছে। কোথাও কোনখানে হয়ত তাহার সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। কিন্তু মানুষের ইচ্ছা কি সবসময়ই পূর্ণ হয়?

নির্দিষ্ট গাড়িতে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলাম। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। কত শস্যক্ষেত্র, শহর, বাজার, নদ-নদী, বন-জঙ্গল অতিক্রম করিয়া আমাদের ট্রেন ছুটিয়া চলিল। কাচের স্বচ্ছ জানালা দিয়া আমার নয়ন দুটিকে উধাও করিয়া দিলাম। দু'পাশের তরু-লতায়, ফুলে-ফলে, পাহাড়ে-পর্বতে সেই তরুণী এলিস্ যেন তার সমস্ত অঙ্গের মাধুরী বিস্তার করিয়া গিয়াছে! তারই মহিমায় এই দেশটি যেন স্বপ্নপুরীতে পরিণত হইয়াছে।

দিনের আলো নিবিয়া আসিল। যাত্রীরা আহারের সন্ধানে ট্রেনের রেস্টুরেন্টে ছুটিলেন। আমিও তাহাদের সঙ্গে গেলাম। কিন্তু কি খাইবার অর্ডার দিব? মেনু দেখিয়া কিছুই বুঝিবার যো নাই। আমাদের দেশে ইংরেজদের সঙ্গে মিশিয়া কাটলেট, চপ, রোস্ট প্রভৃতি দু'চারিটি যা যা ইংলিশ খানার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল, তাহার একটিও এদেশের ইংরেজরা খায় না। তাছাড়া কোন্ খাদ্যের মধ্যে শূকরের মাংস আছে তাহাও জানি না। সুতরাং অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সবজি জাতীয় এক রকম খাদ্যের অর্ডার দিলাম। দাম লইল তিন টাকা কয়েক আনা। কিন্তু সেই খাদ্য যখন আমার সামনে আনিয়া দিল, আমার ত চক্ষু চড়কগাছ। কতকগুলি গাছের পাতা, কয়েকখণ্ড টমেটো আর কয়েক টুকরা ডিম। তার সঙ্গে আরও কি যেন মিশাইয়া দিয়াছে। খাইতে বমি আসে। সুতরাং দু'চারবার চেষ্টা করিয়া খাবার টেবিল হইতে উঠিয়া আসিলাম।

এদেশের গাড়িগুলির নিম্নশ্রেণী বা উচ্চশ্রেণী সবই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত দরজা জানালা কাচে আবৃত থাকে। তারই ভিতর দিয়া বাহিরের যাহা কিছু দেখা যায়। রাত্রে ইচ্ছা করিলে যাত্রীরা শুইয়া-যাইতে পারে, তাহার জন্য নাইট শ্লিপারের টিকিট খরিদ করিতে হয়। নির্দিষ্ট আসনে যাত্রীদের নাম লেখা থাকে। সুতরাং আসন লইয়া কোথাও ঠেলাঠেলি লাগে না। যাত্রীদের কামরায় বসিয়া কেহ সিগারেট পান করিতে পারে না। সিগারেট পান করিবার জন্য আলাদা কামরা আছে। কিন্তু সেখানেও লোকের ভিড় দেখিলাম না। আমাদের দেশে কত লোক দেখিয়াছি প্রায় সবসময়ই মুখে

www.banglainternet.com

সিগারেট লাগিয়াই আছে, কিন্তু এদেশের লোকেরা বোধহয় সিগারেট খুব কম খায়।

আমি যেখানে বসিয়াছিলাম তারই একটু দূরে একটি মহিলা তার ছোট ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া বসিয়াছিলেন। ছেলের হাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবির বই, খাতা, পেন্সিল। ট্রেনের মধ্যে বসিয়া ভদ্রমহিলা ছেলেটিকে গল্পের বইগুলি পড়াইতেছিলেন। মাঝে মাঝে ছেলেটি কাগজ পেন্সিল লইয়া ছবি আঁকিতেছিল। মা চাহিয়া চাহিয়া ছেলের প্রতিটি রেখাঙ্কন দেখিতেছিলেন। আমি ছেলেটির সঙ্গে একটু ভাব জমাইতে চেষ্টা করিলাম। এতে মা খুব খুশী হইলেন। ছেলেটির হাত হইতে একখানা ছবির বই চাহিয়া লইলাম। বর্তমান জগতের যত রকমের মেশিন আছে তারই মনোরম কাহিনী। কি করিয়া বই ছাপা হয়, কোথায় মোটর গাড়ী তৈরি হয় প্রভৃতির সমস্ত রহস্য অতি সংক্ষেপে নানা ছবির সাহায্যে বইখানার মধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। একটি জাগ্রত জাত কিভাবে তার ভবিষ্যৎ বংশধরকে জগতের বিভিন্ন সমস্যার সামনে দাঁড় করাইবার জন্য আগে হইতেই প্রস্তুত করাইয়া লইতেছে, তারই সামান্য কিছু আভাস পাইলাম এই মা ও ছেলের মধ্যে।

www.banglainternet.com

ইন্ডিয়ানা-পোলিশ

পরের দিন বেলা নয়টার সময় ইন্ডিয়ানা-পোলিশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পূর্ব রাত্রে অনাহারে কাটাইয়াছি। ক্ষুধায় পেটের বত্রিশ নাড়ি বিদ্রোহ করিতেছিল। স্টেশনে আসিয়াই একটা খাবারের দোকান হইতে কিছু দুধ ও রুটি কিনিয়া পেট ভরিয়া খাইলাম। দেখিলাম সামনেই একটি নাপিতের দোকান। মাথায় চুলগুলি বড় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি ধীরে ধীরে সেই নাপিতের দোকানে প্রবেশ করিলাম। নাপিত লোকটি বড় ভাল। চুল কাটিতে কাটিতে তাহার সঙ্গে গল্প করিতেছিলাম। দেখিলাম এদেশের নাপিতও একটা সামান্য ব্যক্তি নহে। সে বেশ শিক্ষিত। এদেশের নাপিতদের একটা সমিতি আছে। ইন্ডিয়ানা-পোলিশের নাপিত সেই সমিতির একজন সভ্য। তাহাদের বিভিন্ন নাপিত-সমিতি হইতে অনেকগুলি পত্রিকা বাহির হয়। সেইসব কাগজে কি করিলে মাথার চুল উঠিবে না, অল্প বয়সে মাথার চুল পাকিবে না প্রভৃতি বিষয়ে নানারূপ প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহাদের নাপিত সভায়ও এইসব বিষয়ে বহু আলোচনা হইয়া থাকে। এই দোকানটি দ্বিতীয় শ্রেণীর। এখানে চুল কাটাইতে তিন টাকা ছয় আনা, দাড়ি কামাইতেও ওই একই দাম। চুল কাটাইয়া সাবান দিয়া মাথা ধুইয়া মাথায় চুলের টনিক মাখাইয়া দিতে আরও তিন টাকা ছয় আনা খরচ লাগে। নাপিত খাতিরে আমার মাথায় চুলের টনিক লাগাইয়া দিল।

ইন্ডিয়ানা-পোলিশ আমেরিকার অনেকগুলি স্টেটের মধ্যে একটি। এদেশে ট্যাক্সিকে বলে ক্যাব। তারই একটায় আরোহণ করিয়া রেল-স্টেশন হইতে যাত্রা করিলাম। এদেশে প্রত্যেক ক্যাবেই বেতারের যন্ত্রপাতি বসান থাকে। দূরে কোথা হইতে পুলিশ-বেতারযোগে ক্যাব ড্রাইভারকে গাড়ি চালানর নানারকম উপদেশ দিয়া থাকে। আস্তে চালাও, এখানে একটু থামাও, একটু পিছাইয়া যাও, বাঁয়ে ঘোর প্রভৃতি নির্দেশ ক্যাবের সঙ্গে যুক্ত

www.banglainternet.com

বেতার যন্ত্রে বাজিতেছিল। আমাকে পৌঁছাইয়া দিয়া ক্যাব ড্রাইভার বেতার যোগে তাহার হেড্ অফিসে জানাইয়া দিল, গাড়ি অমুক জায়গায় পৌঁছিয়াছে। হেড্ অফিস আবার বেতারযোগে তাহাকে অতঃপর কোথায় যাইবে তাহার নির্দেশ দিল। কোন স্থান হইতে ক্যাবের জন্য হেড্ অফিসে ফোন আসিলে হেড্ অফিস নিকটতম ক্যাব ড্রাইভারকে সেই স্থানের আরোহীকে লইয়া আসিবার জন্য বেতারযোগে নির্দেশ দিয়া থাকে। ইহাতে সময় এবং পেট্রোলের অযথা অপচয় হয় না। এদেশে বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক দানগুলিকে কিভাবে নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। যখন ইন্ডিয়ানা ইউনিভারসিটিতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম, বেলা তিনটা বাজিয়াছে।

এখানে আসিয়াই এক মুস্কিলে পড়িলাম। আমার সঙ্গে খুচ্‌রা ডলার ছিল না। ট্যাক্সিওয়ালাকে ভাড়া দিতে পারিতেছি না। সঙ্গে ভ্রমণকারীর চেক আছে। ভাঙ্গাইতে সময় লাগিবে। এক ভদ্রলোক রবাহুত আগাইয়া আসিয়া ট্যাক্সির ভাড়াটা চুকাইয়া দিলেন। আমি আপত্তি করিতেই তিনি বলিলেন, 'আপনার চেক্ ভাঙ্গাইয়া টাকাটা পরে দিয়া দিবেন।' আমি ভাবিলাম ইনি বোধহয় এখানকার কর্তৃপক্ষদের একজন কেউকেটা হইবেন। টাকাটা পরে দেওয়া যাইবে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চেক্ ভাঙ্গাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু আমার সেই উপকারী বন্ধুটিকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। ব্যস্ততার মধ্যে ভাল করিয়া তার মুখখানি দেখিয়া লইতে পারি নাই। আর দেখিলেই বা কি, জীবনে এত অল্প ইংরেজ দেখিয়াছি যে ওদের সবাইকে প্রায় একরকম দেখিতে লাগে। সুদীর্ঘ একমাস আমি ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলাম। এই উপকারী বন্ধুটিকে কত খুঁজিলাম, কত জনার কাছে তাঁর অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কেহই তাঁর অনুসন্ধান দিতে পারিল না। তিনি হয়ত পরে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। হয়ত আমি তাঁর কাছে সেই উপকারী বন্ধুটির অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমার কাছে রহস্যই রহিয়া গেলেন। ঋণ শোধ করার সুযোগ দিয়া তিনি আমার কাছে ধন্যবাদের পাত্র হইলেন না। এদেশে প্রথম পা দিয়াই সুন্দরী এলিসের কাছে ঋণী হইয়া আসিয়াছি। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বন্ধুটি যেন সেই এলিসেরই আর একরূপ। নানারূপে সেই একই বহুরূপ হইয়া দেখা দেয়। নানা মানব চরিত্রের পানপাত্র ভরিয়া কতভাবেই এলিসের মহানুভবতা

www.banglainternet.com

উপভোগ করিলাম,– আমার অবশিষ্ট ভ্রমণ কাহিনীতে তাহারই রহস্য জাল মেলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

হোস্টেলের কামরায় জিনিসপত্র রাখিয়া খাবার সন্ধানে বাহিরে গেলাম। কারণ অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। আমাদের নির্দিষ্ট হোস্টেলে তখন কিছুই খাবার ছিল না।

রূপকথার পাতালপুরী এই মার্কিন মুল্লুক। কত বন্ধুর মুখে এ দেশের গল্প শুনিয়াছি ; কত পুঁথি-পুস্তকে এদেশের কথা শুনিয়াছি কিন্তু এই যাদুর কুহক দেশের এতটুকু মাধুর্যের সঙ্গেও আগে পরিচিত হইতে পারি নাই। রাস্তা দিয়া রঙ-বেরঙের কাপড় পরিয়া সুন্দর সুন্দর মেয়েরা হাসিতে হাসিতে চারিদিক মুখর করিয়া চলিয়াছে। মোটরে করিয়া এদেশে রঙিন আপেলের চাইতেও রঙিন মেয়েরা যেন চোখের উপর নানা রঙের ফুলের ফুলঝুরি ছড়াইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের গায়ের বর্ণ যেন এদেশের আকাশে বাতাসে তরুলতাতে মাধুর্য বিস্তার করিতেছে।

ধনকুবেরের দেশ এই মার্কিন মুল্লুক। তার বিলাস-ব্যসনের পদ্ধতির অন্ত নাই। মোটরে যাহারা বিহার করেন, তাহারা মোটর হইতে নামিয়া রেস্টুরেন্টে বসিয়া পান-আহার করিবেন ইহাতে সময় এবং শক্তির অপব্যয় হইবে। সেইজন্য শহরের বহু স্থানে মোটর যাত্রীদের জন্য এক অপরূপ রেস্টুরেন্টের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রত্যেকটি রেস্টুরেন্টের চারিদিকে মোটর ঘুরাইবার রাস্তা থাকে। ইহার উঠানের উপর অসংখ্য মোটর আসিয়া দাঁড়াইতে পারে। সেই মোটরে বসিয়া যাত্রীরা হর্ন বাজাইলেই রেস্টুরেন্ট হইতে সুন্দর সুন্দর মেয়েরা দৌড়াইয়া আসে। যাত্রীদের আদেশ অনুযায়ী তাহারা কোকাকোলা রেপ্‌স্‌বেরি প্রভৃতি শরবৎ বা অন্য খাবার আনিয়া দেয়। এইসব খাবার দোকানে যেসব মেয়েরা কাজ করে তাহাদের অধিকাংশই স্কুল-কলেজের ছাত্রী। হয়তো গরীব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক, পড়ার অবসরে এরা কিছু উপার্জন করিয়া লয়। শুনিয়াছি শীতকালে এ দেশে খুবই ঠাণ্ডা পড়ে। এই ধরনের খাবারের দোকানগুলি রাত্র একটা অবধি খোলা থাকে। সেই শীতের রাত্রে এই সুন্দরী মেয়েগুলি ধনী লোকদের বিলাস আহারের জন্য এইভাবে রাত্রি জাগিয়া পরিশ্রম করে। আমেরিকার সভ্যতার এইখানেই গলদ। এমনি একটি খাবারের দোকানে যাইয়া প্রবেশ করিলাম। দোকান সবে খুলিয়াছে। তখনও ক্রেতাদের ভীড় জমে নাই।

www.banglainternet.com

ভীন দেশ হইতে আমি আসিয়াছি। দোকানের সবগুলি মেয়ে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের সুন্দর কৌতূহলী চোখগুলি হাসি খুশিতে ভরা। কিন্তু খাইবার জন্য কি অর্ডার দিব। এদেশের কোন খাবারেরই নাম জানি না। মেয়েগুলি প্লেটে করিয়া খাবার আনিয়া আমাকে দেখাইতে লাগিল। আমি তাহার মধ্য হইতে দু'একটির অর্ডার দিলাম। খাইবার সময় মেয়েগুলি আমার সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। তাহারা পাকিস্তানের বিষয়ে, আমার দেশ পূর্ববঙ্গের বিষয়ে আমাকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি যখন একজনের কথা বুঝিতে পারিতেছিলাম না, অপরজনে তাহা ঘুরাইয়া অন্যরকম করিয়া আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল। আর একজন তার কথা বলার মধ্যে কি এক কৃত্রিম খুঁত ধরিয়া তাহার মুখ হইতে কথা কাড়িয়া লইয়া সেই কথাটি অন্যরকম করিয়া বলিতে চেষ্টা করিতেছিল। কথা বলিবার সময় হাত ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া নানা অঙ্গভঙ্গি করিয়া হাসিয়া লুটোপুটি হইয়া তাহারা আমার ভোজন সময়টাকে আনন্দরসে ভরিয়া তুলিতেছিল।

খাওয়া শেষ করিয়া আমাদের হোস্টেলের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। আমেরিকায় আসিয়া একটি জিনিস আবিষ্কার করিলাম।

এ কয়দিন লন্ডনবাসী ইংরেজদের কাছে যাহা ইংরেজি উচ্চারণ আরম্ভ করিয়াছি আমেরিকার উচ্চারণ পদ্ধতি তাহা হইতে অনেক তফাৎ। ইংরেজ বলে এডুকেশন, আমেরিকা বলে এজুকেশন। ইংরেজ বলে টইনটি, আমেরিকা বলে টোইনটি। একেই আমি আমার ইংরেজি উচ্চারণের জন্য খুবই নার্ভাস, তবু প্লেনে বসিয়া এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাছে আমার অভিভাষণ পড়ার যে মহড়া দিয়াছিলাম তাহাতে কোনো রকমের কাজ চালাইবার মত উচ্চারণ আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই আমার মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু আমেরিকার উচ্চারণ পদ্ধতি দেখিয়া বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িলাম; আমার অভিভাষণ যদি কেহ শুনিয়া না বুঝিতে পারে তবে তাহা পড়িয়া লাভ কি?

কিন্তু কে আমাকে এদেশের উচ্চারণ পদ্ধতি শিখাইবে। সবাই এখানে কাজে ব্যস্ত। যাহারা সভ্য হইয়া এই মহাসভায় আসিয়াছেন, তাঁহারা নূতন দেশে আসিয়া এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ডেরিংটন্ নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইল। দু'চারটি কথাতেই আলাপের সূত্র আপনি

www.banglainternet.com

হইতে তুমিতে নামিয়া আসিল অর্থাৎ আমাদের নামের গোড়া হইতে মিস্টার কথাটি উঠিয়া গেল। আমার উচ্চারণের অসুবিধার কথা আলোচনা করিতেই ডেরিংটন্ আমাকে আশ্বাস দিল, তোমার কোন চিন্তা নাই। আমি তোমাকে উচ্চারণ শিখাইবার ভার লইলাম। ওদেশের লোকের কথা আর কাজে কোন তফাৎ নাই। সুতরাং ডেরিংটনের কথায় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলাম। ডেরিংটন্ এদেশের একজন লোকনৃত্য আর লোক-সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ। এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি লোক-সঙ্গীত আর লোকনৃত্যের শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভায় প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইয়াছেন।

ডেরিংটনের সঙ্গে আলাপ করিয়াই গেলাম আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভার অবৈতনিক সম্পাদিকা কুমারী মদ কার্পলিসের সঙ্গে দেখা করিতে। ভদ্রমহিলা আমাকে খুব সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। পথে কোন কষ্ট হয় নাই তো? কোথায় খাইলেন, কোথায় উঠিলেন, আপনি যদি আপনার পৌঁছিবার ঠিক সময়টা জানাইতেন তবে অসময়ে আসিয়াও আপনার এতটুকু অসুবিধা হইত না। আমার ঘরে সুন্দর বিস্কুট আছে, আনিয়া দিব কি? তাঁর আলাপে, কথা-বার্তায় কতকালের সঞ্চিত পরিচিতি যেন স্বতঃউৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল।

কুমারী কার্পলিস এককালে প্রসিদ্ধ নৃত্য-পটিয়সী ছিলেন। পরলোকগত সিসিল সার্পের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি লোকনৃত্য আর লোক-সঙ্গীতের অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। সিসিল সার্পের সাথে সুদূর ইংলন্ড হইতে আসিয়া আমেরিকার পার্বত্য দেশগুলিতে বহুকাল ইনি লোক-সঙ্গীত আর লোকনৃত্যের সংগ্রহ করেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভার উৎপত্তি হইয়াছে। ইউ. এন. এস. ক. এই সভাকে স্বীকৃতি দান করিয়া বার্ষিক অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

কুমারী কার্পলিস আমাকে বলিলেন, 'সভা আরম্ভ হইবে কাল। প্রথম অধিবেশনের দিনেই আপনাকে প্রবন্ধ পড়িতে হইবে।' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আমার ইংরেজি উচ্চারণের জন্য আমি বড়ই বিব্রত বোধ করিতেছি। দয়া করিয়া আমার প্রবন্ধ পাঠের দিনটি দুই এক দিন পিছাইয়া দেন। ইতিমধ্যে আমি এদেশের উচ্চারণ রীতিটা কিছুটা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিব।' তিনি খুশী হইয়া আমার অভিভাষণের দিনটি পিছাইয়া দিলেন।

www.banglainternet.com

কুমারী কার্পলিসের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া আমার বন্ধু ডেরিংটনের কাছে ছুটিয়া আসিলাম। প্রথমে ডেরিংটন্ আমার অভিভাষণটি আমাকে ঠিকমত করিয়া পাঠ করিতে শিখাইলেন। তারপর তাঁহার খাটিয়ার তলা হইতে একটি বাক্স বাহির করিয়া সেই বাক্সের সামনে দাঁড়াইয়া গোটা অভিভাষণটি আমাকে পড়িতে বলিলেন। আমার পড়া শেষ হইলে বাক্সের একটি চাবি অন্যভাবে ঘুরাইয়া দিতেই আমি যেভাবে প্রবন্ধটি পড়িয়াছিলাম বাক্সের ভিতর হইতে ঠিক সেইভাবে আর একজন যেন কেহ আমারই মত করিয়া প্রবন্ধটি পড়িয়া গেল। আমি খুবই আশ্চর্য হইয়া ডেরিংটনের মুখের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিলাম। ডেরিংটন্ বলিল, 'এটি টেপ রেকর্ডিং মেশিন। মাত্র কয়েক বৎসর আবিষ্কৃত হইয়াছে।' কথা বলিবার সময় নিজের কানে নিজের কথাকে বহুবার শুনিয়াছি; কিন্তু যন্ত্রের ভিতর দিয়া নিজের কথাকে শুনিয়া অন্যরকম মনে হইল। দশজনে আমার কথা যেইরূপ শোনে আমি যেন তাহাদের একজন হইয়া তাহা শুনিতে পাইলাম। ইহার মধ্যে প্রচুর কৌতূহল আর আনন্দ আছে বৈকি?

আমার বক্তৃতার রেকর্ড আমাকে শুনাইতে শুনাইতে কোথায় কোথায় আমি উচ্চারণের ভুল করিয়াছি ডেরিংটন্ তাহা আমাকে দেখাইয়া দিল। সেই স্থানটি বারবার করিয়া আমাকে অভ্যাস করাইতে লাগিল। এইভাবে রাতের পর রাত মহড়া চলিতে লাগিল। সবাই চারিদিকে ঘুমাইয়া আছে। বেচারী ডেরিংটন্ আমাকে লইয়া সারা রাত্র অভিভাষণের মহড়া দিতেছে। কোন্ পুণ্য ফলে এই সুদূর দেশে ডেরিংটনের মতো বন্ধু পাইয়াছিলাম। শুধু কি অভিভাষণের মহড়া! দোকানে কাপড়-জামা কিনিতে যাইব, ডেরিংটন্ আমার সঙ্গী ; কোন্ জিনিসটা পছন্দ করিব তাহার জন্যও ডেরিংটনের পরামর্শ। খাবার টেবিলে কি কি জিনিসের অর্ডার দিব তার জন্যও ডেরিংটনের উপদেশ। বেচারীর আরও ত বন্ধু-বান্ধব ছিল। তাঁহার সবটা সময় এইভাবে নিশ্চয় আমার দখল করিয়া রাখা উচিত হয় নাই। এখন এ কথা ভাবিয়া অনুতাপ হয়। কিন্তু ডেরিংটনের আলাপে-ব্যবহারে তাঁহার মনের এক বিন্দু বিরক্তিও কখনো দেখিতে পাই নাই। বস্তুত আমাকে সাহায্য করিয়া সে যেন মনে মনে তৃপ্তিই পাইতেছিল। পরের উপকার যাহারা করে এই তৃপ্তি না পাইলে তাহারা পরের কাজে এক চুলও অগ্রসর হইতে পারিত না।

www.banglainternet.com

লোক-সঙ্গীত সম্মেলন

এইভাবে আমাদের রিহার্সেল চলিতেছে। শুভদিনে শুভক্ষণে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত লোক-সঙ্গীত সভার অধিবেশন বসিল। ভাবিয়াছিলাম, কত হাজার হাজার লোকই না এই সভায় আসিয়া উপস্থিত হইবে। সমস্ত দুনিয়ার সেরা গ্রাম্য-গান গায়কেরা যে সভায় আসিয়া গানের আলোচনা করিবেন সেখানে কি তিল ধারণের স্থানও অবশিষ্ট থাকিবে? আমাদের দেশের সঙ্গীত সম্মেলনীর অধিবেশনগুলিতে একটা টিকেট সংগ্রহ করিতে কী না বিড়ম্বনা পোহাইতে হয়।

কিন্তু সভায় যাইয়া দেখি, মাত্র সত্তর আশিজন লোক সেখানে আসিয়া জড় হইয়াছেন। এখানে ওখানে বহু চেয়ার খালি পড়িয়া আছে। মনটা বড়ই দমিয়া গেল। এই সত্তুর-আশিজন জন লোককে শুনাইতে এত পরিশ্রম করিয়া রাত জাগিয়া অভিভাষণের মহড়া দিতেছি, এদেরই শুনাইতে এত পথ অতিক্রম করিয়া কত পাহাড়-পর্বত নদী-নালা পার হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার ভ্রম দূর হইল। এটি লোক-সঙ্গীতের বিশেষজ্ঞদের সভা! জনসাধারণের এখানে কোনই কৌতূহল নাই।

এত বড় নামকরা এই আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত সভায় একজন প্রেস-রিপোর্টারও আসেন নাই। লোক-সঙ্গীত আলোচনা করিয়া যাঁহারা জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন তাঁহারাই শুধু এখানে আসিয়াছেন। অধিকাংশ নানান দেশের নানান প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। আমেরিকার সবগুলি স্টেট হইতেই এখানে প্রতিনিধি পাঠান হইয়াছে। রাশিয়া এবং রাশিয়া প্রভাবিত দেশগুলি বাদে ইউরোপের প্রায় সকল দেশই এখানে আপন আপন প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। সভায় দুই দিনের আলোচনা হইতে আমি এতটুকু বুঝিতে পারিলাম, এখানে এক ইংরেজিভাষী ছাড়া ভাল ইংরেজি কেহ জানে না। তুরস্কের প্রতিনিধি প্রফেসর আদনান সাইগণ ত

www.banglainternet.com

একদিন তাঁর বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ আটকাইয়া গেলেন। অপরে তাঁহার মাতৃভাষা হইতে তাঁহার কথাগুলি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া দিলেন। অথচ এই ভুলের জন্য কেহ তাঁহাকে এতটুকু অবহেলা করিল না। দেশে আমি খুব খারাপ ইংরেজি জানি বলিয়া আমার খ্যাতি আছে। আমেরিকার লোকেরা আমাদের মহামন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী সাহেবের বিশুদ্ধ ইংরেজির প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা খুব গর্ব অনুভব করিয়াছিলাম। আমি যদি বলি, ওদেশের লোকেরা আমারও সাবলীল ইংরেজি বলার প্রশংসা করিয়াছিলেন, সেকথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫/১৬ দিন কাটাইবার পরে আমার ইংরেজি বলার জড়তা কাটিয়া গেল। আমাকে অনেক মহিলা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'মিস্টার উদ্‌দীন, কোথায় আপনি এরূপ সাবলীল ইংরেজি বলিতে শিখিয়াছেন?' আমি উত্তরটা কোনো রকমে এড়াইয়া যাইয়া অন্য কথার অবতারণা করিয়াছি। ইংরেজের গোলামখানায় বসিয়া জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি তোতা পাখি হইয়া যে ইংরেজি বলিবার জন্য ভাষার পাথরে বহু বৎসর মাথা ঠুকিয়াছি সেই ইতিহাসটি এই দেশে প্রকাশ করি নাই। বস্তুত ইউরোপের অন্যান্য দেশের লোকেরা দুই এক বৎসর ইংরেজি অধ্যয়ন করিয়া নিজেদের গবেষণার বিশেষ পুস্তকগুলি পড়িয়া বুঝিবার মত ইংরেজি শিখিয়া লয়। আমাদের নেতারা ইংরেজি শিখিতে বালকদিগকে এককালে উপদেশ দিতেন, 'তোমরা ইংরেজিতে পড়িবে, ইংরেজিতে লিখিবে, ইংরেজিতে বাস করিবে, ইংরেজিতে ঘুমাইবে আর ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখিবে।' বিদেশীয় ভাষার যুপকাষ্ঠে এদেশের ছেলেরা নিজেদের জীবনের অধিকাংশ সময় অপব্যয় করে না।

এই সভায় আসিয়া আরও একটি জিনিস উপলব্ধি করিলাম। সভায় উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে তিন চারজন ছাড়া কাহারও কণ্ঠস্বর আমার চাইতে ভাল না। বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়া কে কোন্ সত্যটি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতে চান ইহাই সকলের লক্ষ্য; কে কতটা সুন্দর কণ্ঠে গান গাহিয়া শুনাইলেন সেই দিকে কাহারও লক্ষ্য নাই। সেইজন্য কোন দেশই তাহার শ্রেষ্ঠ গায়ককে প্রতিনিধি করিয়া এখানে পাঠায় নাই। গ্রাম্যগানের সুর সংগ্রহ করিয়া যাঁহারা গবেষণা করিয়াছেন শুধু তাঁহাদিগকেই পাঠাইয়াছেন।

www.banglainternet.com

কিন্তু আর সব দেশের সভ্যদের পাণ্ডিত্য দেখিয়া নিজেকে সত্যই খুব ক্ষুদ্র মনে করিলাম। ইউরোপের, আমেরিকার সমস্ত গ্রাম্যগানের সুর তাঁহাদের অনেকেরই নখদর্পণে। সেই সঙ্গীতের ক্রমপরিণতির আলোচনায় তাঁহারা এমন সুগভীর পাণ্ডিত্যের অবতারণা করিলেন যে বিস্ময়ে মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

এই কন্‌ফারেন্সে আসিয়াছিলেন মিস্টার চার্লি সিগর। সত্তর-আশি বৎসরের এই বৃদ্ধ-জ্ঞানতাপস। সমস্ত আমেরিকার বিভিন্ন সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ সংরক্ষণ করিয়া থাকেন। এমন অমায়িক আর অহঙ্কারহীন জ্ঞানী ব্যক্তি জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। এঁকে একদিন একান্তে ডাকিয়া বলিলাম, 'আপনারা এত জানেন আর এত পাণ্ডিত্য করিয়া আপনাদের অভিভাষণ তৈরি করিয়া আনিয়াছেন। আমি ত ভরসাই পাই না এই সভায় আমার অভিভাষণ পাঠ করিতে।' তিনি অতি স্নেহের সঙ্গে আমাকে বলিলেন, 'তুমি কোন চিন্তা করিও না। তুমি যেমন আমাদের দেশের গ্রাম্য গান জান না, আমরাও তেমনি তোমার দেশের গ্রাম্য গান জানি না। তোমার দেশের গ্রাম্য গানের বিষয়ে কিছু শুনিবার জন্য আমরা সকলেই উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছি।'

নির্দিষ্ট দিনে আমি আমার অভিভাষণ লইয়া সভায় উপস্থিত হইলাম। বন্ধু ডেরিংটন্ আমার আনীত রেকর্ডগুলি বাজাইয়া বক্তৃতার বিষয়বস্তু সপ্রমাণ করিতে আমাকে সাহায্য করিল।

আমার অভিভাষণের প্রথমে আমি পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক বিবরণ দিয়াছি। প্রাকৃতিক আবহাওয়া এদেশের লোক-সঙ্গীতগুলির উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, কিভাবে আমাদের নদীগুলি ভাটিয়ালী সুরের ভিতর দিয়া তাহাদের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছে তাহার বিবরণ দিয়াছি।

আমার প্রবন্ধে আরও বলিয়াছি, লোক-সঙ্গীতের প্রসার হয় দুই রকমে। এক ধরনের গান বাণী-প্রধান। মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কথাবার্তা হইতে কিভাবে বাণী-প্রধান গানগুলি ক্রমপরিণতি লাভ করে উদাহরণ দিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়াছি আমাদের দেশে সমবেত প্রচেষ্টায় কাজ করিবার সময় লোকের সমবেত শক্তিকে আকর্ষণ করিতে কতকগুলি ছড়া গাওয়া হয়। ডাঙ্গা হইতে নৌকা পানিতে নামাইবার সময়

www.banglainternet.com

অথবা একখণ্ড বড় কাঠ টানিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবার সময় এই ধরনের ছড়া আবৃত্তি করা হয়। যেমন,–

হেইও জোয়ান, হেইও
মারো জোরে, হেইও
ঢাকা চল, হেইও
ঢাকা যাইতে, হেইও
পদ্মা নদী, হেইও
পদ্মা গাঙ্গে, হেইও
আটু পানি, হেইও

আরও একটি ছড়া আবৃত্তি করিলাম। আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে বাক্সের ভিতরে ছবি দেখান হয়। এই ছবিগুলি দেখাইবার সময় ছবিওয়ালা পায়ে নূপুর বাঁধিয়া ছবির বিষয়বস্তুটিকে মনোরম করিবার জন্য সুন্দর ছড়া আবৃত্তি করে ; যেমন–

হারে দাদা– সামনের দিকে নজর কর।
কি চমৎকার দেখা গেল,
গণি মিঞার বাড়ি এলো,
হারে দাদা– তোমার মজা লাইগা গেল,
ঢাকার উপর বাড়ি ছিল,
পানির উপর ভাসতেছিল,
রঙমহল দালান আইল,
গণি মিঞা বইসাছিল।
হারে দাদা– তারা সবে চইলা গেল
পরী রাণীর দেশ আইল,
গান গাহিয়া হাসতেছিল,
পায়ে নূপুর বাজতেছিল।

www.banglainternet.com

এইসব ছড়ার কথা হইতে কিভাবে আস্তে আস্তে সুরের বিস্তৃতি ঘটিয়াছে তাহাও একটু একটু নমুনা দিয়াছিলাম। তাহা ছাড়া এই কথা-প্রধান সুরগুলির সঙ্গে ইউরোপের কথা-প্রধান গানগুলির যে গোপন সংযোগ রহিয়াছে তাহারও দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম।

অন্য আর এক রকমের গ্রাম্য গানগুলি সুর-প্রধান। কথা এখানে অল্প। কিন্তু সুর খুব টানাটানা। যেমন– পল্লীগ্রামের মেয়েরা সুর করিয়া কাঁদে। এই কান্নার সুর হইতে রাখালী, মুর্শীদী, বারোমাসী প্রভৃতি গানে কিভাবে ধীরে ধীরে সুরের অভিব্যক্তি হইয়াছে দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

সকলেই আমার অভিভাষণটি খুব মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। বক্তৃতার পর বহুক্ষণ করতালি দিয়া তাঁহারা আমাকে উৎসাহিত করিলেন। বহু লোক ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করিয়া আমার অভিভাষণের কপি চাহিয়া লইলেন। সভাপতি তাঁর শেষ অভিভাষণে আমার প্রবন্ধটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিলেন। সেসব জানাইয়া আত্ম-প্রশংসার সুযোগ লইতে চাহি না। গ্রাম্য-গানের বিষয়ে প্রধান বিশেষজ্ঞ মিস্টার সিগর আমাকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন, 'আমাদের ইউরোপ আর আমেরিকার গানে খুব গতি আর জোরের সমাবেশ আছে সত্য ; কিন্তু তোমাদের দেশের গ্রাম্য-গানের সুরে যেসব সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আমাদের গান যেন পুষ্পপত্রহীন নিদাঘের বৃক্ষ। আমার বড় ভাল লাগিল তোমাদের দেশের সুর। আজ হইতে তোমাদের দেশের লোক-সঙ্গীত আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইল।'

বক্তৃতার পর আমার প্রথম সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তারপর সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে বহুবার আমি অংশগ্রহণ করিয়াছি। যখনই কোন নূতন গানের বা গ্রাম্য উৎসবের আলোচনা হইয়াছে সভাপতি আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, আমাদের পাকিস্তানে অনুরূপ সুর বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় কিনা। আমি সাধ্যানুসারে সভাকে সাহায্য করিয়াছি। সভায় আমার কোন বক্তব্য থাকিলে প্রথমে তাহা বন্ধুদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করিয়া লইয়াছি। তাহাতে আমার দুইরকম উপকার হইয়াছে। আমার কথাটি

www.banglainternet.com

ইংরেজিতে যথাযথভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমার আয়ত্ত হইয়াছে, আর আমার বক্তব্য শুনিয়া সভার অন্যান্য লোকদের মনে কি প্রভাব বিস্তার করিবে, অপর অপর পক্ষ আমার বক্তব্যের বিরুদ্ধে কি কি তর্কজাল বিস্তার করিতে পারে তাহারও আভাস পাইয়াছি।

আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীতের সভা শেষ হইল ছয়-সাত দিনে। তারপর বসিল আন্তর্জাতিক লোক-সাহিত্যের বৈঠক। সেই সভায় আমার আলোচনা দেখিয়া কুমারী কার্পলিস একদিন আমাকে বলিয়া দিলেন, 'এই অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজিতে কথাবার্তা বলায় তুমি অসম্ভব রকম উন্নতি করিয়াছ।' এই সভার বিস্তৃত বিবরণ পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছে। তাহাতে আমার বক্তৃতাও যথাস্থানে মুদ্রিত হইয়াছে।

www.banglainternet.com

বন্ধুদের সঙ্গে

আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীতের কথা শেষ হইয়া গেল। এবার বসিবে আন্তর্জাতিক লোক-গাথার অধিবেশন। ইহার আগেই ডেরিংটন্ চলিয়া যাইবে। রাত্রে সে আমাকে হঠাৎ বলিয়া গেল, 'কাল খুব ভোরে আমি চলিয়া যাইব।' আমি ত আকাশ হইতে পড়িলাম। এই সুদূর দেশে ডেরিংটন্ ছিল আমার বন্ধু দার্শনিক আর পরিচালক। সে কাল চলিয়া যাইবে। আমি সকল দিক অন্ধকার দেখিলাম। এখন কাহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সভার আলোচনার বিষয়বস্তু ঠিক করিব, কে আমাকে এদেশের রীতিনীতি শিখাইয়া দিবে! 'তোমার জামার বুতাম লাগান হয় নাই, ফাউনটেন পেনটি ওখানে ফেলিয়া রাখিয়াছিলে, আমি কুড়াইয়া আনিয়াছি, তোমার একটি ঘড়ি কেনার প্রয়োজন, চল কিনিয়া আনি, সভার সময় হইয়াছে, শিগ্‌গির চল, আজ যে আমাদের বনভোজনে যাইতে হইবে, তার টিকেট আনিয়াছ? এই যে আমি তোমার টিকেট অগ্রিম কিনিয়া আনিয়াছি।' কে আমার পিছে পিছে থাকিয়া সবসময় এরূপ তদ্বির তালাশী করিবে? কতবার ডেরিংটন্‌কে বলিয়াছি, 'ভাই রে ডেরিংটন্! তোদের দেশে মেয়ের রাজত্ব। পথেঘাটে কত ডানাকাটা পরী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই দেশে আসিয়া আমি কিনা দাড়ি কামান তোর মত নরাধমের প্রেমে পড়িলাম।' ডেরিংটন্ শুনিয়া হাসিয়াছে। সেই ডেরিংটন্ কাল চলিয়া যাইবে। মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও এত দুঃখ হইত না। কথা হইল ভোর হইলেই আমি তৈরি হইয়া বসিয়া থাকিব। ডেরিংটন্ যেন আমার ঘরে আসে। আমি তাহাকে কিছুদূর পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।

সারারাত্রি জাগিয়া কিভাবে ডেরিংটন্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাইব তারই জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলাম। সকালে তৈরি হইয়া পোশাক-পরিচ্ছদ পরিয়া আমার ঘরে অপেক্ষা করিতেছি; কিন্তু ডেরিংটন্ আর আসে না। প্রাতঃ

www.banglainternet.com

আহারের ঘন্টা বাজিল। তাহার ত আরও সকালে যাইবার কথা ছিল। কিন্তু সে আসে না কেন? তবে কি সে আজ যায় নাই? কি মজাই না হইবে।

মনের আহ্লাদে ডেরিংটনের ঘরে যাইয়া দেখি, শূন্য বাতাস তার পরিত্যক্ত কামরার ধূলা-বালু উড়াইয়া শুধু বলিতেছে, সব খালি-সব খালি। কৃতজ্ঞতা জানাইয়া তার ঋণের বোঝা যে পূরণ করিব সে সুযোগও ডেরিংটন্ আমাকে দিল না।

কয়েক দিন পরে ডেরিংটনের নিকট হইতে চিঠি পাইলাম। আমি টেপ রেকর্ডিং মেশিন কিনিতে চাহিয়াছিলাম, কোন্ স্থানে ভাল মেশিন পাওয়া যায়, কিভাবে মেশিন কিনিয়া দেশে লইয়া যাইতে হইবে তারই সুদীর্ঘ উপদেশ।

চিঠি শেষে মাত্র একটি কথা লিখিয়াছে, 'আমি হঠাৎ তোমাকে না বলিয়া আসাতে দুঃখ করিও না। যে কথা অনুভব করিবার তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলে সেই কথাকে শুধু অপমান করা হয়।'

ডেরিংটন্ চলিয়া গেলে আর একজন বন্ধুর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হইল। তাঁর নাম এলেন লোমাক্স। এলেন সমস্ত আমেরিকার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। লোক-সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার অসামান্য দরদ। একখানা নভেল লিখিয়া সাহিত্য-মহলে তাঁহার যশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। লোক-সঙ্গীতের বিষয়ে এলেন অনেকগুলি বড় বড় কেতাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে। ওয়াশিংটনের কংগ্রেস লাইব্রেরীতে লোক-সঙ্গীতের বিরাট সংগ্রহ রক্ষিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের মধ্যে এলেন আর তার বাবার সংগ্রহই সবচাইতে বেশি। এলেন ডেরিংটনের একেবারে উল্টো। ডেরিংটন্ যেমন আমার পেন্সিলটি কোথাও রাখিয়া আসিলে কুড়াইয়া আনিত, এলেন আমার পেন্সিলটি যেখানে হারাইত, তাহার দামী কলমটিও সেইখানে হারাইয়া আসিত। তবে এদেশের লোক বড়ই ভাল। সমুদ্রে যদি কোন জিনিস ফেলিয়া দেওয়া হয়, সমুদ্র তৎক্ষণাৎ ঢেউয়ের মারফত তাহা ফিরাইয়া দেয়। তেমনি এখানে কেহ কোথাও কিছু কুড়াইয়া পাইলে যেমন করিয়াই হউক সেই জিনিসটির মালিককে সে খুঁজিয়া বাহির করে। অন্য দেশে হইলে আমরা দুই বন্ধুতে আমাদের জিনিসপত্র হারাইতে হারাইতে একদিন হয়ত আমরা দুইজনেও কোথায় হারাইয়া যাইতাম; কেহ কাহাকেও খুঁজিয়া পাইতাম না।

www.banglainternet.com

এলেনের মনটি আমাদের বাঙালী মনের মতনই ভাবালুতাপূর্ণ। মাঝে মাঝে তাহাকে গানে পায়। তখন সে তাহার হার্প যন্ত্রটি বাজাইয়া এমন অপূর্ব গান করে, তার মাধুরী আমার মত বিদেশী শ্রোতাকেও পাগল করিয়া তোলে। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিমন্ত্রণে একদিন এলেন তার গানের ডিমোনেসট্রেশন দিল। সভায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। সেই অনুষ্ঠানে বিশেষ করিয়া এদেশের ডানাকাটা পরীরা কত বিচিত্র পোশাক পরিয়াই না আগমন করিয়াছিলেন। এলেনের সেই সভা যে অপূর্ব ভাবোন্মাদনায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, আমাদের বাঙলাদেশের কীর্তন গানেই শুধু তাহা ক্বচিৎ সম্ভবপর হয়। গান গাহিতে গাহিতে মাঝে মাঝে এলেন তাহার শ্রোতাদের সমবেত সুরের খানিকটা গাহিতে অনুরোধ করিতেছিল। শত সহস্র শ্রোতার কণ্ঠে তাহার কণ্ঠ মিলিয়া শ্রোতাদের ভাবের সঙ্গে তাহার ভাব মিশিয়া সভায় এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিতেছিল।

পার্টিতে কিংবা বড় বড় অনুষ্ঠানে এদেশের সুন্দরী মেয়েরা এলেনের চারিদিকে ভীড় করিয়া দাঁড়াইত। কখনো কোন ভীড়ের মধ্যে এলেনকে হারাইয়া ফেলিয়া পার্শ্ববর্তিনী কোন সুন্দরী মেয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিলেই সে তাহার অনুসন্ধান বলিয়া দিতে পারিত। মেয়েরা তাহার প্রতি পদক্ষেপ লক্ষ্য করিত।

এই এলেনের সঙ্গে কি করিয়া যে আমার বন্ধুত্ব এত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িল তাহা ভাবিতে আজ বিস্ময় লাগে। এত যে তাহার খ্যাতি, এত যে তাহাকে লইয়া বহু লোকের টানাটানি, তবু এলেন যখন যেখানে যাইবে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। আমার ইংরেজি কবিতার বইখানি হইতে অংশ-বিশেষ লইয়া বন্ধুদের পড়িয়া শুনাইবে। কত জায়গায় কত জনের সঙ্গেই এলেন আমাকে পরিচিত করাইয়া দিয়াছে।

একদিন আমরা রাত্র দশটার সময় গল্প করিতেছি, এমন সময় অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের একটি ছাত্র-ছাত্রীর নাটুকে দল আসিয়া এলেনের সঙ্গে পরিচিত হইল। তাহারা আসিয়াছে ইংলণ্ড হইতে আমেরিকা সফরে। কিন্তু গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া তাহারা এদেশে ঘুরিয়া বেড়াইবে না। এদেশে স্থানে স্থানে নাটক অভিনয় করিয়া তাহারা তাহাদের ভ্রমণের খরচ পোষাইয়া লইবে।

www.banglainternet.com

শেলী

এই নাটুকে-দলের সঙ্গে বিশেষ করিয়া যে ছেলেটি নায়কের অভিনয় করিবে আর যে মেয়েটি নায়িকার অভিনয় করিবে তাহাদের সঙ্গে এলেন আমাকে পরিচয় করাইয়া দিল। আমি যতটা নহি এলেন তার চাইতেও বাড়াইয়া আমার তারিফ করিল। এতে তাহারা বড় খুশী হইল। তাহাদের একই ডোমিনিয়নের লোক আমি, এই দেশের একজন প্রসিদ্ধ লোকের তারিফ পাইয়াছি এতে তারা গর্বই অনুভব করিল। তাছাড়া বিদেশে একজন ইংরেজ পাকিস্তানীকে বা ডোমিনিয়নের অন্য কোন লোককে আর সকলের চাইতে বেশি আন্তরিকতা দেখায়। আমরা নানা বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছি, এমন সময় আমেরিকার একটি যুবক প্রস্তাব করিল, 'চলুন না আমরা স্নান করিয়া আসি?' ইংলণ্ডের যুবকেরা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে রাজী হইল। সেদিন খুব শীত পড়িয়াছিল। তাছাড়া ইংলণ্ডের ছেলেরা সুদূর লণ্ডন হইতে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সবেমাত্র এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কাল তাহাদের অভিনয় হইবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া গলা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। সাঁতার কাটার শাস্তিতে অভিনয়ের ব্যাঘাত হইতে পারে। কিন্তু আমেরিকার যুবকদের কাছে তাহারা হার মানিতে রাজী নয়। তৎক্ষণাৎ গাড়ির বন্দোবস্ত হইল। এলেনের গাড়িতে আমি, এলেন ও যে মেয়েটি নায়িকার পাঠ করিবে সে, আরও কয়েকজন উঠিয়া বসিলাম। আঁকাবাঁকা পথ দিয়া গাড়ি চলিল। যাইতে যাইতে পরস্পরের কথাবার্তায় যে মেয়েটি নায়িকার পাঠ করিবে তাহার পরিচয় পাইলাম। নাম তার শেলী। তার মা ইংরেজি সাহিত্যের একজন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখিকা। বাপ মহাত্মা গান্ধীর উপর একখানা বই প্রকাশ করিয়াছেন। ইহারা ভারতের অনুরাগী। পাকিস্তানের বিষয়েও সম্যক ওয়াকিবহাল। শেলী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতান্ত্রিক দলের সম্পাদিকা। নিজেও কিছু কিছু লিখিয়া থাকে।

www.banglainternet.com

নানা পথ বন-জঙ্গল ঘুরিয়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল অতিক্রম করিয়া আমাদের দলটি বনের ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি শেলীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'শেলী, তুমিও স্নান করিবে নাকি?' শেলী হাসিয়া বলিল, 'তবে আমি মজা দেখিতে আসিয়াছি নাকি? আপনি স্নান করিবেন না?' আমি বলিলাম, 'না, আমি গরমের দেশ হইতে আসিয়াছি। এদেশের ঠাণ্ডা পানিতে এই রাত্রিকালে স্নান করিলে আমার নিউমোনিয়া হইবে।'

প্রত্যেকে স্নানের পোশাক পরিয়া লাফাইয়া পানিতে নামিল। দেখিলাম লম্ফ-ঝম্ফের ব্যাপারে, হৈচৈর ব্যাপারে শেলীই সকলের অগ্রগণ্য। প্রস্রবণের মাঝখানে একটু উঁচু জায়গা ছিল। আমি সেইখানে বসিয়া তাহাদের জলক্রীড়া দেখিতেছিলাম। আকাশে পূর্ণ চাঁদের পাত্র হইতে জ্যোৎস্না-কুসুম ছড়াইয়া পড়িয়া সেই প্রস্রবণের পানিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। চারিদিকে পাহাড়। তাহার উপরে গাছপালা লতাগুল্ম হইতে ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছিল। গাছের ডালে বসিয়া রাতজাগা পাখিগুলি রহিয়া রহিয়া আনন্দে কলরব করিতেছিল। আমার সামনে জল-লহরীর উপর একদল উদ্দাম যুবক-যুবতী হাসিয়া খেলিয়া জলক্রীড়া করিতেছিল।

অনেকক্ষণ এইভাবে জলক্রীড়া করিয়া তাহারা একে একে সকলেই উঠিয়া আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া বসিল। আমি পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিলাম। এলেন প্রস্তাব করিল, 'এবার তবে আমরা জসীম উদ্-দীনের দেশের গল্প আর গান শুনিব।' সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এই নির্জনে প্রকৃতির অপূর্ব মহিমা আর আমার সামনে বসিয়া আছে অপূর্ব সুন্দরী শেলী স্নানের পোশাক পরা, তাহার অনাবৃত অঙ্গের স্বর্ণ কান্তিতে চাঁদের আলো পড়িয়া ঝলমল করিতেছিল। বৈষ্ণব কবির ভাষায় এ যেন ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনি বহিয়া যায়। সমস্ত জগতের যত রহস্য আজ যেন আমার মুঠার মধ্যে। আমি আরম্ভ করিলাম আমাদের পূর্ববঙ্গের কাহিনী। সামান্য নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের ঘটনা। কিন্তু শ্রোতাদের আন্তরিকতা আর আমার মনের ভাবালুতায় তাহাই যেন মধুময় হইয়া উঠিল। আমার কথাই যেন আজ আমারই প্রাণ ভরিয়া শুনিতে ইচ্ছা করিতেছে।

প্রথমেই আরম্ভ করিলাম আমাদের পূর্ববঙ্গের কথা। বছরের ছয় মাস এইদেশের অধিকাংশ স্থান পানিতে ডুবিয়া যায়। তখন নৌকা বাহিয়া

www.banglainternet.com

লোকেরা এদিক ওদিক যাতায়াত করে। কত বড় বড় নদী আছে আমাদের দেশে। প্রথমে নৌকা ছাড়িতে মাঝিরা কি গান করে। অথই নদীতে নৌকা ভাসাইয়া মাঝিরা দূর-দূরান্তরে যায়। নদীর এপার হইতে ওপার দেখা যায় না। নদীর তরঙ্গগুলি পোষা শাবকের মত মাঝিদের নৌকা লইয়া খেলা করে। উপরে অনন্ত আসমান, নিম্নে অথই পানি, তখন মাঝির কণ্ঠ হইতে গান বাহির হয়– নদীর কূল নাই, কিনার নাই রে। তারপর নদীতে ঝড় আসে। সেই ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে মাঝি গান ধরে– 'ও মাঝি রে– ঝড় তুফানে চালাও তরী হুঁসিয়ার।'

ঝড় থামিয়া যায়। দূরে দেখা যায় মাঝির গন্তব্যস্থান। তার কণ্ঠ হইতে আনন্দের গান ভাসিয়া আসে, 'আমার হ্যালে নৌকা রে ভাই ভাই ! দোলে নৌকা রে ভাই'- এসব গান গাহিয়া মাঝে মাঝে তাহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলাম। কোথাও অনুবাদে আমার অসুবিধা হইলে আমার শ্রোতারা যথাযথ কথা জোগাইয়া আমাকে সাহায্য করিতেছিলেন। তারপর আরম্ভ করিলাম পূর্ববঙ্গের সাধারণ জীবনের কথা। চাষীর বাড়িতে নূতন শিশুর জন্ম হইলে কিভাবে পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া আনন্দ কলরবে গান করে। শিশু বড় হইলে কিভাবে ছড়া কাটিয়া খেলা করে, কিভাবে এদেশে একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের ভালবাসা হয়, কি গানে তাহাদের বিবাহের বাসর-ঘর মুখরিত হয়, কোন গান গাহিয়া চাষা লাঙ্গল টানে, ঘরামি ঘর বাঁধে, মরার সময় কিভাবে মেয়েরা সুর করিয়া কান্না করে! এই পালা শেষ হইতেই এলেন আমাকে অনুরোধ করিল, তুমি গ্রামের গান সংগ্রহ করিতে সেই দুখাই খোন্দকারের মেয়ের গান কিভাবে শুনিয়াছিলে সেই গল্প বল।

এই গল্প এলেন আমার কাছে আগে শুনিয়াছিল। সেই গল্প আবার শুনিবার তাহার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এই ইংরেজ ছাত্র-ছাত্রীর দলটির কাছে যে গল্পটি আমি সবচাইতে ভাল করিয়া বলিতে পারি তাহাদিগকে তাহা শুনাইয়া সে আমাকে তাহাদের কাছে আরও অন্তরঙ্গ করিয়া দিতে চায়।

www.banglainternet.com

গায়ক দুখাই খোন্দকার ও তার মেয়ে

আমি সেই দুখাই খোন্দকারের মেয়ের গল্প আরম্ভ করিলাম। দুখাই খোন্দকার আমাদের দেশে প্রসিদ্ধ গ্রাম্যগায়ক ছিলো। তাঁহার গান শুনিয়া এক কথায় বলিতে গেলে গ্রাম-দেশের লোকেরা পাগল হইত। তাহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া রেকর্ড করাইয়া লইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিলাম। কিন্তু দুখাই তখন অসুস্থ হইয়া পড়িল। সেই অসুখে দুখাই মারা গেল। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক; শুনিতে পাইলাম, দুখাইর একটি মেয়ে আছে, সে দুখাইর চাইতেও ভাল গ্রাম্য গান গাহিতে পারে।

একবার ঢাকা হইতে বাড়ি যাওয়ার পথে দুখাইর গ্রামে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রথমে আমি দুখাইর বাড়িতে হঠাৎ যাইয়া উপস্থিত হইলাম না।

সরল বিশ্বাসী গ্রামের লোকেরা আমাকে গুপ্ত পুলিশ অথবা অন্য কিছু মনে করিতে পারে। দুখাইর বাড়ির নিকটে যে গ্রাম্যবাজার সেখানে যাইয়া এক দর্জির দোকানে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম-দেশের দর্জিরা অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং যেহেতু দেশের শিক্ষিত ও বড়লোকেরা তাহাদের নিকট জামা কাপড় তৈরি করিতে আসেন, গল্পগুজবে তাহাদের নিকট হইতে দর্জিরা অনেক বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়। আমি সামান্য কিছু গ্রাম্যগান ও কবিতার বই রচনা করিয়াছি। সেই দর্জির কাছে আমার পরিচয় দিতেই সে আমাকে চিনিতে পারিয়া অতি সমাদর করিয়া বসিতে দিল। দর্জিকে বলিলাম, 'আমি আসিয়াছি দুখাই খোন্দকারের মেয়ের গান শুনিতে। যেমন করিয়াই হোক তোমাকে সমস্ত আয়োজন করিয়া দিতে হইবে।' আমার সেই দর্জি বন্ধু দুখাই খোন্দকারের বাড়ি যাইয়া তাহাদিগকে আমার আগমনবার্তা জানাইয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাকে বলিল, 'তাহারা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। মেয়েটি তার বাবার মুখে আপনার নাম শুনিয়াছে। সুতরাং আপনি তাহাদের কাছে অপরিচিত নহেন।'

www.banglainternet.com

আমি বাজার হইতে সাত সের রসগোল্লা কিনিয়া লইয়া তাঁহাদের বাড়িতে গেলাম। মেয়েটির মা খুশী হইয়া আমার সেই সামান্য উপহার গ্রহণ করিলেন, আর আমি যে এত পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের দেখিতে আসিয়াছি সেজন্য আমাকে ধন্যবাদ জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার মেয়েটিকে আমার সামনে ডাকিয়া আনিলেন না। আমি তাঁহার পায়ের ধূলি লইয়া সালাম করিয়া তাঁহাকে বলিলাম, 'মা! এত পথ হইতে আমি আসিয়াছি আপনার মেয়ের গান শুনিবার জন্য। আপনি যদি দয়া করিয়া তাহাকে আমার সামনে দু'একটি গান গাহিতে বলেন তবেই আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইবে।'

আমার কথা শুনিয়া সেই বৃদ্ধা মহিলা যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন। তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, 'বাপরে বাপ, তাহা কখনও হইতে পারে না। আমরা খোন্দকার বংশের লোক। আমাদের মেয়ে যদি আপনাকে গান শুনায় তবে কি আর রক্ষা আছে। গ্রামে টি টি পড়িয়া যাইবে।'

আমি তাঁহাকে কত অনুরোধ উপরোধ করিলাম। আমার দর্জি বন্ধুও তাঁহাকে কতভাবে বলিল, কিন্তু ভদ্রমহিলা অনড়। সন্ধ্যা সাতটার সময় তাঁর ওখানে আমরা গিয়েছিলাম। অনুরোধ উপরোধ করিতে রাত দশটা বাজিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

আমার সেই দর্জি বন্ধু ছিল গ্রামের মাতব্বরের ছেলে। দেশে তাহার অসামান্য প্রভাব, সে তখন রাগ করিয়া বলিল, 'এত বড় কবি আজ এত পথ সাঁতরাইয়া তোমার বাড়ি আসিয়াছেন, ইনি যদি আজ তোমার মেয়ের গান না শুনিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যান, তবে এই আমি পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিলাম। তোমার কুঁড়েঘরখানা পুড়াইয়া দিয়া যাইব, তাহাতে যাই কেন না ঘটুক।' বৃদ্ধা তখন হাউমাউ করিয়া বলিলেন, 'বাবা একটু সবুর কর। আমি একজনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া আসি।' পাঁচ মিনিট পরে তিনি ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আমার মেয়ে একটিমাত্র গান আপনাদিগকে শুনাইবে। তাহার বেশি শুনাইবে না। আপনারা ওই ঘরের বারান্দায় যাইয়া বসুন। আমার মেয়ে অন্য ঘরের আড়াল হইতে গান গাহিবে।'

আমারা তাহাতেই রাজী হইলাম। নাই মামার চাইতে কানা মামা ভাল। নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া আমরা তাঁহার মেয়ের গান শুনিবার জন্য অপেক্ষা

www.banglainternet.com

করিতে লাগিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটি গান আরম্ভ করিল, সে কি গান না বাঙলাদেশের গেঁয়ো রাখালের বাঁশীর সুর কে যেন চুরি করিয়া আনিয়াছে। এতদিন যার গান শুনিবার জন্য মনে মনে কল্পনা-জল্পনা করিয়াছি, এত পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সব যেন সার্থক করিয়া তাহার গান আমার কর্ণে অমৃতের মধু ঢালিয়া দিল। গান শেষ হইলে সেই বৃদ্ধা মহিলাকে বলিলাম, 'মা, আমাদের বোনকে আর একটি গান গাহিতে বলিবেন?' আমার অনুরোধক্রমে মেয়েটি আর একটি গান করিল। গানের সুরে আমার সমস্ত অঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধা মহিলা আমার গান শোনার আকুলতা দেখিয়া বুঝিলেন, আমি তাঁহাদের ভাবুক গোষ্ঠীরই একজন, বহিরঙ্গ লোক নই। তিনি আমার কানে কানে বলিলেন, 'বাবা! তোমার বন্ধুদের যাইতে বলো। আমার মেয়ে একা একা তোমাকে গান শুনাইতে পারিবে।'

আমার সঙ্গে আমার তিন চারজন ছাত্র এবং সেই দর্জি বন্ধু আসিয়াছিল। তাহারাও গান না শুনিয়া যাইতে চাহে না। আমি তাহাদের বুঝাইয়া বলিলাম, 'তোমরা যদি গান শুনিতে চাও তবে কাহারও গান শোনা হইবে না। আমি যদি একা শুনি তবে সেই গান পরে তোমাদের শুনাইতে পারিব।' অগত্যা মনের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাহারা চলিয়া গেল। মেয়েটির মা আমাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া একখানা কাঁথা বিছাইয়া বসিতে দিলেন। আমি বসিয়া মেয়েটির আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

চারিদিকে স্তব্ধ প্রকৃতি। রহিয়া রহিয়া এক একটা রাতজাগা পাখি ডাকিয়া উঠিয়া আমার বুকের ভিতরে আলোড়ন জাগাইতেছিল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম, এমন যার কণ্ঠস্বর না জানি সে দেখিতে কেমন। গাছের পাতা খস্‌খস্ করিলে অথবা কোথাও একটু শব্দ হইলে আমার বুকের ভিতরে এক স্পন্দন জাগিতেছিল, এই বুঝি মেয়েটি আসে। কিন্তু পরক্ষণেই আমার ভুল ভাঙ্গিতেছিল। এইভাবে প্রায়-পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর চুড়ির শব্দ শুনিতে পাইলাম। পায়ের কাঁসার খাড়ু ঈষৎ বাজাইয়া মেয়েটি আমার সামনে আসিয়া আমাকে সালাম জানাইল। অপরিচিতের সামনে আসিতে তাহার সুন্দর অধরে অপূর্ব লজ্জা শোভা পাইতেছিল, সামান্য একখানা শত তালি দেওয়া বস্ত্রে সে নিজের অঙ্গ আবৃত করিয়াছে। হাতে পায়ে কোন দামী গয়না নাই, তার হাত-পা যেন

www.banglainternet.com

গয়না হইয়া সমস্ত অঙ্গে ঝলমল করিতেছে। আমি মেয়েটির মুখের দিকে চাইতেই সে লজ্জায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মাথা নত করিল, তাহার সমস্ত অঙ্গে উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণ যেন ঝলমল করিতেছে।

একটি একতারা হাতে লইয়া মেয়েটি তার কোমল অঙ্গুলি দিয়া মৃদু মৃদু টোকা দিতেছিল। একতারার সেই সূক্ষ্ম সুর-ঝঙ্কারেই যেন মুগ্ধ হইয়া তাহার অধর হইতে তার চাইতেও সূক্ষ্ম করুণ সুর বাজিয়া উঠিল। গানের পর গান চলিতে লাগিল। সে কি গান না কিন্নরী কণ্ঠের করুণ কান্না! এই কৃষাণ-পল্লীর শত অভাব অভিযোগ, ওদের দরিদ্র-জীবনের নানা দুঃখ-দৈন্য সব যেন তার সুরে আজ রূপ গ্রহণ করিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইয়া, ভালবাসার ধনকে না পাইয়া পথে পথে কাঁদিয়া হাতের বাঁশীটি ধূলায় ফেলিয়া যুগে যুগে যাহারা মাটির বুকে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে, তারা যেন সকলেই আজ জীবন পাইয়া ওই মেয়েটির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতেছে। খাতা পেন্সিল সঙ্গে আনিয়াছিলাম, ভাল ভাল গানগুলি টুকিয়া লইতে ; কিন্তু কার লেখা কে লেখে? কোথাকার সাত সাগরের কান্না আজ আমার দু'চোখ বহিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমার সমস্ত অঙ্গ সেই গানের সুরে কম্পিত হইতেছে। এইভাবে গানের পর গান চলিতে লাগিল। চারিদিকের প্রকৃতি স্তব্ধ নীরব। মহাকাল যেন অনন্ত চলার গতি থামাইয়া ক্ষণকালের জন্য এই গান শুনিতেছে। গান শুনিতে শুনিতে রাত ভোর হইয়া আসিল। গাছের ডালে ডালে কোকিল পাখি ডাক দিতে আরম্ভ করিল। কোকিলের ডাক শুনিয়া সকলেই আনন্দ পাই। কিন্তু আজিকার কোকিলের ডাক আমার কাছে সবচাইতে নির্মম মনে হইল; কারণ আর একটু পরেই প্রভাত হইবে। মেয়েটি তখন গান বন্ধ করিবে। আমি যদি পারিতাম সূর্যটাকে দুই হাতে ঠেলিয়া আরও পিছাইয়া দিতাম, ভোর হইতে দেরী হইত; কিন্তু তাহা হইবার নহে। মেয়েটি তাহার শেষ গানটি গাহিয়া আমার কাছে বিদায় মাগিল। আমি বলিলাম, 'বোন, এমন গান কি জীবনে আর কোনোদিন শুনিতে পাইব না?' মেয়েটি অতি করুণভাবে বলিল, 'ভাই! যাহা হইবার নয় তাহার জন্য কেন আকাঙ্ক্ষা করেন। পরাধীনা মেয়ে আমি। অল্পদিনে কোথায় কার সাথে আমার বিবাহ হইবে। আমি আপনাকে কেমন করিয়া গান শুনাইব?'

www.banglainternet.com

আমি বলিলাম, 'তোমাকে কিন্তু আমি আমার মায়ের পেটের বোনটির মতই জানি। তুমি কি তোমার এই পরদেশী ভাইকে মনে রাখিবে?'

মেয়েটি ম্লান হাসিয়া উত্তর করিল, 'ভাই! আপনি অবুঝ হইবেন না। আর যখন জীবনে দেখাই হইবে না, তখন আমার মনে রাখা আর না রাখাতে আপনার কি আসে যায়? ভোর হইয়া গেল। আমি এখন যাই।'

পূর্ব আকাশে তখন আমাদের দেশের লাল জবা ফুলের রং গায়ে মাখাইয়া সূর্য উদিত হইয়াছে। আমি খাতাপত্র গুছাইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম। আর তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। কয়েক মাস পরে তাহার বিবাহ হইয়াছে। কোন্ অন্ধকার হেরেমের কোণে আমার এই সুন্দর বোনটি লুকাইয়া আছে। আর জীবনে তাহাকে দেখিতে পাইব না। আর জীবনে তার গান শুনিতে পাইব না। আমার জীবনে অনেক সুন্দর রাত আসিয়াছে গিয়াছে, কিন্তু আরব্য রজনীর হাজার এক রাত্রির একটি শ্রেষ্ঠ রাতের মত এই ঘটনা চিরদিন আমার মনে থাকিবে। নানা কাজে শ্রান্ত হইয়া নানা ঘটনার আঘাতে নিপীড়িত হইয়া যখনই আমার মন কোন স্নেহময় শান্তির নীড় খোঁজে, আমি এই রাত্রিটির কথা মনে মনে চিন্তা করি।

বিদায়ের পূর্বে মেয়েটি শেষ গানটি আমাকে শুনাইয়া গিয়াছে, সেই গানটি আপনাদের শুনাইয়া দেই। আমি তার সেই মধুময় কণ্ঠ ধরিয়া আনিতে পারিব না, কিন্তু তার গান আমার কত ভাল লাগিয়াছিল তারই কিছুটা পরশ হয়ত আপনারা পাইবেন আমার কণ্ঠস্বরে। এই বলিয়া গানটি গাহিতে আরম্ভ করিলাম।

এমন শ্রোতা পাইয়া, এমন প্রকৃতির মধ্যে বসিয়া আমি ভুলিয়া গেলাম আমি আমেরিকা আসিয়াছি, ভুলিয়া গেলাম আমার শ্রোতারা বিদেশী। তখন ভাবে এমনই বিভোর হইয়াছি যেন আমার সকল অঙ্গ কথা কহিয়া উঠিতেছে। আমি গান আরম্ভ করিলাম –

সোনা বন্ধু রে! তোর সাথে মোর ভাব রাখা দায়।
তোর সাথে মোর প্রেম রাখা দায়।
সোনা বন্ধু রে! তোর সাথে মোর ভাব রাখা দায়।
ও বন্ধু রে!

www.banglainternet.com

আগে যদি জানতাম বন্ধু যাবারে ছাড়িয়া
তোমার দুই চরণ বাঁধিয়া রাখতাম মাথার কেশ দিয়া।
ও বন্ধু রে!
যে দেশে যাই, যেখানে যাই তোমার নামের ধ্বনি
আমায় যে দেখে সেই বলে এই তো কলঙ্কিনী।
ও বন্ধু রে!
আমার বাড়ি না যাও যদি পস্যির বাড়ি যেয়ো,
তুমি চোট চাপটে কথা কইয়া রাধারে শুনাইও।
ও বন্ধু রে!
যেখানে যাও, সেখানে যাও তারো ক্ষতি নাই
আমি বাড়ি যাবার কালে যেন তোমার নাগাল পাই।

আমি এককলি গান গাহিতেছি আর অনুবাদ করিয়া শ্রোতাদের বুঝাইয়া দিতেছি। গানের শেষে দেখিলাম আমার শ্রোতাদের অনেকেরই চোখ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এলেন ঘড়ি দেখিয়া বলিল, 'রাত চারটা বাজিয়াছে, এখন যাওয়া হোক।' নীরবে সকলে আসিয়া গাড়িতে উঠিলাম। পথে কেহ কোন কথা কহিল না। হোস্টেলে আসিয়া শেলী আমাকে বিদায় করমর্দন করিতে একান্তে ডাকিয়া লইয়া বলিল, 'আরব্য রজনীর একটি রাত্রির মত আজিকার রাত আমার চিরকাল মনে থাকিবে।' ঘরে আসিয়া রাত্রির এই উত্তেজনায় আর ঘুম হইল না। কবিতার খাতা লইয়া কবিতা লিখিতে বসিলাম।

সেই কবিতাটি শেলীকে অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছিলাম। এলেন কবিতাটি ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া সুন্দর কাগজে টাইপ করিয়াছিল। একদিন সকালের নাস্তার টেবিলে কবিতাটি শেলীকে উপহার দিলাম। পড়িয়া শেলী আমাকে বারবার ধন্যবাদ জানাইল।

www.banglainternet.com

ছেলেদের নাটক

শেলী আর তাদের নাটুকে দলটির সঙ্গে আমার খুব ভাব হইয়া গেল। যে ছেলেটি নায়কের পাঠ করে সে আমেরিকায় আসিয়াছে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিতে। আমেরিকার কোন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হইয়া সে এখানেই থাকিয়া যাইবে। সে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতন্ত্রীদলের সভাপতি ছিল।

একদিন শেলী আর সেই ছেলেটি আমার ঘরে আসিয়া কবিতা শুনিল। দেশ বলিয়া আমি যে কবিতাটি লিখিয়াছিলাম তাহার অনুবাদ শুনিয়া তাহারা খুব প্রশংসা করিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, 'সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে তোমরা কি বোঝ ?' তাহারা বলিল, 'সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে আমরা বুঝি দেশের ধন-বৈভব সমানভাবে সকলেই ভোগ করিবে। কোন একটা বিশেষ সমাজ বা দল এই সম্পদের অধিকারী হইবে না।' এই বিষয়ে তাহাদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হইল।

সেদিন মধ্যাহ্ন-ভোজের পরে এই নাটুকে দলের ঘরে যাইয়া দেখিলাম তারা ছেলে-মেয়ে সকলে মিলিয়া তাদের নাটকের সাজগোজের যে যে স্থান ছিঁড়িয়া গিয়াছে তাহা সেলাই করিতেছে। দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। এইসব কাজ তাহারা দর্জি দিয়া করাইতে পারিত কিন্তু এদেশের ছেলে-মেয়েরা নিজেরা যে কাজ করিতে পারে তার জন্য অপরের সাহায্য গ্রহণ করে না।

ওদের নাটুকে দলের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার সুযোগ হইয়াছিল। ওদের দলপতি ওদের মত ছাত্র। কিন্তু তাহার হুকুম অমান্য করিয়া কাহাকেও কোন কাজ করিতে দেখিলাম না। দলে সবগুলি লোক যেন একই বীণার নানা রকম তার। ঝগড়া করিয়া পরস্পরের উপর হিংসা পোষণ করিয়া সেই বীণার সুরকে কখন কাহাকে বেসুরা করিতে দেখিলাম না।

www.banglainternet.com

সেদিন শেলীঁদের নাটক দেখিতে গেলাম। এরা কেউ ব্যবসায়ী নাটুকে নয়। পড়াশুনার অবসরে নিজেদের সখ মিটাইবার জন্য তাহারা অভিনয় করে। সেক্সপিয়ারের 'কিং লিয়ার' নাটক তাহারা অভিনয় করিল। সেই অভিনয়ের মধ্যে সবচাইতে বাহাদুরী দিতে হয় তাহাদের নিখুঁত অভিনয়ের জন্য। কাহারও কথা কোথাও আটকাইয়া গেল না। সীন উঠিতে কোথাও বিলম্ব হইল না। শেলীঁর বন্ধু সেই ছেলেটি কিং লিয়ারের পাঠ বলিল। অভিনয়ে কতটা তার নিজস্ব আর কতটা পরানুকরণ বলিতে পারিব না, কারণ এদেশের অভিনয় দেখা এই আমার প্রথম। শ্রোতারা কিন্তু সকলেই তাহার অভিনয়ের প্রশংসা করিল।

শেলীঁরা নাটুকে দল লইয়া একদিন খুব ভোরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার আগে শেলীঁ তার মায়ের কাছে আমাকে একটি পরিচয়পত্র দিল। তাতে একস্থানে লিখিল, ঔণ ধ্র´দণ র্ব্ম্র ণসভর্ধধভথ বটভ অ দটশণ ণশণর ্ণণভ. লণ্ডন ফিরিয়া শেলীঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তিনি তখন লণ্ডনে ছিলেন না। তাহারা চলিয়া গেলে মনটা বড়ই ফাঁকা ফাঁকা মনে হইতে লাগিল। এ কয়দিন তাহাদের লইয়া কি হৈ হল্লাই না করিয়াছি। আজ নাস্তা খাইবার টেবিলে আমি একা বসিয়া আহার করিতেছি। কাল আমার সঙ্গে এই নাটুকে দলটির অনেকেই এই টেবিলে উপবেশন করিয়াছিল।

আমার খাওয়া শেষ হইয়াছে এমন সময় এক ভদ্রলোক আসিয়া নিজেকে আমার সঙ্গে পরিচিত করাইয়া প্রস্তাব করিলেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আসুন না একটু বাইরে বেড়াইয়া ঠাণ্ডা হাওয়া খাইয়া আসি।' আমি সানন্দে তাঁর প্রস্তাব সমর্থন করিলাম। ভদ্রলোক খুশী হইয়া অপর টেবিল হইতে তাঁহার সুন্দরী স্ত্রীকে ডাকিয়া আনিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমরা খাবার ঘর হইতে বাহির হইলাম।

ভদ্রলোক এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁহার স্ত্রী গ্রাম্যগানের অনুরাগিণী। সেইজন্য আমাদের লোক-সঙ্গীতের সভায় আসিয়াছেন। আমি ভাবিয়াছিলাম, তাঁহাদের সঙ্গে হয়ত দশ-বার মিনিট রাস্তায় বেড়াইয়া

www.banglainternet.com

আসিব। কিন্তু ভদ্রলোক তাঁর দামী 'কারটি' দেখাইয়া আমাকে উহার মধ্যে উপবেশন করিতে বলিলেন। গাড়ি ছুটিয়া চলিল। ব্লুমিংটন শহরের দালান-কোঠা ছাড়িয়া গ্রাম্যমাঠের ভিতর দিয়া আমরা চলিলাম। দুইধারে ভুট্টাক্ষেতে কলার মোচার মত বড় বড় ভুট্টার ফল ঝুলিতেছে। কোথাও অন্য রকমের ফসল ক্ষেত। পঞ্চাশ-ষাট মাইল অতিক্রম করার পরে আমরা একটি পার্কে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এসব স্থানে শহরবাসীরা ছুটির সময় বনভোজন করিতে আসে।

www.banglainternet.com

লেখিকা লিলিয়ান স্মিথ

ভ্রমণ শেষ করিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ভদ্রলোক আমার ইংরেজি কবিতার বইটি চাহিয়া লইলেন। পরদিন সকালে তাঁরা দুইজনে আসিয়াই আমার টেবিলে নাস্তা খাইতে বসিলেন, কথায় কথায় তাঁহারা বলিলেন, 'ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য সপ্তাহ চলিয়াছে। এই উপলক্ষে কয়েকজন বড় বড় লেখক-লেখিকা আসিয়াছেন।' আমি বলিলাম, 'আপনি কি তাঁহাদের কারো সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিতে পারেন?' ভদ্রলোক বলিলেন, 'নিশ্চয় পারি। কাল সন্ধ্যায় আপনাকে কুমারী লিলিয়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিব। তিনি এদেশের একজন নামকরা লেখিকা। নিগ্রোদের ব্যাপার লইয়া উপন্যাস লিখিয়া তিনি সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আমি আজ টেলিফোনে আলাপ করিয়া তাঁকে আপনার কথা বলিয়া রাখিব। আপনার মতনই তিনি গ্রামের লোকদের ভালবাসেন।'

পরদিন সকালে খাবার টেবিলে এই সুন্দর দম্পতিকে আর দেখিলাম না। লোক-সঙ্গীতের সভায়ও তাঁহারা আসিলেন না। আমি ভাবিলাম কুমারী লিলিয়ান স্মিথের সঙ্গে আমার আলাপ করিবার সুযোগ আর হইল না। লোক-সঙ্গীতের সভা শেষ হইতেই একটি যুবক আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'আপনি লিলিয়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমি আপনাকে তাঁর কাছে আজ বিকালে লইয়া যাইব।' আমি বলিলাম, 'সেই সুন্দর দম্পতি কোথায়, যাঁরা আমাকে সেখানে লইয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন?'

যুবকটি বলিল, 'তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। হঠাৎ মেয়েটির পিতা খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন, সেইজন্য তাঁহারা আজ রাত্র থাকিতে খুব ভোরে রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে পারেন নাই।' আমি বলিলাম, 'আপনি কি তাঁদের ঠিকানা জানেন?' যুবকটি বলিল, 'আমি

www.banglainternet.com

তাঁদের নামও জানি না। আমাকে তাঁহারা অনুরোধ করিয়া গিয়াছেন লিলিয়ান স্মিথের কাছে আপনাকে লইয়া যাইতে। টেলিফোন করিয়া আপনার সাক্ষাতের বন্দোবস্ত তাঁহারা আগেই করিয়া গিয়াছেন।'

বহু লোকের কাছে এই সুন্দর দম্পতির নাম-ধাম ঠিকানা জানিবার চেষ্টা করিয়াছি ; কিন্তু তাহারা কেহই এঁদের বিষয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না।

সেই যুবক বন্ধুর সঙ্গে বিকালবেলা লিলিয়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ করিতে গেলাম। আমার 'নক্‌সী কাঁথার মাঠ'-এর ইংরেজি অনুবাদখানা তাঁহাকে দিলাম। তিনি খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার একখানা পুস্তক আমাকে উপহার দিলেন।

এদেশের সাহিত্যিকরা শুধু পুঁথি-পুস্তকের মধ্য দিয়াই লোকের সঙ্গে পরিচিত হন না। নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া দেশের জনসাধারণ সাহিত্যিকদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য-সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে দেশের বড় বড় কয়েকজন সাহিত্যিককে নিমন্ত্রণ করা হয়। তাঁহারা কেহ কবি, কেহ গল্পলেখক আবার কেহ সমালোচক। তাহারা আসিবার পূর্বে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরা ছাত্রদের লেখা প্রবন্ধ, কবিতা, নভেল বা ছোটগল্প সংগ্রহ করিয়া রাখেন। যাঁহারা যাঁহারা এইসব লেখা দাখিল করিবেন তাঁহাদিগকে দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন লেখার জন্য বিভিন্ন রকমের অর্থ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হয়। যেসব সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিবেন, তাঁহারা শুধু বক্তৃতা দিয়া অথবা নিজেদের রচিত কোন লেখা পড়িয়াই চলিয়া যাইবেন না। ছাত্রদের রচিত লেখাগুলি তাঁহারা সংশোধন করিয়া দিয়া যাইবেন। লেখাগুলির পিছনে তাঁহাদের সমালোচনা লিখিয়া দিবেন আর সংশ্লিষ্ট লেখক কিভাবে চেষ্টা করিলে তাহার লেখা আরও উন্নতি করিতে পারে সে বিষয়েও নির্দেশ দিবেন। লেখা দাখিল করিবার সময় ছাত্র-ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের নিকট যে অর্থ জমা দেয়, সেই অর্থ সাহিত্যিকরা পাইয়া থাকেন।

আমেরিকার লেখকেরা এইভাবে বৎসরে অনেক টাকা উপার্জন করেন। লেখক হিসাবে কাহারও নাম হইলে আর তাঁহাকে অর্থের জন্য শুধু পুস্তক-ক্রেতাদের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না। ওদেশে খুব কম লেখকই চাকরি

www.banglainternet.com

করেন। কুমারী স্মিথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা আপনি যাদের লেখা সংশোধন করেন তাহাদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ করেন না?' তিনি বলিলেন, 'যদি দরকার মনে করি কোন লেখককে ডাকিয়া পাঠাইয়া যথারীতি নির্দেশ দেই। তাহা ছাড়া লেখাগুলি সংশোধন করিয়া তাহাদের সবাইকে লইয়া সাধারণভাবে তাহাদের লেখার দোষ-গুণের বিষয়ে আলোচনা করি।'

কুমারী লিলিয়ান স্মিথের সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই ভাল লাগিল। তিনি থাকেন শহর হইতে বহুদূরে এক পাড়াগাঁয়ে। তিনি অতি আন্তরিকতার সঙ্গে বলিলেন, 'এখানে হাজারও কাজে আমি জড়িত। কাল প্রায় সারা রাত্র জাগিয়া ছেলে-মেয়েদের লেখাগুলি পড়িয়াছি। আপনি যাবেন আমার গ্রামে দেশের বাড়িতে। সেখানে পাহাড়ের উপর মেঘেরা আসিয়া ঘুমাইয়া থাকে, চারিদিকে সবুজ শস্যক্ষেত। সেখানে বসিয়া আপনার সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ করিব।' ধন্যবাদ জানাইয়া আমি বলিলাম, 'আমার সময় খুব সংকীর্ণ। সেইজন্য যাওয়া হইবে না। কিন্তু আপনার বইগুলির মারফৎ আপনার সেই সুন্দর দেশে নিশ্চয়ই আমি যাইতে পারিব।'

তিনি বলিলেন, 'কাল আমি সাহিত্যের উপর বক্তৃতা দিব। আপনি যদি আসেন যারপর নাই খুশী হইব।' বিদায় লইয়া চলিয়া আসিলাম। এঁর লেখা আমি পড়ি নাই ; কিন্তু অল্প সময়ের আলাপে তাঁর প্রতি আমার অন্তর শ্রদ্ধায় ভরিয়া গেল। পরদিন কুমারী লিলিয়ান স্মিথের বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। সমস্ত হলে তিল ধারণের স্থান নাই। কোথাও একটুকু শব্দ নাই। সভাপতি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া কুমারী লিলিয়ান স্মিথের প্রশংসা করিলেন না। শুধুমাত্র ঘোষণা করিলেন, এবার কুমারী লিলিয়ান স্মিথ বক্তৃতা করিবেন।

মধুর হাসিয়া কুমারী লিলিয়ান স্মিথ তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রত্যেকটি কথা যেন তাঁর অন্তরের অন্তস্থল হইতে বাহির হইতেছে। তাঁর বক্তৃতার আরম্ভটি এইরূপ, 'আমার বক্তৃতার আগে একটি গল্প আমি প্রায়ই বলিয়া থাকি। সেই গল্পটি আপনাদের কাছে বলিব। ছোট ছেলেটি স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে বলিল, 'মা দেখ তো আমি কি আঁকিয়াছি?' মা ছেলেকে বড় ভালবাসিতেন (সি ওয়াজ এ লাভিং মাদার)। ছবিটি দেখিয়া মা বলিলেন, 'ভারি তো সুন্দর হইয়াছে। বাছা! বল ত এটা কি

www.banglainternet.com

আঁকিয়াছ ?' ছেলে বলিল, 'মা! তুমি চিনিতে পারিলে না ? আমি একটি জাপানী আঁকিয়াছি।' মা বলিলেন 'খোকা! তুমি তো কখন জাপানী দেখ নাই।' খোকা হাসিয়া বলিল, 'মা এটা যে আমার মনের জাপানী।'

কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে আমরা যাদের কথা বলিতে চাই, তারা সেই মনের জাপানী। এমনি ত পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটিতেছে, কত গাছপালা লতাপাতা খেলা করিতেছে, কিন্তু আমার মনের মাধুরী মিশাইয়া যখন তাহাদের আমি লেখার ইন্দ্রজালে আনিয়া ধরিয়া দেই তখন তাহারা সাহিত্যিক বস্তু। ভাল লেখকের বই পড়িতে পড়িতে আমরা তার অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া পড়ি।

এইভাবে সাহিত্যের নানা বিকাশ লইয়া তিনি আলোচনা করিলেন। জীবনে বহু ইংরেজি বক্তৃতা শুনিয়াছি। বক্তৃতার চোটে কত স্থানে কত টেবিল চেয়ার ভাঙ্গিয়াছে দেখিয়াছি; কিন্তু এমন মধুর বক্তৃতা জীবনে কোনদিন শুনি নাই। প্রতিটি কথা বলিতে তাঁর মুখের সুন্দর প্রকাশের আর দেহের প্রতিটি সঞ্চালনে সেই কথা যেন জীবন পাইয়া ফুলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে। একি বক্তৃতা শুনিলাম না বীণার ধ্বনি শুনিলাম!

তাঁর বক্তৃতার কথাগুলির সঙ্গে সব জায়গায় আমি একমত হইতে পারি নাই, সুযোগ পাইলে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে হয়ত সুদীর্ঘ আলোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু সেই বক্তৃতার মধ্য হইতে যে মধুর রসধারা স্বতঃউৎসারিত হইয়া উঠিতেছিল তাহা উপভোগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম।

বক্তৃতার শেষে কুমারী স্মিথের চারিদিকে গুণগ্রাহীর ভীড় জমিয়া গেল। আমি দূরে দাঁড়াইয়াছিলাম। সেই ভীড় অতিক্রম করিয়া আসিয়া তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করিলেন।

হলের দরজায় কুমারী স্মিথের বইগুলি ছেলেরাই বিক্রয় করিতেছিল। দেখিলাম বহু লোক ভীড় করিয়া তাঁর বই কিনিতেছে। আমার পূর্ব-জামানায় সিরাজী সাহেবের যুগের কথা মনে পড়িল। তখনকার দিনে সাহিত্যিকেরা সভা-সমিতিতে গেলে নিজেদের বই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। সভায় লোকে অল্প বিস্তর সেই বই ক্রয় করিত। আমাদের সমাজে কবি নজরুল ইসলাম পর্যন্ত এই রীতি প্রচলিত ছিল। আধুনিককালে সভা-সমিতিতে যাইয়া লেখকেরা বই বিক্রয় করিতে অপমান বোধ করেন। আমেরিকার লেখকেরা

www.banglainternet.com

কিন্তু অন্য ধরনের, তাঁহারা মনে করেন, আমি যে লিখি সেই লেখা লোকের মধ্যে প্রচার করিতে চাহি। সেখানে যাইয়া ব্যক্তিগত মেলামেশা করিয়া বক্তৃতা দিয়া জনগণের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটিল, তাহাদের মধ্যে যদি আমার কিছু লেখা রাখিয়া আসিতে পারি সেই পরিচয়ের সূত্রটি কিছু স্থায়ী হয়। সব পুস্তকের দোকানে সকলের লেখা বই পাওয়া যায় না। লোকের মনে যখন পুস্তক ক্রয় করিবার আগ্রহ জন্মে তখনই তাহাদের সামনে পুস্তক আনিয়া ধরিতে হয়। এতে দেশের লোকেরও উপকার হয়। তাহারা আমাদের পুস্তক পড়িয়া আনন্দ পায়।

কুমারী লিলিয়ান স্মিথের বক্তৃতা শুনিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম। এই জাগ্রত জাতি তাহার লেখক-সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য কত সুন্দর সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। এইভাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি যদি আমাদের সাহিত্যিকদিগকে কিঞ্চিত উপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন? যেখানে আমেরিকায় প্রতিটি লেখা সংশোধন করিয়া দিবার জন্য ত্রিশ-চল্লিশ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, আমাদের গরীব দেশে তেমনি প্রতিটি লেখা সংশোধন করিবার জন্য দুই-তিন টাকা পারিশ্রমিক ধার্য করা যাইতে পারে। কিন্তু কে এসব লইয়া মাথা ঘামাইবে? আমাদের মাধ্যমিক বোর্ড আর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষার শিক্ষা দিবার জন্য বিভিন্ন সংকলন পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহাতে তাঁহাদের প্রচুর উপার্জন হইয়া থাকে। কিন্তু যাহাদের লেখা লইয়া এই সংকলন তৈরি হয় তাঁহারা এক কপর্দকও পারিশ্রমিক পান না।

শুধু কি এদেশের লেখকেরা এইভাবে অর্থ উপার্জন করেন? আমেরিকার কংগ্রেস লাইব্রেরী হইতে প্রতি তিন বৎসর অন্তর একটি করিয়া সাহিত্যিক পুরস্কার দেওয়া হয়। তাছাড়া দেশের বহু বড়লোকের স্মৃতি রক্ষার্থে নানা প্রকার সাহিত্যিক পুরস্কারের ব্যবস্থা ত আছেই। আমাদের দেশের নানা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সাহিত্যিকেরা সৃজন-ক্ষমতা হারাইয়া মৃত্যুর দরজায় আসিয়া যখন দাঁড়ান তখন আমাদের দেশ তাঁহাদের জন্য দুই একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া আপন কর্তব্য সমাধা করেন।

আমার বন্ধু আসরাফের কথা মনে পড়িয়া চোখে পানি আসে। আজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ইক্‌বাল একাডেমী স্থাপিত হইতেছে। যখন বাঙলাদেশের

www.banglainternet.com

কেহই ইক্‌বালের নাম জানিত না, সেই সময় আসরাফ ইক্‌বালের 'শেকোয়া' কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করিয়া ইক্‌বালকে এদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। আজও ইক্‌বালের কবিতার যত তর্জমা হইয়াছে আসরাফের অনুবাদ তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার কঙ্কাল পুস্তক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সেই আসরাফ না খাইতে পাইয়া অনাহারের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিল। মুসলিম বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ গল্প-লেখক ফজলুল হক, যাঁহার ছোটগল্প যেকোন নামকরা হিন্দু-লেখকের লেখা ছোটগল্পের সম-পর্যায়ে আনিয়া দাঁড় করান যায়, বেকার জীবনের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়া চলন্ত রেলগাড়ির সামনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিল।

ফুলের বাগান করিতে গেলে উপযুক্ত মালীর প্রয়োজন, গাছের গোড়া হইতে আগাছা নিড়াইয়া তাহাতে সার নিক্ষেপ করিয়া পানি ঢালিতে হয়। দেশের বনে-জঙ্গলে ত কত ফুল ফুটিয়া আপনা হইতে সৌরভ বিস্তার করে কিন্তু সেই ফুলের সন্ধান জানে কয়জন? আমাদের দেশে কত লালন ফকীর, কত পাগলা কানাই জন্মিয়াছে, কে তাহাদের সন্ধান রাখে? দেশের সত্যকার সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে, সাহিত্যিকদিগকে তেমনি সুযোগ সুবিধা করিয়া দিবার প্রয়োজন। আমেরিকা জাগ্রত জাতি। তার সাহিত্য-শক্তি তার জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদকে নানা ধারায় ফুটাইয়া তুলিতে এই জাত তার সাহিত্যিক সমাজকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করে।

www.banglainternet.com

লোক-সঙ্গীতের সমাদর

শুধু কি সাহিত্যিকদের জন্য? ওদেশে গায়কদের জন্যও উপার্জনের কত ব্যবস্থা। গ্রামে গ্রামে যাহারা গ্রাম্যগান সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকেও আমেরিকার জনগণ অবহেলা করে না। একজন লোক-সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে পরিচয় হইল। তিনি আর তাঁর ছেলে বাপবেটাতে মোটরে করিয়া বাহির হইয়াছেন লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য। সঙ্গে একটি টেপ রেকর্ডিং মেশিন আছে। যুক্তরাষ্ট্রের আঁকাবাঁকা রাস্তাগুলি বাহিয়া তাঁহারা ছুটিয়া চলিয়াছেন দেশ হইতে দেশান্তরে। মোটরেই তাঁহারা আহার বিহার করেন, মোটরেই রাত যাপন করেন। ওদেশে প্রায় সব জায়গাতেই হোটেল-রেস্টুরেন্ট পাওয়া যায়। সেখান হইতে খাদ্য ক্রয় করিতে অসুবিধা হয় না। পথের মধ্যে যেখানে স্কুল-কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ে, পূর্ব হইতেই তাঁহারা সেখানে খবর দিয়া রাখেন। নির্দিষ্ট দিনে সেইসব স্থানে যাইয়া বক্তৃতা সহকারে লোক-সঙ্গীতের ডেমোনস্ট্রেশন দিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠানে কখনও নিজে লোক-সঙ্গীত গাহিয়া, কখনও টেপ রেকর্ডিং মেশিন বাজাইয়া তাঁহারা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করিয়া থাকেন। এইজন্য স্কুল-কলেজের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করেন। যে স্কুল বা কলেজে তাঁহারা বক্তৃতা করেন, সেখানকার ছাত্রদের নিকট হইতে তাঁহারা নিকটবর্তী লোক-সঙ্গীতের গায়কদের সন্ধান পান। তারপর তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে গান করিতে অথবা গল্প বলিতে অনুরোধ করেন। সঙ্গের টেপ-রেকর্ডিং মেশিন তাহা যথাযথ অনুকরণ করিয়া লয়। অবসর সময়ে সেই মেশিন বাজাইয়া গানগুলি তাহারা খাতায় টুকিয়া লন। গানের পাশ দিয়া তাহার সুরের স্বরলিপিও লিখিতে হয়। এই ধরনের বহু পুস্তক তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। এই পুস্তকগুলিও শ্রোতারা কিনিয়া লয়। এইভাবে বহু গ্রাম্যগান সংগ্রাহকও সারা আমেরিকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ওয়াশিংটনের

www.banglainternet.com

কংগ্রেস লাইব্রেরীর একটা বিরাট বিভাগ তাঁহাদের এইসব সংগ্রহ বুকে করিয়া গর্ব অনুভব করে।

আমেরিকা আর ইউরোপের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক-সঙ্গীত বিভাগ রহিয়াছে। তাহা ছাড়া সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান, লোকবিজ্ঞান, ভাষাবিজ্ঞান এমন কি মনোবিজ্ঞান বিভাগ হইতেও লোক-সঙ্গীতের আলোচনা হইয়া থাকে। এইজন্য বড় বড় প্রফেসর নিয়োগ করা হয়। আমেরিকার কংগ্রেস লাইব্রেরীতে সবচাইতে বেশি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা হইয়াছে।

আজ ইউরোপ, আমেরিকা নূতন বিজ্ঞানবাদের উপর তাহার সভ্যতা গাড়িয়া লইয়া বুঝিতেছে অন্তরের ভাবালুতার ভাণ্ডারে সে ধীরে ধীরে দেউলিয়া হইয়া যাইতেছে। মাটির সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কমিয়া যাইতেছে। তাই তাহারা নূতন করিয়া আবার সেই মাটির সভ্যতার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকার নিজস্ব লোক-সঙ্গীত সেই তো কয়শত বৎসরের প্রাচীন। তাহাতে ইহাদের তৃপ্তি হইতেছে না। অরণ্যসঙ্কুল রেড্-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে যাইয়া লোক-সঙ্গীত খুঁজিয়া আনিয়া সেই সুরের সঙ্গে নিজেদের আত্মিক সম্পর্ক গড়িয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য তাঁহারা দুই হাতে কোটি কোটি টাকা খরচ করিতেছে।

আমাদের সভায় একটি মেয়ে আসিয়াছিলেন, অল্প বয়স। তিনি রেড-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে বহুদিন কাটাইয়া তাহাদের লোকনৃত্য আর লোক-সঙ্গীত আলোচনা করিয়াছেন। লোকনৃত্যকে লেখার মধ্যে ধরিয়া রাখিবার জন্য এক রকম স্বরলিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। একখানা মোটর গাড়ি করিয়া এই তরুণী মেয়ে স্বাধীনভাবে দেশে দেশে রেড-ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ান। এই দুঃসাহসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি মাঝে মাঝে স্কুল-কলেজে লোকনৃত্যের উপর বক্তৃতা করেন। এতে যা পাওয়া যায় এই তার একমাত্র জীবিকা।

ওদেশে স্কুলের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লোক-সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। তারপর যতই তাহারা বড় হয় আর উচ্চ ক্লাশে ওঠে, লোক-সঙ্গীতের বিষয়ে তারা আরও অনেক কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে।

www.banglainternet.com

আমাদের হোটেলের কাছেই একটি মনোহারী দোকান। সেখানে আমি মাঝে মাঝে যাইতাম এটা ওটা কিনিবার জন্য। দোকানদারের কিশোরী মেয়েটি বড়ই হাসিখুশী। সে আমাকে দেখিতেই পাকিস্তানের নানা কথা জিজ্ঞাসা করিত। একদিন আমি দোকানদারকে বলিলাম, 'এদেশের একটি ছোটদের স্কুল আমি দেখিতে চাই। আপনি আমাকে কোন স্কুলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিতে পারেন।' দোকানদার বলিলেন, 'আমি খবর লইয়া কাল আপনাকে জানাইব।' পরদিন দোকানদার আমাকে বলিলেন, 'আমার এই ছোট্ট মেয়ে 'মেরী' আপনাকে স্কুলে লইয়া যাইবে। আমি স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে আগেই বলিয়া রাখিয়াছি। মেরী ওই স্কুলের ছাত্রী ছিল। এই সবে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। আপনি তার সঙ্গে যান।' রাঙা টুকটুকে হাসিখুশী মেরী আমার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল। ভাবিয়াছিলাম আমরা দুইজন হাঁটিয়াই স্কুলে যাইব। কিন্তু মেরী আমার হাত ছাড়িয়া দিয়া গ্যারেজ হইতে তাহার পিতার বড় গাড়িখানা বাহির করিল। আমি মেরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই গাড়ি কে চালাইবে?' মেরী হাসিয়া উত্তর করিল 'কেন আমি? আপনি দয়া করিয়া গাড়িতে উঠুন।' গাড়িতে উঠিতেই দিব্যি ওস্তাদ ড্রাইভারের মত মেরী গাড়ি চালাইয়া দিল। বারো-তেরো বৎসরের একটি ছোট্ট মেয়ে গাড়ি চালাইতেছে। আমি ত ভয়েই বাঁচি না। কোন অপর গাড়ির কাছাকাছি হইলে আমি তাহাকে সাবধান হইতে বলিতেছিলাম। আমার ভয় দেখিয়া মেয়েটি তো হাসিয়াই অস্থির। অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা নির্দিষ্ট স্কুলে চলিয়া আসিলাম।

www.banglainternet.com

আমেরিকার স্কুল

মেরী আমাকে স্কুলের হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিল। আমার নামটি বলিবার সময় কত রকম ভুল করিয়া বহু কষ্টে উচ্চারণ করিল। আমি এই স্কুলে আজ একজন বিশেষ অতিথি। আর একরত্তি ছোট্ট মেয়ে মেরী এই স্কুলেরই ছাত্রী ছিল আগে। তাই বলিয়া হেড্‌মাস্টার মেরীকে কম খাতির করিলেন না। আলোচনার মধ্যে তিনি মেরীর সঙ্গেও সমানে কথা বলিতেছিলেন। এদেশে এই জিনিসটি আগাগোড়াই লক্ষ্য করিয়াছি, এক জায়গায় কয়েকজন একত্রিত হইলে কথাবার্তার বিষয়বস্তু এমন হয় না যাতে সকলেই সমান যোগদান না করিতে পারে। আমাদের দেশে ইংরেজের অনুকরণে অনেক চা-চক্র অনুষ্ঠিত হয়। তাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই কথা বলেন, আর সকলে শুনিয়া যায়। ও দেশে কোথাও এমনটি হইতে দেখি নাই। এটি একটি প্রাথমিক স্কুল। শিক্ষকদের বেতন কাহারও এক হাজার টাকার কম নহে। অন্যান্য শিক্ষকদের বেতনের সঙ্গে হেড্‌মাস্টারের বেতন টাকা পঞ্চাশেক মাত্র তফাৎ। আর স্কুলের শিক্ষকেরা হেড্‌মাস্টারকে একটা কেউকেটা বলিয়াও মনে করেন না। তিনি তাঁহাদের একজন সহকর্মী মাত্র। তাই বলিয়া হেড্‌মাস্টারকে তাঁহারা অবহেলা করেন না। স্কুলের যা কিছু কাজ-কর্ম হেডমাস্টার অন্যান্য মাস্টারদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করেন।

অল্পক্ষণ পরে হেড্‌মাস্টার আমাকে লইয়া ক্লাশগুলি দেখাইতে বাহির হইলেন। একটি ঘরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকলে মিলিয়া গ্রাম্যগান শিখিতেছে। পাঁচ-ছয় বৎসরের খোকা-খুকুরা। এতটুকু বয়সেই তারা নিজের খাতায় গানের স্বরলিপি লিখিতে শিক্ষা করিতেছে। এদের চাইতেও ছোটদের আর একটি ক্লাশে গেলাম। এরা এত ছোট যে এদেরকে এখনও বই পড়িতে দেওয়া হয় নাই। একটি মেয়ে-মাস্টার এদের নাচ শিখাইতেছেন। পুতুলের মত ছোট ছোট খোকা-খুকুরা হাসিখুশী মুখে নাচ শিখিতেছে।

www.banglainternet.com

অন্য একটা ঘরে বয়স্ক ছেলেমেয়েরা তাঁত বুনান শিখিতেছে। আমি তাহাদের কাছে আমাদের ঢাকাই মস্‌লিনের গল্প বলিলাম।

এর পরে আমরা একটি সত্যকার ক্লাশে গেলাম। এখানে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা করে। ক্লাশের ঘরে কাচের বাক্সের ভিতর কয়েকটি খরগোস পোষা হয়। একটি বাক্সে একটি সাপ রাখিয়াছে দেখিলাম। তাহার গায়ে লেখা আছে, এই সাপ কামড়ায় না। বিষাক্ত পোকা-মাকড় খাইয়া মানুষের উপকার করে। খরগোসের বাক্সের উপর লেখা আছে ক্রঈণ পধভঢ´ম টভধবটফ্রব্ব, অপর একস্থানে দেখিলাম একটি মৌমাছির চাক। তার উপরে মৌমছিগুলি ফুলের মধু লইয়া আসা যাওয়া করিতেছে। দুই তিনটি ছেলে অতি নিবিষ্ট মনে তাহাদের আসা যাওয়া দেখিতেছে। ক্লাশের ওধারে দেখিলাম, অসংখ্য খেলনা পুতুল। পড়ার অবসরে খোকা-খুকুরা এইগুলি লইয়া খেলা করিয়া থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ঘন্টা বাজিল। সব ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আসিয়া হাজির হইল। হেড্‌মাস্টারের নির্দেশক্রমে আগে হইতেই দেওয়ালে একটি পৃথিবীর ম্যাপ ও আর একটি পাক-ভারতের ম্যাপ টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই ম্যাপ দেখাইয়া হেড্‌মাস্টার বলিলেন, 'খোকা-খুকুরা শোন, এই ভদ্রলোক আসিয়াছেন সুদূর পাকিস্তান হইতে। আমাদের এখানে যে গ্রাম্যগানের মহাসভা বসিয়াছে সেই সভায় যোগদান করিতে তিনি আসিয়াছেন। ম্যাপের দিকে নজর কর। পৃথিবীর এইখানে বসিয়া আমরা আলাপ করিতেছি। ইনি আসিয়াছেন পৃথিবীর এই স্থান হইতে। তোমরা এঁকে যা খুশী প্রশ্ন করিতে পার।'

ছেলেরা আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রায় সবগুলি প্রশ্নই আমাদের দেশের খোকা-খুকুদের বিষয়ে। তাহারা আরও জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি হাতী দেখিয়াছি কি না।' যে জঙ্গলে বাঘ আছে সেখানে গিয়াছি কি না। তারপর সকলে ধরিল একটি গল্প বলুন। একেবারে পাকিস্তানী গল্প।

আমি তাহাদের কাছে টুনটুনী আর টুনটুনা পাখির গল্প বলিলাম। গল্পের মাঝখানে ছেলেমেয়েদের তাড়াতাড়ি উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা পরীক্ষা করিবার জন্য কখনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম। যেমন ছোট্ট একটি পেনী কুড়াইয়া পাইয়া টুনটুনী আর টুনটুনার কি গর্ব। তারা বলে এই একটি পেনী

www.banglainternet.com

দিয়া আমরা যা কিছু কিনিব। বলত খোকা-খুকুরা কি কি জিনিস কিনিবে? যে আগে বলিতে পারিবে তারই জিৎ। খাবার কিনিবে বুঝিলাম, পোশাক-পরিচ্ছদ কিনিবে না? বই কিনিবে না? বলত কি কি পোশাক কিনিবে? আমার গল্প বলার মধ্যে প্রশ্ন করার রীতিটি হেড্‌মাস্টার খুবই প্রশংসা করিলেন। গল্প শেষ হইলেই আমি তাহাদের কাছে বলিলাম, 'আমার দেশ পাকিস্তানে তোমাদেরই মতন আমার অনেক খোকা-খুকু বন্ধু আছে। আমি যখন দেশে যাইব, তাদের কাছে বলিব, পৃথিবীর উল্‌টো পিঠে, আমাদের যখন দিন, তাদের তখন রাত, সেই দেশে তোমাদের মতন হাসিখুশী মুখ আমার অনেকগুলি খোকা-খুকু বন্ধু আছে।'

আমার কথা শুনিয়া তাহারা খুশী হইল। বিদায় লইবার আগে আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পৃথিবীর সব চাইতে দূরতম দেশ পাকিস্তানে আমার বাড়ি। তোমরা কেহ বলিতে পার কত মাইল দুর ?' একটি সাত-আট বৎসরের খোকা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'সাড়ে বার হাজার মাইল।' আমি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আদর করিয়া বলিলাম 'বলত খোকা কেমন করিয়া তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে ?' খোকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'পৃথিবীর পরিধি পঁচিশ হাজার স্কোয়ার মাইল। পাকিস্তান যদি দূরতম স্থানে অবস্থিত হয়, তবে তার দূরত্ব সাড়ে বার হাজার মাইল।' স্বাধীন দেশের একটি খোকার বুদ্ধি দেখিয়া অবাক হইলাম।

পথে ফিরিবার সময় আর একটি স্কুলে গেলাম। যেসব ছেলেরা বুদ্ধিহীন, তাহাদের জন্য এই স্কুল। আমাদের দেশে এইসব অপরিণত মস্তিষ্ক ছেলেরা সমাজে একটা আপদ। কিন্তু জাগ্রত আমেরিকা তার দেশের কোন শক্তিকেই অবহেলা করে না। এইসব ছেলেমেয়েকে একত্র করিয়া সুদক্ষ শিক্ষক দিয়া এদের বুদ্ধিহীনতা নষ্ট করিতে চেষ্টা করা হয়। দেখিলাম এই স্কুলের চাকরী পাইয়া যাঁহারা এখানে কাজ করিতে আসিয়াছেন, মাসিক বেতনের জন্য নহে, অন্তরের স্নেহ-মমতা লইয়া তাঁহারা এদের মধ্যে কাজ করিতেছেন।

www.banglainternet.com

আন্তর্জাতিক লোক-সাহিত্য সভা

আন্তর্জাতিক লোক-সঙ্গীতের সভা শেষ হওয়ার পরে আরম্ভ হইল আন্তর্জাতিক লোক-সাহিত্যের সভা। এই সভায় কিভাবে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করিতে হয়, কিভাবে তাহা লাইব্রেরীর ঘরে সাজাইয়া রাখিতে হয়, জাতির কোন্ মনোজগতের রূপান্তরে কি রকমের লোক-সঙ্গীতের উদ্ভব হয়, তাহার ঐতিহাসিকতা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। এই সভায় আয়্যারল্যান্ড হইতে এক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তাঁহার আলোচনাই সবচাইতে মনোজ্ঞ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বক্তৃতাটি শুধুমাত্র ছাপাইয়া আনিয়াই সকলের মধ্যে বিতরণ করিলেন না। তিনি তাঁহার দেশের লোক-সঙ্গীতগুলির শত শত রেকর্ড তুলিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সঙ্গীত যেভাবে গাওয়া হয় তাহার শত শত চলন্ত ছবি তুলিয়া আনিয়াছিলেন, ওদেশে লোক-সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে বেতন পাইয়া যাহারা গ্রামে ঘুরিয়া লোক-সাহিত্য সংগ্রহ করেন তাঁহারাও এই ছবিগুলি হইতে বাদ পড়েন নাই।

প্রকাশ্য সভার অবসরে সন্ধ্যাবেলায় সেই ছবিগুলি দেখাইয়া বক্তৃতা করিয়া রেকর্ডগুলি বাজাইয়া তিনি আমাদের মনোরঞ্জন করিতেছিলেন। পৃথিবীতে আইরিশ জাতিই বোধহয় তার লোক-সাহিত্য সংগ্রহে সবচাইতে অগ্রসর।

সে দেশের লোক-সাহিত্য সংগ্রহের জন্য বহু প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। তাছাড়া দেশের গভর্নমেন্ট লোক-সাহিত্য সংগ্রহের কাজে বৎসরে কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া থাকেন। একদল সাহিত্যিক আবার তাহাদের লোক-সাহিত্যগুলির প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে যোগ রাখিয়া আইরিশ ভাষায় নূতন সাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করিতেছেন।

www.banglainternet.com

টমসন-গৃহিণী

এই লোক-সাহিত্য সভার অধিবেশনকালে একদিন আমরা ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ডাক্তার টিথ টমসনের বাসায় সান্ধ্য-ভোজের নিমন্ত্রণে গেলাম। আমরা প্রায় দুইশত অতিথি। আমাদের রান্নাবান্নার সমস্ত কাজই টমসন-গৃহিণী করিয়াছেন। সমস্ত রাঁধিয়া বাড়িয়া খাওয়ার জিনিসগুলি একটি টেবিলের উপর জড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা নিজেদের ইচ্ছামত প্লেটে করিয়া খাবার লইয়া অদূরে অন্য টেবিলে যাইয়া খাইতে বসিয়া গেলাম। টমসন-গৃহিণীও হাসিখুশী মুখে আমাদের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিলেন। আমাদের মেয়েদের মত টমসন-গৃহিণীকে চুলায় ফুঁ পাড়িয়া ধোঁয়ায় চোখ দুটোকে রাঙা করিতে হয় নাই। কারণ ওদেশে ইলেকট্রিকের চুলা। একসঙ্গে রান্নার হাঁড়ি-পাতিলগুলি চুলার উপর রাখিয়া কল টিপিয়া দিলেই অল্প সময়ের মধ্যে রান্না হইয়া যায়। ওদেশের মেয়েরা যেমন খাটিতে পারে এমন আর কোথাও দেখি নাই।

টমসন-গৃহিণী তাঁর বাড়িতে রান্নার হাঁড়ি-পাতিল বাসন-কোসন সব নিজের হাতে পরিষ্কার করেন। ময়লা জামা কাপড়গুলি ধোপার বাড়িতে না পাঠাইয়া নিজের হাতেই সেগুলি ধোপ-দোরস্ত করেন। তাঁর স্বামী মহাপণ্ডিত। লেখাপড়া লইয়াই সময় কাটান। এসব করিতে টমসন-গৃহিণীর বেশি সময় লাগে না। হাঁড়ি-পাতিল ময়লা বাসন একটা কলের মধ্যে ফেলিয়া দিলেই কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিষ্কার হইয়া যায়। ময়লা কাপড় পরিষ্কার করার কলও তাঁহার ঘরে আছে। এইসব কাজ অল্প সময়ে সমাধা করিয়া স্বামীর সঙ্গে নাচের আসরে যান। সভা-সমিতিতে যোগদান করেন। স্বামীর গবেষণার কাজেও তাঁহাকে সাহায্য করেন। প্রতিদিনের সকল মুহূর্তগুলিকে তিনি সুপরিকল্পিত কার্য-সূচির মধ্য দিয়া নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহার গৃহে কোন চাকর বা পরিচারিকা নাই।

www.banglainternet.com

ইন্ডিয়ানা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়দিন আগে আমি টমসন-গৃহিণীকে বলিলাম, 'শুনিয়াছি আমেরিকা ধনকুবেরের দেশ। কিন্তু এদেশের নানা রকমের লোকই ত দেখিলাম। কিন্তু একজন সত্যিকার বড়লোক ত দেখিলাম না।' তিনি আমাকে বলিলেন, 'মিস্টার জসীম উদ্‌দীন, এই দেশে ইন্ডিয়ানার মত একটি পাড়াগাঁয়ে আমি বড়লোক কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আর এদেশের বড়লোকেরা আপনাদের দেশের মত বড় বড় রাজপ্রাসাদে থাকে না। শত শত দাস-দাসীও তাঁহাদের ঘিরিয়া রাখে না।'

তবু আমি তাহাকে ছাড়ি না। 'এখানকার মধ্যেই যে সবচাইতে বড়লোক তাঁর সঙ্গে আমাকে আলাপ করাইয়া দেন।'

তিনি বলিলেন, 'আমাদের দেশের বড়লোকেরা আমাদের মতই ছোট-খাট বাড়িতে বাস করেন। চিনিবার জো নাই!'

আমি তবু নাছোড়বান্দা। 'তবু যেমন করিয়া হউক একজন বড়লোক আমাকে দেখাতেই হইবে।'

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া খুবই যেন লজ্জায় অপ্রস্তুত হইয়া তিনি আমাকে বলিলেন, 'মিস্টার জসীম উদ্‌দীন, কিভাবে আমি আপনাকে বড়লোক দেখাইব? এ তল্লাটে আমাদের চাইতে বড়লোক হয়ত আর কেহ নাই।'

www.banglainternet.com

বালক চাকর

এইতো গেল এই দেশের বড়লোকের কথা। এবার আমেরিকার একজন গরীব লোকের কথা বলিব। আমাদের হোটেলে একটি ছোট বালক চাকর ছিল। তাহাকে একদিন ডাকিয়া বলিলাম, 'খোকা! তোমাদের বাড়িতে একদিন আমি বেড়াইতে যাইব। কিভাবে তোমরা থাক তাহা দেখিবার জন্য।' খোকা হাসিয়া বলিল, 'আমার মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া আপনাকে একদিন আমাদের বাড়িতে লইয়া যাইব।'

সেদিন দেখি আমার ঘরের দরজায় একখানা চিঠি, তাহাতে খোকা লিখিয়াছে, 'কাল শুক্রবার সন্ধ্যায় আমার মা আপনাকে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।' এই গরীব ছেলের বাড়ীতে যাইয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া তাহাদের বৃথা খরচের মধ্যে ফেলিতে মনে বড়ই সঙ্কোচ লাগিতেছিল। তাছাড়া কাল্‌কে আমার অন্য স্থানে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ আছে। তাড়াতাড়ি সেই ছেলেটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিলাম, 'খোকা! কাল আমার অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে। আমি যদি পাঁচটা হইতে ছয়টা পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতে যাইয়া গল্প-স্বল্প করিয়া আসি, তবে কেমন হয়?' খোকা সানন্দে রাজী হইল।

পরদিন ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়িতে রওয়ানা হইলাম। না জানি তাহাদের অবস্থা কতই খারাপ। বাজার হইতে বারো আনা দিয়া একটি বড় রুটি কিনিলাম আর গরীব লোকেরা যা খায় এরূপ কিছু সস্তা খাবার লইলাম। সবে মিলিয়া আমার দেড় টাকার মত খরচ হইল।

তাহাদের বাড়ির কাছে আসিতেই ছেলেটির বাবার সঙ্গে আমার দেখা হইল! ভাবিয়াছিলাম এমন সুন্দর ছেলেটিকে যে হোটেলের চাকর করিয়া পাঠাইয়াছে সে হয়ত কোন কারখানায় দিনমজুরির কাজ করে। তার হাতে-পায়ে থাকিবে কালির দাগ, ধুলো-মাটি আর পরনে থাকিবে ছেঁড়া কাপড়;

www.banglainternet.com

কিন্তু এ কি দেখিলাম, নেকটাই, দামী কোট-প্যান্ট পরা দিব্যি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এক ভদ্রলোক। তাঁহার বৈঠকখানায় যাইয়া আরও আশ্চর্য হইলাম। আমাদের দেশের যে কোন শিক্ষিত বড়লোকের বৈঠকখানার মত সুরুচিসম্মত সবকিছু সজ্জিত। নামকরা লেখকদের বইগুলি সুন্দর শোভন শেলফের মধ্যে শোভা পাইতেছে। প্রসিদ্ধ শিল্পীর আঁকা কয়েকখানা ছবি দেওয়ালে ঝুলান। একপাশে একটা টেলিফোনও রহিয়াছে। ভদ্রলোক আমার কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। তিনি এখানকার স্কুলের মাস্টার। আমি ত তখন আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়াছি। ওদেশে কোন স্কুলের শিক্ষকের বেতন বারো শত টাকার কম নহে। আমার সস্তা খাদ্যের মোড়ক আমি কোথায় লুকাই! এদেশে চাদর পরিবার রেওয়াজ থাকিলে চাদরের তলায় লুকাইয়া ফেলিতে পারিতাম, কিন্তু এদেশের পোশাক পরিয়া কিছুই লুকাইবার যো নাই। মোড়কটি আবার এত বড় যে উহা বগলের মধ্যে লুকাইলেও মুখ বাহির করিয়া নিজের অস্তিত্ব জাহির করিবে।

ছেলেটির মা হাসিখুশী মুখে আসিয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতেছি, ধরণী দ্বিধা হও। এই দেড় টাকা দামের সস্তা খাদ্য কোথায় লুকাইব? মাথার উপর একটি বজ্রপাত হইলেও এত স্তম্ভিত হইতাম না। ছেলেটি তার মাকে বলিল, 'ম্যামি। দেখ এই ভদ্রলোক তোমার জন্য কিছু উপহার আনিয়াছেন।' কম্পিত হস্তে সেই উপহারের মোড়ক ছেলেটির মাকে দিলাম। ভদ্রমহিলা কিন্তু খুব খুশী হইয়াই আমার উপহার গ্রহণ করিলেন। ইহার পরে জানিয়াছিলাম এরূপ সামান্য উপহার দেওয়া এদেশে নিন্দনীয় নয়। আমারই সামনে একবার আমার এক আমেরিকান বন্ধু তাহার পরিচিত কোন বন্ধুর বাড়ি যাইতে দুইটি রুটি লইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইহার পর তাঁর বৈঠকখানায় বসিয়া অনেক রকমের কথাবার্তা হইল। আমি বলিলাম, 'আমাদের দেশের মেয়েরা শাড়ি পরিতে বড়ই ভালবাসে। নতুন শাড়ি কিনিয়া দিবার জন্য সবসময় স্বামীদের কাছে বায়না ধরে।' ছেলেটির বাবা বলিলেন, 'এদিক দিয়া এদেশের মেয়েরাও কম নয়। তাঁহারাও নতুন পোশাক কিনিবার জন্য স্বামীদের কম অনুরোধ করেন না।' মা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'এদেশের মেয়েরা নতুন নতুন পোশাকের জন্য স্বামীদের কাছে বায়না ধরিলে কি হইবে? স্বামীরা সবসময় তাদের কথায় কান দেন না।'

www.banglainternet.com

আমাদের দেশের রান্না-বান্নার কথা বলিলাম। বাড়িতে যেদিন পিঠা তৈরি হয় সেদিন গৃহিণীর আদেশ মত বাজার হইতে কয়েকটি জিনিস কিনিয়া আনিতে হয়। সেগুলি লইয়া গৃহিণী রান্নাঘরে আস্তানা গাড়েন। আমাকে আদেশের সুরে বলেন, 'আজ আমি পিঠা তৈরি করিব। ছেলেরা যেন রান্নাঘরে ঢুকিয়া সব কাজ তছনছ করিয়া না দেয়।' গৃহিণীর রুক্ষমূর্তি দর্শন করিয়া ছেলেদের এদিকে সরাইয়া রাখি। সামান্য কিছু খাবার খাইয়া তাহারা স্কুলে যায়। বাজার হইতে কেনা সেই জিনিসগুলি লইয়া গৃহিণী এটার সঙ্গে ওটা মিশাইয়া চুলায় ফুঁ পাড়িয়া ধোঁয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া ঘামে নাহিয়া সারাটা দিন রান্নাঘরে কাটান।

অফিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি পিঠাগুলি টেবিলে সাজাইয়া নাহিয়া ধুইয়া গৃহিণী বসিয়া আছেন। দেখিয়া মনে হয় যেন নেপোলিয়ান কোন নতুন দেশ জয় করিয়া ফিরিলেন। ছেলেরা পিঠা খাইতে খাইতে মায়ের তারিফ করে। পিঠা তৈরি করা আমাদের বাড়িতে একটি অঘটন ব্যাপার। আমার হাত নাড়িয়া নাড়িয়া বলার ভঙ্গি দেখিয়া শ্রোতারা হাসিয়া অস্থির। গল্প শেষ হইলে ছেলের মা হাসিয়া বলিলেন, 'আপনার স্ত্রীকে বলিবেন, আমাদের দেশে বাজারে পিঠার পাউডার (গুঁড়ো) পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু পানি মিশাইয়া চুলার মধ্যে বসাইয়া কল টিপিয়া দিলেই কয়েক মিনিট পরে আপনা হইতেই সুন্দর পিঠা তৈরি হইয়া ওঠে। আসুন আপনাকে আমার রান্নাঘর দেখাই।' এমন সময় আমি ঘড়ির দিকে চাহিতেছি দেখিয়া ছেলেটির বাবা আমাকে বলিলেন, 'মিঃ উদ্-দীন! আপনি এত ঘড়ির দিকে চাহিতেছেন কেন?' আমি বলিলাম, 'অন্য এক জায়গায় আমার নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণ আছে।' তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কখন আপনি সেখানে যাইতে চাহেন?' আমি বলিলাম, 'সাড়ে ছয়টায়।' তিনি উত্তর করিলেন, 'এখন ত সবেমাত্র ছয়টা বাজিয়াছে।' আমি বলিলাম, 'যেখানে আমি যাইব সে স্থান এখান হইতে দুই মাইলের পথ। আমাকে হয়ত হাঁটিয়াই যাইতে হইবে।' তিনি উত্তর করিলেন, 'হাঁটিয়া যাইবেন কেন? আমার মোটর গাড়ি আছে, আপনাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিব।'

তাঁহাদের মোটর গাড়িতে করিয়া আমি নিমন্ত্রণের মাহফিলে গেলাম। কথায় কথায় ছেলেটির বাপকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা আপনারা এত

www.banglainternet.com

উপার্জন করেন? এতটুকু ছেলেটিকে হোটেলে চাকুরি করিতে দিয়াছেন কেন? ওর কি লেখাপড়া নাই?'

তিনি বলিলেন, 'তিন মাস গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলেটির কোন কাজকর্ম নাই। এই সময়টা সে হোটেলের কাজ করিয়া প্রায় হাজারখানেক টাকা উপার্জন করিবে। সামনের বছর গরমের দিনে আমরা আরো কিছু টাকা তাকে দিব। এই টাকা লইয়া সে ইউরোপ ভ্রমণে যাইবে। অর্ধ দুনিয়ার ভূগোলের জ্ঞান সে নিজের চোখে দেখিয়া শিখিয়া আসিবে।'

নিমন্ত্রণের আসরে যাইয়া এখানকার শিক্ষা-বিভাগের সম্পাদকের পাশে আমি বসিলাম। আজকের এই অপূর্ব কাহিনীটি তাঁহাকে না বলিয়া পারিলাম না। কিন্তু শুনিয়া তিনি এতটুকুও আশ্চর্য হইলেন না। তিনি বলিলেন, 'আমরা আমেরিকাবাসীরা ছোট কাজ করিতে লজ্জা পাই না। আমি এদেশের বড়লোকদের মধ্যে একজন, কিন্তু গরমের ছুটিতে আমার দুইটি মেয়ে হোটেলের পরিচারিকার কাজ করিতেছে আর অপর একটি ছেলে হোটেলের চাকর।'

এইজন্য বোধহয় এই জাত এত বড় হইয়া উঠিয়াছে।

www.banglainternet.com

টমসন সাহেবের বাড়িতে

আরও একদিন মিস্টার টমসনের বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণে গেলাম। সেখানে জারমান প্রফেসার ডক্টর এণ্ডারসন একধারে একা বসিয়াছিলেন। তিনি ভাল ইংরেজি জানেন না। আর পণ্ডিত মানুষ। নিজের গবেষণা লইয়াই থাকেন। আমরা কয়েকজন এক টেবিলে বসিয়া খুব আড্ডা দিতেছি। একটি আমেরিকান যুবক উঠিয়া বলিলেন, 'আমাকে মাফ করেন। ডক্টর এন্ডারসন ওই টেবিলে একা বসিয়া আছেন। আমি যাইয়া তাঁহাকে একটু সঙ্গ দেই।' চায়ের পার্টিতে যুবকটির অনেক মেয়ে বন্ধু আসিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে না মিশিয়া সমস্ত সময় সে সেই নির্জনে ডক্টর এন্ডারসনের সঙ্গে গল্প করিয়া সময় কাটাইল। ও দেশের লোকেরা অতিথি সৎকারে এতই মনোযোগী।

সেই চা-পার্টিতে কয়েকটি মহিলার সঙ্গে আলাপ হইল। তাঁহারা প্রায় সকলেই এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসারদের স্ত্রী। আমাদের দেশের ঘরকন্নার ছোট ছোট গল্প শুনিয়া তাঁহারা হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিলেন। দেশের কত ছোটখাট ঘটনা কোনদিন তার যে কোন মূল্য হইতে পারে ভাবিতেও পারি নাই, তাহাই এদেশের শিক্ষিত মেয়েরা কত আদর করিয়া শুনিলেন।

আমাদের দেশের রান্না-বান্নার কথা বলিলাম। বিবাহের দিন বরের বাড়ি হইতে কন্যার বাড়িতে একটি পিঠার হাঁড়ি পাঠান্ হয়। বিবাহের কিছুদিন আগে গ্রামের বয়স্ক মেয়েরা সকলে একত্রিত হইয়া ভাবিতে বসে, আমাদের গ্রাম হইতে কনের গ্রাম অমুক স্থানে পিঠার হাঁড়ি যাইবে। আমাদের পিঠা যদি সবচাইতে ভাল না হয় তবে এই বিবাহে আমাদের গ্রামের কোনই মান থাকিবে না। তখন গাঁয়ের বুড়ীরা খুব গভীরভাবে চিন্তা করিতে বসে, কে কোন্ পিঠা ভাল তৈরি করিতে পারে। মনিরুদ্দীর বউ 'পাকান' পিঠায় ভাল

www.banglainternet.com

নক্সা আঁকিতে পারে, কিন্তু পিঠা ভাজিতে সে মোটেই ওস্তাদ নয়। কালামের বউকে তার সঙ্গে দাও। সে পিঠা ভাজায় ওস্তাদ। আচ্ছা, বুবু-লো, আমাদের 'রাঙাছুটু' যদি থাকিতো, তার মত সূক্ষ্ম 'সিমাই' কেহই কাটিতে পারে না, কিন্তু তার বিবাহ হইয়াছে দশ মাইল দূরে, সেই ভাটপাড়ার গাঁয়ে। ছোটবুবু, তুমি বড় মিঞাকে বলিও, এই বিবাহে যেন 'রাঙাছুটুকে' আনা হয়। সুতরাং সূক্ষ্ম সিমাই কাটার গুণে 'রাঙাছুটু' বিবাহে আসিবার নিমন্ত্রণ পাইবে। গইজদ্দির বউ কোথায়? তুমি ভাজনডাঙ্গার মেয়ে। তোমাদের দেশে আমের মতো করিয়া, লিচুর মতো করিয়া, ডালিমের মতো করিয়া মিঠাই তৈরি করে। তোমার উপর ভার দেওয়া হইল এই কাজের জন্যে। বুবু-লো, আমি তো চোখের মাথা খাইয়াছি। বুড়া হইয়া পড়িয়াছি। এককালে সরু করিয়া সুপারি কাটিতাম। ফুঁ দিলে উড়িয়া যাইত। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। সুপারি কাটার ভার আমি নিলাম। ও বাড়ির বড়বুবু আসিয়াছে, তুমি লইও পান বানানোর ভার। এক বোঁটায় খোকা-খুকুর মুখের মত দশটি পান ঝুলিবে। সেই রকমের পান বানাইবে।

আপনাদের দেশে বিবাহ-বাড়িতে নিমন্ত্রিতা মেয়েরা দু-এক ঘন্টার জন্য আসিয়াই চলিয়া যায়। আমাদের দেশে তাহারা নিমন্ত্রণ বাড়িতে পাঁচ-ছয় দিন আসিয়া থাকে। এই পাঁচ-ছয় দিন তাহারা যার যার গুণপনা দেখাইয়া অন্যান্য মেয়েদের কাছে তারিফ আদায় করে। যাহারা যে কাজ জানে না, তাহা অন্য মেয়েদের কাছে শিখিয়া লয়। মেয়েদের স্বামীরা বিবাহ-বাড়িতে আসিয়া নিজেদের স্ত্রীদের কাজের বিশেষ বিশেষ নৈপুণ্য দেখিয়া গর্ব অনুভব করে। যে মেয়ে সবচাইতে ভাল নক্সী কাঁথা তৈরি করিতে জানে, সে বরের জন্য একখানা সুন্দর কাঁথা তৈরি করে। শুধু কি হাতের কাজ। যে মেয়ে ভাল গাইতে পারে, গান গাহিয়া তাহারা বিবাহ বাড়িকে আনন্দমুখর করে।

কনের বাড়িতেও বিবাহের আগে বয়স্কা মেয়েদের এমনই একটি পরামর্শ সভা বসে। সেখানকার মেয়েরাও আবার নানা রকম পিঠা ও এটা সেটা তৈরি করিতে লাগিয়া যায়।

বিয়ের দিন বরের বাড়ি হইতে পিঠার হাঁড়িটি যখন কনের বাড়িতে যায়, বাড়ির মেয়েরা সকলের আগে সেই পিঠার হাঁড়িটি পরীক্ষা করে। ও মা; ওরা তো আমাদের চাইতে 'পাকান পিঠায়' ভাল নক্সা কাটিয়াছে। এত বলিলাম, কোমরপুরের সাজুকে আন। কেহ কথা শুনিল না। কোমরপুরের

www.banglainternet.com

সাজু 'পাকান-পিঠায়' এর চাইতেও ভাল নক্‌সা আঁকিতে পারে। বাড়ির কর্তাকে জলদি বল, আজই যেন কোমরপুরের সাজুকে আনানো হয়। আহারে বুবু-লো। আমাদের কনের জন্য কি সুন্দর নক্‌সী কাঁথা পাঠাইয়াছে। কাঁথার উপরে বরপক্ষের বিয়ে-বাড়ির সকল ঘটনা বুনোট করিয়া দিয়াছে। বরকে হলুদ মাখাইয়া স্নান করান হইতেছে, এই যে বরের মা, এই যে তাহার বাপ। এই যে পাল্কীতে করিয়া বর আসিতেছে। আ-হা-হা, কাঁথার গায়ে যেন ইন্দ্রপুরী মেলিয়া ধরিয়াছে।

এইভাবে একটা বিবাহ অবলম্বন করিয়া এই গ্রামের মেয়েদের গুণপনা দেখানর একটি সুন্দর প্রদর্শনী হইয়া থাকে। বিবাহের পরে কনে-পক্ষের বাড়ি হইতে বরের বাড়িতে আবার একটি পিঠার হাঁড়ি, আর অনুরূপ উপহার সামগ্রী পাঠান হইয়া থাকে। তাহাতে এ গাঁয়ের মেয়েদের গুণপনার সঙ্গে ও গাঁয়ের মেয়েদের গুণপনার সুন্দর প্রতিযোগিতা হয়।

আজকাল ইংরেজি শিক্ষার ফলে আমাদের শিক্ষিত সমাজে আমরা কতকটা পশ্চিমী ভাবধারার অনুকরণ করিয়াছি। গ্রামের এই সুন্দর বিবাহ উৎসবগুলির মাধুর্য্য কতকটা কমিয়া গিয়াছে।

একজন মহিলা বলিলেন, 'আপনারা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ লইয়া বেসাতী আরম্ভ করিয়াছেন। আপনাদের দেশের বিবাহ-সভার বর্ণনা শুনিয়া আমার ইচ্ছা করে এখনই যাইয়া আপনাদের দেশের কোন বিবাহ-সভার নিমন্ত্রণ খাইয়া আসি।'

আমি বলিলাম, 'আপনাকে আমি নিমন্ত্রণ করিয়া দিলাম। পাকিস্তান সানন্দে আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবে। আমাদের দেশের রান্নার কথা শুনুন। বয়স্কা মেয়েরা অনেকেই এক একটা জিনিস এমন রাঁধিতে পারে, তেমন আর কেহই পারে না। কিন্তু এই বিশেষ জিনিসটি রাঁধা তার কাছে একটি ট্রেড সিক্রেট। এই রান্না সে কিছুতেই কাউকে শিখাইবে না। তার বয়স যখন খুব বেশি হইবে, চলিতে ফিরিতে পরিবে না, তখন যে মেয়েটি তাহাকে সবচাইতে বেশি সেবা-শুশ্রূষা করিবে, মরার আগে তাকেই শুধু গোপনে সেই রান্নাটি শিখাইয়া দিয়া যাইবে। সেইজন্য বাড়ির অল্প বয়স্কা মেয়েরা আড়াআড়ি করিয়া বুড়ীদের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া থাকে। আমার বাড়ির পাশে ইন্সপেক্টর সাহেব থাকেন। তাঁর স্ত্রী একরকম করিয়া 'কৈ মাছ' ভাজিতে পারেন। তেমনটি আর কেহ জানে না। আজ দুই বৎসর আমার স্ত্রী

www.banglainternet.com

তাঁহার পাছে পাছে লাগিয়া আছেন তাহা শিখিবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই শিখিতে পারেন নাই। তাহার ছেলের বউ আমার স্ত্রীকে বলিয়াছেন, 'আমার শাশুড়ীর ঐ ধরনের কৈ মাছ ভাজা তার নিজের মেয়েকেই শিখান নাই আমি তো তার পায়ে পায়ে লাগিয়াই আছি।'

হাত নাড়িয়া নাড়িয়া আমার এই গল্প বলায় মেয়েরা হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিল। আমার যখন কোন কথা বলিতে ঠিকমত ইংরেজি বুলি আসিতেছিল না, তাহারা আড়াআড়ি করিয়া আমাকে কথা জুটাইয়া দিয়া সাহায্য করিতেছিল।

এই মেয়ের দলটিতে সবচাইতে যে সুন্দর দেখিতে সে আমাকে বলিল, 'আমাকে এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করিবেন। আমার স্বামীকে ডাকিয়া আনিয়া আপনার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেই। কিন্তু আমি যতক্ষণ না আসি, আপনি কিন্তু গল্প বলিবেন না। আমি আসিলে তবে গল্প আরম্ভ করিবেন।'

মেয়েটি তাহার স্বামীকে টানিয়া আনিয়া আমার সঙ্গে পরিচিত করাইল। আমাকে পরিচিত করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিয়া অনেক সুন্দর সুন্দর ভুল মিশাইয়া আমার নামটি স্বামীকে বলিল। আমি তাহার সঙ্গে করমর্দন করিয়া বলিলাম, 'আপনার স্ত্রীর মতন এমন সুন্দরী খুব কমই দেখা যায়। আপনাদের আমেরিকার লাল টুকটুকে তরমুজের ফালির সকল রং তাহার মুখের হাসিতে লাগিয়া রহিয়াছে।' আমাদের দেশে কোনও স্বামীর কাছে তার স্ত্রীর বিষয়ে এই ধরনের প্রশংসা করিলে, সে হয়ত মারিতে আসিত। কিন্তু আমার তারিফ শুনিয়া এই ভদ্রলোক বড়ই গর্ব অনুভব করিলেন। এবং স্ত্রীর দিকে চাহিয়া একটু মধুর হাসিয়া আমাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাইলেন। ভদ্রলোক ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মান ভাষার প্রফেসার।

সেদিন রাত্রে ঘরে বসিয়া আছি। হঠাৎ টুংটুং করিয়া টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। আমি টেলিফোন ধরিতেই এক ভদ্রলোক আমাকে তাহার বাড়িতে পরদিন সন্ধ্যা-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। আজ প্রায় বিশ দিন হইতে চলিল ভাত খাই না। আমি তাহাকে বলিলাম, 'আপনি যদি কিছু ভাতের বন্দোবস্ত করিতে পারেন তবে বড়ই খুশী হইব।' তিনি হাসিয়া বলিলেন, 'আমাদের বাড়িতে ভাতের বন্দোবস্ত থাকিবে। ভোজের পর আপনাকে এই দেশের একটি কৃষকের বাড়ি দেখাইয়া আনিব।' আমি ধন্যবাদের সঙ্গে তাঁহার নিমন্ত্রণ লইলাম। টেলিফোনে ভদ্রলোকের ঠিকানাও জানিয়া লইলাম, কিন্তু কোথায় যে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল কিছুতেই

www.banglainternet.com

মনে করিতে পারিলাম না। প্রতিদিন পার্টিতে, সভায় অন্তত একশত নূতন লোকের সঙ্গে পরিচিত হইতেছি। কয়জনের নাম মনে রাখিব। আর ইংরেজের নাম এমনই কটমটে যে সহজে মনে থাকে না।

নির্দিষ্ট দিনে সেই ভদ্রলোকের বাড়ি যাইয়া দেখি পূর্বদিন টমসন সাহেবের পার্টিতে চায়ের আসরে যে সুন্দরী মহিলাটি তাহার স্বামীকে ডাকিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি আর তাহার স্বামী দরজার সামনে দাঁড়াইয়া আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ভদ্রমহিলা নিজের হাতে নানা রকম খাবার তৈরি করিয়াছিলেন। আমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য আরও তিন চারজন বন্ধু-বান্ধবীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় অতি আনন্দের সঙ্গে ভোজনপর্ব সমাধা হইল।

কবুতরের বাসার মতো ছোট্ট তাঁহাদের বাড়িখানি। এত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ঘরগুলি সুন্দর করিয়া সাজান, ছোট্ট একটি খোকা যেন এই সুখী দম্পতির সুন্দর কল্পনা মূর্তি ধরিয়া হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। হাস্য কলরবে ভোজনপর্ব সমাধা করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে এই দেশী এক কৃষকের বাড়ি বেড়াইতে চলিলাম। ভাবিলাম কৃষাণপল্লীতে যাইয়া গামছা পাতিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া এ দেশের চাষীভাইদের কাছে আমার দেশের মধুমালার গল্প বলিব। ধান কাটার গান গাহিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিব। কিন্তু হায় রে কপাল! চাষার বাড়িতে আসিলাম শহর হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। রাস্তার ধারে শুধু শস্যের ক্ষেত, কিন্তু চাষী কোথায়? কত রকমের শস্য ফলিয়াছে। কত তাহাদের রং, কিন্তু কাহারা এইসব জমিতে চাষ করে, তাহাদের হাল-লাঙ্গল কোথায়, লাঙ্গল টানিবার বলদ কোথায়; মানুষ কোথায়?

অনেক পথ ঘুরিয়া চাষীর বাড়ি আসিলাম। চাকর-বাকর নাই, হাল টানিবার বলদ নাই, লাঙ্গল-যোয়াল নাই। চাষী আর তাহার বউ। এই দুইজন মানুষ শুধু এখানে থাকে।

খবর লইয়া জানিলাম এই চাষী দম্পতির বিশ হাজার বিঘা জমি। সমস্ত জমি দুই ভাগে ভাগ করিয়া চারিধারে বেড়া দিয়া ঘেরা। অর্ধেক জমিতে ফসল ফলিয়াছে, বাকি অর্ধেক জমি খালি। সেখানে ঘাসের উপর চাষীর পাঁচ শত গাভী আর পাঁচ শত বলদ চরিয়া বেড়াইতেছে। সামনের বছর এবারকার ফসল ভরা জমিটাকে বিশ্রাম দেওয়া হইবে ; আর এবারকার

www.banglainternet.com

খালি জমিটাতে ফসল দেওয়া হইবে।

আমেরিকা রূপকথার দেশ। বিজ্ঞানকে হাতের মুঠার মধ্যে লইয়া এই নব নব রূপকথা সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। এই বিশ হাজার বিঘার অর্ধেক দশ হাজার বিঘা জমি চাষ করিতে চাষার মাত্র দুই তিন দিন লাগে। চাষা তাহার কলের ইঞ্জিনযুক্ত লাঙ্গলটি লইয়া মাঠের মধ্যে চালাইয়া যায়। মাটি খুঁড়িয়া চৌচির হইয়া যায়। তারপর আর একটি যন্ত্র চালাইয়া ঢেলাগুলিকে ভাঙ্গিয়া মাটিকে ধূলার মত করিয়া দেয়। তারপর ইচ্ছা হইলে সেই চষা-ক্ষেতে সে নিজের হাতেই বীজ ছড়াইয়া দেয় নতুবা কৃষি বিভাগে টেলিফোন করিয়া দেয়। তাহারা আসিয়া উড়োজাহাজ হইতে তাহার ক্ষেতে বীজ বুনিয়া দিয়া যায়। তারপর নূতন শস্যের উপর যদি কোন পোকা-মাকড়ের উপদ্রব দেখা দেয়, কৃষি বিভাগ খবর পাওয়া মাত্র আবার আসিয়া উড়োজাহাজ হইতে ক্ষেতের উপর ঔষধ ছড়াইয়া দেয়। চাষীর ক্ষেত হইতে পোকা মাকড়ের বংশ নিপাত হইয়া যায়। কালো মেঘের বর্ণ ফসলের পাতায় দিগদিগন্ত উদাস হইয়া উঠে। তারপর ফসল পাকিয়া ক্ষেত্র যখন স্বর্ণবর্ণ ধারণ করে, তখন চাষা তাহার আর একটি যন্ত্র লইয়া ক্ষেতের মধ্যে দিয়া চালাইয়া যায়। যন্ত্রের সাহায্যে ফসল কর্তিত হইয়া মাড়াই হইয়া আঁটিতে আঁটিতে বিচালিগুলি বান্ধা হইয়া একধারে পড়িয়া যায়। ফসলগুলি বস্তাবন্দী হইয়া মেশিনের অন্য ধার দিয়া ক্ষেতের স্থানে স্থানে গড়াইয়া পড়ে। তারপর একটি ট্রাক্টরের সাহায্যে কপিকলে আটকাইয়া বস্তাগুলি গাড়িতে উঠাইয়া শহরে পাঠাইয়া দেয়। তাহার ঘরে টেলিফোন আছে। সেই টেলিফোনে শহরের লোকদের সঙ্গে চাষীর কথাবার্তা হয়। ফসলের দাম চাষীর ব্যাঙ্কের খাতায় যাইয়া জমা হয়।

চাষী পাঁচশত বলদ পালন করে। তাহাদের দিয়া গাড়ি টানাইবার জন্য নয়! এদেশে কোথাও পশু দিয়া কাজ করাইতে কাহাকেও দেখি নাই। বলদগুলি বড় হইলেই তাহাদের কসাইখানায় বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। এ দেশে একটা গরুকেও রোগা পটকা দেখিলাম না। প্রত্যেকটির গা বাহিয়া যেন তেল চুয়াইয়া পড়িতেছে। একজনের গরুর সঙ্গে অপরের গরু মিলিতে পারে না। প্রত্যেক চাষা নিজের জমিতেই তার গরুগুলিকে চরায়। সেজন্য একজনের গরুর কোন অসুখ হইলে অন্যের গরুর কোন ক্ষতি করিতে পারে না। নিজের পালের কোন গরুর অসুখ হইলে চাষা তৎক্ষণাৎ গরুটিকে অন্যান্য গরু হইতে আলাদা করিয়া রাখে।

www.banglainternet.com

এ দেশে প্রত্যেক গাভী ত্রিশ-চল্লিশ সের দুধ দেয়। স্তনের ভারে দুধালো গাইগুলি যেন চলিতে পারে না। যে গরু দুধ দেয় সেই গরুর মাংস ইহারা খায় না। মাংস খাইবার জন্য আলাদা এক জাতের গরু এইদেশে আছে।

আমাদের এই চাষী-দম্পতিকে প্রতিদিন পাঁচশত গাভীর দুধ দোহাইতে হয়। কি করিয়া তাহারা এই শ্রম-সাপেক্ষ কার্য সমাধা করে তাহা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়। প্রত্যেক গাভীর স্তনের সঙ্গে ইলেকট্রিক নল লাগাইয়া কল টিপিয়া দিলেই সমস্ত গাভীর দুধ সেই নলের ভিতর দিয়া আসিয়া বালতিতে ভর্তি হইতে থাকে। শহরের লোকেরা আসিয়া সেই দুধ লইয়া যায়। ব্যাঙ্কের খাতায় চাষীর নামে টাকা জমা হয়। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই চাষী-দম্পতির প্রায় দেড় লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি আছে। এই সব যন্ত্রপাতির কোনটা খারাপ হইলে তাহারা নিজেরাই তাহা মেরামত করিয়া লয়। প্রত্যেক চাষী কৃষিবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ তো বটেই, ইঞ্জিনিয়ারের বিদ্যাও তাহাকে অনেকখানি আয়ত্ত করিতে হয়। দেড় লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি যে চাষার তার টাকা পয়সা যে কত আছে তাহা সহজেই কল্পনা করা যায়। কিন্তু এই চাষীর বাড়িতে একজনও চাকর নাই। মুরগির ঘর পরিষ্কার রাখা, গরুগুলির জন্য ঘাস কাটিয়া তাহাদের খাইতে দেওয়া প্রভৃতি কাজ চাষীর বউ নিজের হাতেই করিয়া থাকেন।

এই চাষীর খামার দেখিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। এবার নৈশ-চা পান করার জন্য প্রফেসারের গৃহিণী আরও কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমাদের পূর্ব বঙ্গের কয়েকটি মেয়েলী গানের তর্জমা শুনাইয়া আমি তাঁহাদের আনন্দ দিবার চেষ্টা করিলাম।

www.banglainternet.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্‌ফারেন্স শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর দুই তিন দিনের মধ্যেই এই দেশ ছাড়িয়া যাইতে হইবে। যাইবার আগে এই সুন্দর দম্পতির কাছে বিদায় লইয়া না গেলে আমার মন প্রবোধ মানিতেছিল না।

টেলিফোন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম, 'আগামী রবিবার আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।' তাঁহারা বলিলেন, 'রাত ছয়টার সময় অমুক থিয়েটার হলের সামনে আসিবেন। সেখানে আমরা একত্রে থিয়েটার দেখিব।' যথাসময়ে আমি থিয়েটার হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাঁহারা আসিয়া আমার সহিত মিলিত হইলেন।

আজ তাহাদের দুজনেরই বেশ-পরিপাট্যে বিশেষ জাঁকজমকের পরিচয় পাইলাম। সে বিষয়ে ইঙ্গিত করিতেই মেয়েটি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল, 'আজ আমাদের বিবাহের দিন। এই দিনটিকে আমরা সুন্দরভাবে যাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।'

কথা বলিতে বলিতে আমরা থিয়েটার হলে প্রবেশ করিলাম। এটি ইণ্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়েটার হল্। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরাই শুধু অভিনয় করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য বিভাগে যেসব নাটক পড়ান হয় সেই নাটক হাতে কলমে অভিনয় করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব-বস্তুর সঙ্গে সম্যক পরিচিত হয়। যাঁহারা অভিনয় করে না তাঁহারা দর্শক হইয়া নাটকের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। সত্যই তো! নাটকের যে অলিখিত অংশটি শুধুমাত্র অভিনয়ের জন্যই নির্দিষ্ট থাকে অভিনয় না দেখিয়া কেবলমাত্র পুস্তক পড়িয়া তাহা উপভোগ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নাট্যশালায় অভিনয় করিয়া ছাত্র-ছাত্রীরা বেশ কিছু উপার্জন করে। নাটকের শ্রোতারা সকলেই টিকেট করিয়া নাটক দর্শন করিয়া থাকেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখিয়াছি, সেখানেও ছাত্রীদের

www.banglainternet.com

অভিনয়ের জন্য এরূপ নাট্যশালা আছে। প্রতি শনি ও রবিবারে এখানে নাটক অভিনীত হয়।

আজ অভিনয় হইল একটি গীতিনাট্যের। এ দেশের মতো গীতিনাট্য আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। একমাত্র আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের 'মায়ার খেলা' এবং বাল্মিকী প্রতিভাকে এ ধরনের গীতিনাট্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু এদের গীতিনাট্যের পিছনে যে বিরাট যন্ত্রসঙ্গীত অজস্র সুরধারা বর্ষণ করে তাহা আমাদের দেশে এই পর্যন্ত কেহই দেখাইতে পারে নাই। বহু যন্ত্র লইয়া বহু লোকের সমাবেশে একটা বিরাট সৃষ্টিকার্য করার ক্ষমতা এ দেশের লোকের পক্ষে যেন খুবই সহজ। এ দেশের গানের মধ্যে হারমনির প্রচলন আছে। একই সুর যন্ত্র-সমাবেশের তারতম্যে নানা গ্রামে গাওয়া সম্ভব হয়। গীতিনাট্যের অভিনয়ে এই হারমনি বড়ই সহায়তা করে। একই সুর বিভিন্ন পর্দায় একই সময়ে বিভিন্ন চরিত্র দ্বারা গীত হইতে পারে। আমাদের দেশের সঙ্গীতে ইহা এখনও ভালভাবে প্রচলিত হয় নাই। ওই দেশের গীতিনাট্যে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনেতারা শুধুমাত্র গানের দ্বারা এবং অঙ্গভঙ্গির অভিব্যক্তির দ্বারা নিজ নিজ চরিত্র ফুটাইয়া তোলে। আমাদের দেশের গীতিনাট্যের মত কোথাও কথোপকথনের প্রচলন নাই। এ দেশের গীতিনাট্যের সুর সংযোজক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। নাটকে শুধুমাত্র সুর সংযোজনাই তাঁহার কার্য নয়; বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপগুলিতে সুর বসাইয়া অসংখ্য যন্ত্র-সঙ্গীতের সাহায্যে অভিনয়কে জীবন্ত করিয়া তোলা তাহার কাজ। অভিনয়ের সময়ে নাট্য-মঞ্চের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি হাতের ইশারায় যন্ত্রগুলিকে যথাসম্ভব নির্দিষ্টভাবে পরিচালনা করেন।

আজকের নাটকের গানগুলির সুর সংযোজনা হইতে আরম্ভ করিয়া যন্ত্রীদের বাদ্য-সমাবেশ পর্যন্ত সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা করিয়াছেন। নাটকের বিষয়বস্তু হইল, এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে বড়ই অবহেলা করেন। সারাদিন ভদ্রলোক অফিসে কাজ করেন। সন্ধ্যা হইলে আহারাদি করিয়া ক্লাবে যান। সেখানে বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপান করেন আর জুয়া খেলেন। বেচারা স্ত্রীর সময় আর কাটে না। স্বামীর সঙ্গে দেখা হইলে তিনি তার সঙ্গে এটা ওটা লইয়া নানারকম দুর্ব্যবহার করেন। যে ভালবাসার শতদল সাজাইয়া স্ত্রী স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিয়া ঘরে বসিয়া থাকেন, স্বামীর দুর্ব্যবহারে তাহা ভাঙিয়া টুটিয়া চৌচির হইয়া যায়।

www.banglainternet.com

তারপর আসিল এক নবীন যুবক। স্ত্রীর মন তার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট হইল। স্বামী একদিন গোপনে আসিয়া তাহাকে স্ত্রীর সহিত আলাপরত দেখিতে পাইলেন। তখনই হাতের পিস্তল লইয়া স্ত্রীকে হত্যা করিলেন। বিচারের দিন স্বামী তার সকল অপরাধ স্বীকার করিলেন। আমি বাঙলাদেশের লোক! বহুক্ষণ এরূপ একটানা গান উপভোগ করিবার অভ্যাস আমার হয় নাই।

আমাদের দেশের এমন যে কীর্তন গান তারও মাঝে মাঝে কথা জুড়িয়া দেওয়া হয়। সে জন্যই বুঝি আমাদের দেশের গীতিনাট্যের চরিত্রগুলি মাঝে মাঝে গদ্যে কথা বলে।

নাটক শেষ হইলে আমার সেই প্রফেসার বন্ধু আর তার সুন্দরী পত্নীকে অনেক দূর পর্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিলাম। 'আপনাদের খোকাটিকে কোথায় রাখিয়া আসিলেন, বাড়িতে ত চাকর নাই?' জিজ্ঞাসা করিলে ভদ্রমহিলা বলিলেন, 'তাকে বেবী-সিটারের কাছে রাখিয়া আসিয়াছি।' ও দেশের বহু মেয়ে বেবী-সিটারের কাজ করেন। তাঁহাদের ঘরে টেলিফোন থাকে। বাড়ির গৃহিণীরা কোথাও বেড়াইতে বাহির হইলে বেবী-সিটারকে টেলিফোন করিয়া দিলে তিনি আসিয়া বাসার ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করেন। কলেজে পড়ে এমন বহু মেয়ে অবসর সময়ে বেবী-সিটারের কাজ করিয়া বেশ উপার্জন করিয়া পড়াশুনার খরচ চালান।

বিদায়ের আগে আমি আমার সেই প্রফেসার বন্ধুকে বলিলাম, 'আপনাদের ক্ষুদ্র ঘরখানিতে আনন্দ ধরে না। তাই সেই আনন্দের খানিক আপনাদের এই বিদেশী বন্ধুর দিকে গড়াইয়া পড়িল। দেশে যাইয়া আপনাদের সুন্দর জীবনের কথা সকলকে বলিব।' আমার বান্ধবীর দিকে ফিরিয়া বলিলাম, 'কই আমার বন্ধুকে আজ ত আপনি সুইট হার্ট বলিয়া ডাকিলেন না।' সেবার তিনি তাঁর স্বামীকে সম্বোধন করিতে এই সুইট হার্ট কথাটি এমনি মধুর করিয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন তার সুর এখনো কানে লাগিয়া আছে। বান্ধবী লজ্জিত হইয়া মাথা নামাইলেন। বন্ধু বলিলেন, 'আজ ও লজ্জা পাইয়াছে। আপনি ওই কথাটির উপর বেশি জোর দিয়াছেন বলিয়া আপনার সামনে ও আজ ওই কথাটি প্রাণপণে এড়াইয়া গিয়াছে।'

এই সুন্দর দম্পতিকে বিদায় দিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। অনেক রাত হইয়াছিল। কিন্তু রাত্রিকালে সহজে আমার ঘুম পায় না। কারণ আমি

www.banglainternet.com

আসিয়াছি পৃথিবীর ওপিঠ হইতে। আমাদের দিন এদেশের রাত। আমার ঘুম পায় দিনের বেলা। ঘরে বসিয়া আছি, কোথায়ও কেহ জাগিয়া নাই। হঠাৎ এলেন আসিয়া আমাকে তাহার ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেল। ফ্লাস্ক হইতে আমাকে কফি ঢালিয়া দিয়া সে নিজের গিটার যন্ত্রটি লইয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল। সে কি গান না যুগ যুগান্তরের কান্না তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া তাহার গিটার যন্ত্রের সঙ্গে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত বিশ্বজগতে আছড়াইয়া পড়িতেছিল। পাশের ঘরে যাহারা ঘুমাইতেছিল, তাহারা ঘুম ভাঙিয়া বিরক্ত হইয়া এলেনকে দু'কথা শুনাইয়া দিতে দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু খানিকক্ষণ তার গান শুনিয়াই মুগ্ধ শ্রোতার মত তার ঘরের মধ্যে একে একে আসিয়া আসন গ্রহণ করিল। আজ এলেন যেন কোথায় কি মহাদান পাইয়া আসিয়াছে। সেই দান সে তাহার কণ্ঠস্বরে মিশাইয়া সমস্ত বিশ্বজগতে বিলাইয়া দিতেছে। প্রায় সারারাত ধরিয়া গান চলিল। ভোর হওয়ার একটু আগে আমরা পরস্পরের সঙ্গে বিদায় লইলাম।

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাহিনী আমার শেষ হইতে চলিল। কত লোক কতভাবে আসিয়া আমার মন যে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। ডাক্টার বারবারের মতো মহাপণ্ডিত ব্যক্তি আমাদের সভায় আসিয়াছিলেন। তিনি শিশুর মতন সরল। গ্রাম্যগান শুনিলে আনন্দে নাচিয়া ওঠেন। কিন্তু নিজের কথা বলিতে তিনি বড়ই লজ্জা পান। জীবনে তিনি কত সংখ্যক বই লিখিয়াছেন তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহার স্ত্রী আরও সুন্দর। এই বর্ষিয়সী মহিলা আপনজনের মত সবসময় আমার সুবিধা-অসুবিধার খবর লইতেন। সুইডেনের মহাপণ্ডিত ডাক্টার এন্ডারসনের সঙ্গেও কত ভাব হইল। আমি যদি গ্রাম্যগানের উপর কোন গবেষণাপুস্তক লিখি তিনি আমাকে সানন্দে সাহায্য করিবেন এরূপ কথা দিলেন।

প্রায় পঁচিশ দিন এইসব লোকের সংসর্গে কাটাইয়াই আমি যেন এঁদেরই একজন হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাঁহাদের আমার এতই আপনার বলিয়া মনে হইয়াছিল যে মাঝে মাঝে মনের অতর্কিতে আমি তাহাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলিয়া ফেলিতেছিলাম।

ইন্ডিয়ানা আসিয়া আর একটি সুন্দর পরিবারের সঙ্গে আমার আলাপ হইয়াছিল। আমাদের লোক-সঙ্গীতের সভায় দর্শক হইয়া আসিয়াছিল। স্বামী-স্ত্রী আসিয়া আমার সঙ্গে পরিচিত হইল। ছেলেটি আগে মিলিটারীতে

www.banglainternet.com

কাজ করিত। এখন যুদ্ধের শেষে ইউনিভার্সিটিতে আসিয়া পড়াশুনা করিতেছে।

একদিন ওরা আমাকে ওদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেল। বউটি বিশেষ কিছু রান্না করে নাই। আর রান্না করিবার অবসরই বা তাহাদের কোথায়? গল্প করিতে করিতে দিন চলিয়া যায়, গল্প করিতে করিতে ভোর হইয়া যায়। রাত আর দিন দুইটি ক্ষুদ্র পাত্রে এদের কথার কাকলি কত আর ধারণ করিবে। এই দুই পাগলা-পাগলীর আস্তানায় আসিয়া বড়ই ভাল লগিল।

সাত আট দিন ওদের বিবাহ হইয়াছে। মেয়েটি একেবারেই বুনো, এদেশের কোন কেতাদস্তুরের ধার ধারে না। পোশাক-পরিচ্ছদের উপর কোনই খেয়াল নাই। গালে পাউডার মাখে না, ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে না। আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সবে তো আপনাদের বিবাহ হইয়াছে, আপনাদের দেশের বৃদ্ধারা পর্যন্ত মুখে কত কি মাখে। আপনার বউ ত মুখে কিছুই মাখেন না।' ছেলেটি খুব গর্বের সঙ্গে উত্তর করিল, 'ও ওইসব মাখা পছন্দ করে না। ওর মুখ এমনিই কত সুন্দর। ও যদি মুখে রং পাউডার মাখিত তবে ওর সৌন্দর্য্যের অপমানই হইত। একবিন্দু রূপও বাড়িত না।' স্বামীর কথায় মেয়েটি লজ্জায় মাথা নত করিল।

ওরা ছেলেদের মতন কতগুলি খেলনা পুতুল কিনিয়া লইয়াছে, সেইগুলি লইয়া শিশুর মত দুইজনে খেলা করে। অনেক রাতে ওদের বাড়ি হইতে ফিরিয়া আসিলাম। এই সুন্দর দম্পতি হাস্যকলরবে আমার আস্তানায় আসিয়া প্রায়ই আমাকে ওদের খেলাঘরে (হাঁ খেলাঘরেই বটে) লইয়া যাইত।

আমি আসিয়াছি পৃথিবীর ওপিঠ হইতে। আমাদের দিন এই দেশের রাত, তাই রাতে আমার ঘুম আসিত না। ওরা বলিত, 'সারারাত আমরা গল্প করিয়া খেলনা পুতুল লইয়া খেলিয়া কাটাই, আপনার যখন অবসর হইবে আমাদের এখানে চলিয়া আসিবেন। আমাদের ঘর দিন-রাত সবসময় আপনার জন্য খোলা থাকিবে।

একদিন ওরা আমাকে বহুদূরের একটি খামারবাড়ি দেখাইয়া আনিল। ওরা কবি নয়, সাহিত্যিক নয়, লোক-সঙ্গীত বিশেষজ্ঞও নয়। বিবাহের

www.banglainternet.com

প্রথম দিনগুলিতে নব-দম্পতিরা অপরের সান্নিধ্য কামনা করে না। কিন্তু আমি এদের প্রাণের কোন গোপন তারে সুর সংযোগ করিতে পারিয়াছিলাম, যে জন্য তাহারা আমার সঙ্গ কামনা করিত, সে রহস্য আজও আমার কাছে অজ্ঞাত রহিয়াছে।

বিদায়ের আগের দিন বউটি তাদের সবগুলি খেলনাপুতুল আমার সামনে আনিয়া বলিল, 'এগুলি লইয়া যান, আপনার ছেলেমেয়েরা খেলা করিবে।' এইগুলি লইয়া তারা দিনরাত খেলা করে। কাউকে ভাল বাসিয়া উপহার দিবার মতন এইগুলি হয়ত তাহাদের শ্রেষ্ঠ সামগ্রী, কিন্তু আমি এগুলি হইতে এই বয়স্ক শিশু দুইটিকে বঞ্চিত করিতে চাহিলাম না।

আমি বলিলাম, 'এইগুলি লইয়া তোমরা খেলা করিবে। নিজের দেশে বসিয়া মনে মনে আমি এই কল্পনা করিতে যে আনন্দ পাইব তার মূল্য খেলনাগুলির চাইতে অনেক বেশি। আমি এইগুলি লইব না।'

বউটি ঘাড় দোলাইয়া বলিল, 'আমরা বাজার হইতে আরও অনেক খেলনা পুতুল কিনিয়া আনিব। আপনাকে এগুলি লইতেই হইবে।'

আমি তখন কৌশল করিয়া বলিলাম, 'আমি যাব উড়োজাহাজে, আমার বাক্সে সামান্যই স্থান আছে। তোমরা নিজেরাই এগুলি লইয়া খেলা করিও।'

আমার কথায় ছেলেটি বউকে বলিল, 'সুইট হার্ট! উনি যখন উড়োজাহাজে যাবেন, এগুলি লইতে ওকে আর পীড়াপীড়ি করা আমাদের উচিত হইবে না।'

বউটি তবু হাসিতে হাসিতে একটি স্প্রিংয়ের খেলনা আমার পকেটে পুরিয়া দিল, 'এটি আপনাকে লইতেই হইবে।'

বিদায়ের পূর্বে যেমন করিয়া আমার জার্মান ভাষার অধ্যাপক বন্ধুকে বলিয়াছিলাম তেমনি করিয়া তাদের সঙ্গে করমর্দন করিয়া বলিলাম, 'তোমাদের গৃহের অফুরন্ত সুখ হয়ত তোমাদের গৃহের অতটুকু জগতে ধরিতেছিল না। রামধনুর মত তারই সাতটা রং আজ ছড়াইয়া দিলে তোমাদের এলাকা হইতে দূরতম দেশ আমার পাকিস্তানে। আমি ধন্য হইয়া চলিলাম তোমাদের স্নেহ-মমতার আনন্দ সলিলে অবগাহন করিয়া।' যে নোট বইয়ে ইহাদের ঠিকানা টুকিয়া লইয়াছিলাম, তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি। আর হয়ত এই সুন্দর দম্পতির সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ জীবনে

www.banglainternet.com

হইবে না। ইহার পরে কোরিয়ার রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ছেলেটিকে হয়ত যোগ দিতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে তাহার কি হইয়াছে কে জানে! যদি তার অশুভ কিছু ঘটিয়া থাকে তবে সরলমনা এই মেয়েটি সেই দুঃখ কিভাবে সহ্য করিতেছে কে জানে! আহা, এরূপ যেন না হয়। বড়ই ইচ্ছা করে ভাবিতে, তাহারা আজও সেই ছোট্ট ঘরটিতে তাহাদের খেলনা পুতুলগুলি লইয়া তেমনি খেলা করিতেছে। সুন্দর স্বপ্নের মত তাহাদের স্মৃতি কি এক বিষাদময় পুলকে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া তোলে।

আজ আমাদের লোক-সাহিত্য সভার শেষ দিন। দশটার সময় সভা শেষ হইবে। সাড়ে দশটায় আমি রওয়ানা হইব ওয়াশিংটনের পথে। কিন্তু সভা শেষ হইতে দেরী হইল। আমাকে একান্তে উঠিয়া আসিতে হইল। লোক-সঙ্গীত সভার সম্পাদিকা কুমারী মদ কার্পলিসের কাছে বিদায় লইয়া আসিতে পারিলাম না। ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ে কতভাবে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন ডাক্তার টমসন। তাঁর সুন্দরী স্ত্রী আর মেয়ে কতভাবে আমাকে আদর যত্ন করিয়াছেন। মিসেস টমসনের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমাদের লোক-সঙ্গীত সভার এত বড় দলটিতে কোথায় কার সুবিধা করিয়া দিলে তাহার দিনগুলি সে আরও সুন্দরভাবে ভোগ করিতে পারিবে সেই দিকে ছিল তাঁর সবচাইতে খেয়াল।

এঁদের কারো কাছে আমি বিদায় লইয়া আসিতে পারিলাম না।

আমি নীরবে সভা হইতে উঠিয়া গাড়ির কাছে আসিয়াছি। দেখি এলেন লোমাক্স আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সজল নয়নে বন্ধুকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, 'বন্ধু! তোমার দেশ আনন্দ ঐশ্বর্যের ইন্দ্রপুরী। মানুষের আয়াস আরামের বস্তুগুলি যাদুমন্ত্রের মত আসিয়া তোমাদের সেবার জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু যদি কোনদিন তোমাদের এই দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যার আরাম একঘেঁয়ে লাগে, এই বিলাস উপকরণের জীবনে যদি কোনদিন শ্রান্তি বোধ কর, সেদিনকার জন্য তোমার নিমন্ত্রণ রহিল আমাদের সুদূর পাকিস্তানে। তোমাদের অসংখ্য কলকব্জা, মোটর, উড়োজাহাজের দেশে বসিয়া যদি কোনদিন কোন সুন্দর স্বপ্নের জন্য তোমার মন লালায়িত হইয়া ওঠে, তখন তুমি আমাদের দেশে একবার চলিয়া আসিও। সেখানে হলুদ বর্ণ সরষে ক্ষেতের মাঝ দিয়া বাঁকা পথখানি কৃষাণের পর্ণ কুটীর হইতে নামিয়া আসিয়া অদূরে নদীতে যাইয়া মিশিয়াছে। সেই পথ দিয়া মাটির

www.banglainternet.com

কলসীটি কাঁখে লইয়া কৃষাণ-কুমারী পায়ের খাড়ু বাজাইয়া নদীতে জল আনিতে যায়। সরষে ক্ষেতের বনে মটর শিমের লতা তার শাড়ির আঁচল টানিয়া ধরিতে চায়, দু'ধার হইতে সরষে ফুলের গুচ্ছগুলি ঈষৎ হেলিয়া পড়িয়া তার সরষে ফুলের মত রঙিন অঙ্গে সুগন্ধের রেণু মাখাইয়া দেয় নদীর ঘাটে যাইয়া শূন্য কলসীতে জল ভরিতে সে অবাক হইয়া চাহিয়া দেখে; কোন উদাস রাখাল সামনের হিজল গাছটির উপর বসিয়া তার বাঁশের বাঁশীতে সুর পুরিয়া সমস্ত আকাশে বাতাসে ছড়াইতেছে আর হিজল গাছ হইতে রাশি রাশি রাঙা ফুল ঝরিয়া নদীর পানিকে রাঙা করিয়া দিতেছে, এমনি একটি দৃশ্যের জন্য যদি তোমার মন কোনদিন লালায়িত হয় তবে একবার আমাদের পাকিস্তানে তুমি আসিও।'

এলেন বলিল, 'নিশ্চয় যাইব তোমার দেশে। তোমার এই নিমন্ত্রণ একটা সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মনের অবচেতন কোণে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে কারুকার্য করিতে থাকিবে।'

আমার গাড়ি ছাড়িয়া দিল। সারাটি পথ দুই পাশের গাছপালা শস্যক্ষেত সকলের মধ্য হইতেই এলেনের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইতেছিলাম। এলেন যেন এই দেশে আমার প্রথম পরিচিতা সেই সুন্দরী এলিসেরই আর এক রূপ। সেই একই সুন্দর নানারূপে নানা দেহের পাত্রে আকর্ষণের অমৃত পুরিয়া আমার যাত্রাপথের আগে আগে চলিয়াছে।

www.banglainternet.com

ওয়াশিংটনের তরুণ খ্রীষ্টান সমিতি

ওয়াশিংটনে আসিয়া ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে স্থান লইলাম। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই খ্রীষ্টান তরুণ সম্প্রদায়ের হোস্টেল আছে। কলিকাতায় থাকিয়া আমি যখন এম. এ. পড়িতাম তখন মেছুয়া বাজারে ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলের বাসিন্দা ছিলাম। সেখানে দেখিয়াছি, এই হোস্টেলের ওয়ার্ডেন হইয়া যাঁহারা এদেশে আসিতেন, ছাত্রদের ভাল করিবার কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তাঁহাদের চোখেমুখে। হোস্টেলের কোথাও যাহাতে একবিন্দু ধূলি ময়লা জমা না হয়, স্নানের ঘর, পায়খানা যাহাতে পরিষ্কার থাকে সেইদিকে সকল সময় সজাগ দৃষ্টি। তাহা ছাড়া ছাত্রদের কোন উপকারে আসিতে পারিলে তাঁহারা যেন কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। একবার হোস্টেলে থাকিতে আমার জ্বর হইল। আমাদের হোস্টেলের ওয়ার্ডেন ম্যাকুউন সাহেব সব সময় আমার ঘরে আসিয়া আমাকে দেখাশুনা করিতেন। আমার শীত করিতেছিল। ম্যাকুউন সাহেব নিজের ব্যবহারের কম্বলটি আনিয়া আমার গায়ে জড়াইয়া দিলেন। আমাদের হোস্টেলের ছেলেরা কেহ মিথ্যা কথা বলিত না। হোস্টেলে একটি টেলিফোন ছিল। তার সামনে একখানা খাতা থাকিত। ছেলেরা টেলিফোন করিয়া সেই খাতায় নিজেদের নাম সহি করিয়া কে কত টেলিফোন করিত তাহা লিখিয়া রাখিত। মাসের শেষে ছাত্রেরা সেই অনুসারে টেলিফোনের বিল পরিশোধ করিত। কোন ছাত্র টেলিফোন করিয়া নিজের নাম সহি করে নাই এমন কখনও ঘটিত না। অনেক রাত্রে দেরীতে হোস্টেলে আসিয়া কোন ছাত্র দারওয়ানকে ঘুষ দিয়া নিজেকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিত না। অথচ আমাদেরই পাশে কারমাইকেল হোস্টেলে কত রকমের অনিয়ম অনাচার দেখিয়াছি। সেখানে এমন সুন্দর সুন্দর ঘরগুলি কি নোংরা করিয়া রাখা হইত! সিঁড়িতে মাসে একদিনও ঝাঁটা পড়িত কিনা সন্দেহ। ছেলেরা দেরীতে আসিয়া দেওয়াল টপকাইয়া হোস্টেলে প্রবেশ করিত;

www.banglainternet.com

অথবা দারওয়ানকে ঘুষ দিয়া দেরীতে খাতায় নাম সহি করার কাজ হইতে রেহাই পাইত। আমার মনে হয় আজও দুইটি হোস্টেলে পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের পূর্ব সুনাম ও অখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখিয়াছে।

অল্পের মধ্যে আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলের কথাই ধরা যাক না কেন। এই হলে তিন চারজন করিয়া হাউস টিউটর। তাঁদের উপরে আছেন প্রভোস্ট। কিন্তু মুসলিম হলের ভিতরে যাইয়া দেখিবেন এমন সুন্দর ঘরগুলি কি অপরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছে। সিঁড়িতে বারান্দায় ক্বচিৎ ঝাড়ুর আঘাত পড়ে। হলের বারান্দায় হাউস টিউটরদের পালিত গরুগুলি স্বেচ্ছায় ঘুরিয়া ফিরিয়া মল-মূত্র ত্যাগ করে। হাঁস, মুরগি, বক্‌রির উৎপাতের কথা নাই বলিলাম।

প্রত্যেক হলে অনেকগুলি বেতনভুক্ত মালী আছে। হোস্টেল সংলগ্ন ডাল ভাঙ্গা পাতা ছেঁড়া দু'একটি অতি পুরাতন পুষ্পবৃক্ষ তাদের কর্তব্য-পরায়ণতার সাক্ষ্য দেয়।

হোস্টেলের খাবার ঘরগুলির কথা নাই বলিলাম। এখানে আসিয়া খাদ্যবস্তু মুখে তোলা ত দূরের কথা, দুপুরবেলা খাবার টেবিলগুলি হইতে যে মনোমুগ্ধকর গন্ধ স্বতঃউৎসারিত হয় তাহার মহামহিমায় পেটের বত্রিশ নাড়ী আলোড়িত হইয়া থাকে। আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলাম তখন এই অনাচারের কিছুটা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাকে পরাজিত হইতে হয়। আমার জাতের ভবিষ্যৎ যাঁহারা গড়িয়া তুলিবেন, দুইদিন পরে এই দেশের ন্যায়দণ্ড যাঁহাদের মুষ্টির মধ্যে আসিবে, তাঁহাদের জীবন এমনই অসুবিধার মধ্যে কাটিতেছে। শুধু ইংরেজকে গাল দিলে কি হইবে, আজ তো আমরা স্বাধীন হইয়াছি। ইংরেজ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের ছাত্রাবাসগুলি সেই পূর্বের নোংরা অবস্থা হইতে কি এতটুকুও মুক্ত হইয়াছে?

যাক্ এসব কথা। ওয়াশিংটনের এই হোস্টেলে একদিন ডাঃ গ্রাহাম্ বক্তৃতা করিতে আসিলেন। তখন ত জানিতাম না, এই গ্রাহাম সাহেবই একদিন আমাদের কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এদেশে আসিবেন। আমি পাকিস্তান হইতে সদ্য আগত বলিয়া বক্তৃতার প্রারম্ভে

www.banglainternet.com

ওয়াই. এম. সি. এ'র কর্তৃপক্ষ আমাকে সমবেত লোকের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিলেন। আমি দাঁড়াইয়া তাঁহাদের অভিবাদন করিলাম। তাঁহারা করতালি দিয়া আমাকে প্রত্যাভিবাদন জানাইলেন। ডাঃ গ্রাহাম তখনকার রাজনৈতিক অবস্থার জটিল সমস্যাবলীর আলোচনা করিলেন। কোরিয়া যুদ্ধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে সমস্ত জগৎ পুড়িয়া কি করিয়া বর্তমান সভ্যতার শেষ হইতে পারে তাহার কথাও বলিলেন।

www.banglainternet.com

মিঃ আয়ার

বক্তৃতা শেষ হইলে ওয়াই. এম. সি. এ'র কর্তৃপক্ষ আমাকে ডাঃ গ্রাহামের সঙ্গে পরিচিত করাইয়া দিলেন। তিনি আমার সঙ্গে করমর্দন করিয়া আমার হাত টানিয়া লইয়া পার্শ্ববর্তী এক ভারতীয় ভদ্রলোকের হাতের সঙ্গে মিলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, 'আমরা চাই, আপনাদের দুইজনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হোক।'

ভদ্রলোকের নাম মিঃ আয়ার, মাদ্রাজ হইতে ব্যবসায় উপলক্ষে এদেশে আসিয়াছেন। ডাঃ গ্রাহাম আমাদিগকে বলিলেন, 'আপনাদের দেশে জাতিভেদের অবস্থা কেমন?' আমি ডাঃ গ্রাহামের প্রশ্নটি লুফিয়া লইয়া বলিলাম, 'আমাদের পাকিস্তানে জাতিভেদের সমস্যা একেবারেই নাই। পাকিস্তানের জনসংখ্যার অধিকাংশই মুসলমান। আমাদের ধর্ম জাতিভেদ মানে না। সুতরাং আমাদের দেশের অনুন্নত সম্প্রদায়ের হিন্দুরা বর্ণ হিন্দুদের মত সমমর্যাদা উপভোগ করে।'

ডাঃ গ্রাহাম তখন মিঃ আয়ারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। আয়ার সাহেব বলিলেন, 'আগে আমাদের দেশে জাতিভেদের বহু অত্যাচার ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা পাইয়া এখন আমরা জাতিভেদকে সমূলে উৎপাটিত করিয়াছি। আমাদের মহাত্মা গান্ধী হরিজনদের উন্নয়নের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। আমাদের মহামন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহরুও জাতিভেদ মানেন না।' ডাঃ গ্রাহাম মিঃ আয়ারের কথা শুনিয়া বলিলেন, 'এতে অল্প দিনের মধ্যেই যে ভারত জাতিভেদের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছে তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।'

মিঃ আয়ারের সঙ্গে আলাপ করিতে করিতে রাস্তায় খানিকদূর অগ্রসর হইলাম। আমি বলিলাম, 'বিদেশে বিভূঁয়ে এতদূর আসিয়া আমাদের বাড়ির কাছেরই একজন লোকের সঙ্গে পরিচিত হইয়া বড়ই খুশী হইলাম।'

www.banglainternet.com

মিঃ আয়ার হঠাৎ তাঁহার আলাপের সূত্র পরিবর্তন করিয়া চোখ গরম করিয়া আমাকে বলিলেন, 'আপনি এমন অভদ্রের মতো আমার আগেই ডাঃ গ্রাহামের প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলেন কেন? তিনি ত আপনাকে জাতিভেদের কথা জিজ্ঞাসা করেন নাই।' আমি বলিলাম, 'তিনি আমাদের দুইজনকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেইজন্যই আমি উত্তর দিয়াছিলাম। আপনি যে ভাবে ডাঃ গ্রাহামের কাছে জাতিভেদহীন কল্পিত ভারতের বর্ণনা দিলেন, আমি অনায়াসে তাহার সমালোচনা করিতে পারিতাম। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেই তাহা করি নাই। অথচ প্রথম পরিচয়েই আপনি প্রকারান্তরে আমাকে অভদ্র বলিয়া গালি দিলেন। হিন্দুস্থানে আমার শত শত হিন্দু বন্ধু আছেন, তাঁহাদের ব্যবহার কত সুন্দর।' তিনি আবার আমাকে বলিলেন, 'ভারতবর্ষকে আপনি হিন্দুস্তান বলিতেছেন কেন? জানেন এটা একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র?'

আমি বলিলাম, 'নিশ্চয় জানি। ভারতবর্ষকে হিন্দুস্তানও বলা হয়। শত শত কবি এই দেশকে হিন্দুস্তান বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, পারেন ত তাহাদের সঙ্গে যাইয়া ঝগড়া করুন। আলাপের প্রথম সূত্রেই যখন আপনার সঙ্গে বনিতেছে না, তখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াই আমাদের পক্ষে মঙ্গল। আদাব বলিয়া ভদ্রলোকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

www.banglainternet.com

আমেরিকাবাসীর বদান্যতা

পথে বাহির হইয়া মনে করিলাম, আজ পাকিস্তানের এম্বেসিতে যাইয়া সকলের সঙ্গে পরিচিত হইব। পথ চলিতে চলিতে এক ভদ্রলোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনি দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিবেন, পাকিস্তানের এম্বেসি কোন্ পথে যাইব?' তিনি আমাকে পথ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সোজা এই পথে যাইবেন, তারপর তিনটি রাস্তা, তার প্রথমটি দিয়া খানিক যাইয়া বামে ঘুরিবেন ইত্যাদি। আমি তাহার বর্ণনা অনুযায়ী কিছুতেই আমার গন্তব্যস্থান স্থির করিতে পারিতেছিলাম না। ভদ্রলোক পূর্বের কথা আরও ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে বুঝাইতেছিলেন। তাহাও ভাল মত বুঝিতে পারিতেছিলাম না।

তখন তিনি একটি ট্যাক্সি ডাকিয়া আমাকে তাহাতে উঠিয়া বসিতে বলিলেন এবং ট্যাক্সিওয়ালাকে আমার গন্তব্যস্থান বলিতে বলিতে পকেট হইতে প্রায় সাতটি টাকা বাহির করিয়া তাহাকে অগ্রিম ভাড়া দিয়া দিলেন। আমি তাঁহার হাত ধরিয়া কত অনুনয়-বিনয় করিলাম। ট্যাক্সি ভাড়া দিতে আমার কোনই অসুবিধা হইবে না। আপনি টাকা ফিরাইয়া লউন। কিন্তু কিছুতেই তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। আমিও তাঁহাকে ছাড়ি না। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি ভাড়া দিয়া দিয়াছি। এখন আপনি ইচ্ছা হইলে যাইতে পারেন, না ইচ্ছা হইলে না যাইতে পারেন। আমি তাহার নিকট হইতে ভাড়া ফিরাইয়া লইব না।' তখন অগত্যা গাড়ীতে চড়িয়া বসিলাম। কৃতজ্ঞতায় নয়ন অশ্রুসজল হইল্। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইন দুইটি মনে পড়িল–

'ঘরে ঘরে আছে পরমাত্মীয়–
সেই ঘর লব চিনিয়া।'

সেই ভদ্রলোকের নামধাম জানি না। কিন্তু তাঁহার সেই মহানুভবতার

www.banglainternet.com

কথা কিছুতেই ভুলিতে পারি না। তিনি হয়ত জীবন ভরিয়া এইভাবে পরের উপকার করিয়াই বেড়ান। তাঁর সবগুলি গল্পই যদি জানিতে পারিতাম!

পাকিস্তান এম্বেসিতে আসিয়া সেখানকার শিক্ষা-বিভাগের বড় কর্তার সঙ্গে আলাপ হইল। অধুনা ঢাকার রিজিওন্যাল ডিরেক্টর মিঃ আনছারির সঙ্গেও পরিচয় হইল। তিনি আমাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু সময় অভাবে তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

এরপর গেলাম পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মিস্টার ইস্পাহানীর সঙ্গে দেখা করিতে। কলিকাতায় মিস্টার ফজলুল হক সাহেবের বাড়িতে কতবার তাঁহার সঙ্গে পরিচয় হইয়াছে। সেই পূর্বের মতই তিনি সহাস্যভাবে আমাকে গ্রহণ করিলেন। তখন কোরিয়ার যুদ্ধ উপলক্ষ্য করিয়া এ দেশের নানা সংবাদপত্রে পূর্ব এশিয়ার মানচিত্র প্রকাশিত হইতেছিল। সেই মানচিত্র শুধু যুক্ত-ভারতবর্ষের; এই দেশ যে খণ্ডিত হইয়া পাকিস্তান ও ভারতে পরিণত হইয়াছে, ইহা কোন মানচিত্রেই দেখান হয় নাই। মিস্টার ইস্পাহানী এই বিষয়ে ওদেশের খবরের কাগজগুলিতে নোট লিখিতেছিলেন।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'এদেশে অল্পদিন ভ্রমণেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি, এইদেশে বহু লোকই পাকিস্তানের নাম পর্যন্ত শোনে নাই। ভারত হইতে প্রতি বৎসর বহু ছাত্র, ব্যবসায়ী ও শিক্ষক আসিয়া নানাভাবে নিজেদের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য করিয়া থাকেন। অথচ দেড় মাস এই দেশে আমি সফর করিতেছি, ইহার মধ্যে আজ মাত্র আমাদের দূতাবাসে আসিয়া কয়েকজন পাকিস্তানীর সঙ্গে দেখা হইল। আপনি হয়ত তাহাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তি।'

মিঃ ইস্পাহানী মৃদু হাসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ইহার প্রতিকারে আপনি কি করিতে চাহেন?'

আমি বলিলাম, 'আপনি আমাদের গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করুন প্রতি বৎসর বহুসংখ্যক ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া এই দেশে পাঠাইতে। আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার মতামতের উপর পাকিস্তানের অনেক ভাল-মন্দ নির্ভর করে। পাকিস্তান হইতে বহু ছাত্র এই দেশে আসিবেন। তাহারা শুধু এই দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিয়া দেশের মান-সম্ভ্রমই বাড়াইবেন

www.banglainternet.com

না যতদিন তাঁহারা এই দেশে থাকিবেন, এই দেশের ঘরোয়া ও বহুবিধ সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া যথাস্থানে পাকিস্তানের মর্মকথাটি প্রকাশ করিতে পারিবেন। এদেশে তাঁহাদের ব্যক্তিগত বন্ধুরাও ভবিষ্যতে সমস্ত পাকিস্তানের বন্ধু হইয়া পড়িবেন। ইহাদের চেষ্টায় পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের স্বপক্ষে যে প্রচারকার্য হইবে এদেশে অন্যভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়াও সেই প্রকারকার্য হইবে না।'

মিঃ ইস্পাহানী হাসিয়া বলিলেন, 'আমি পাকিস্তান গভর্নমেন্টকে এই কথা বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়া গিয়াছি। আপনার বন্ধু ফজলুর রহমান সাহেব শিক্ষামন্ত্রী। আপনি তাঁহাকে এই কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন।'

আমি উত্তর করিলাম, 'আমি শুধু তাঁহাকে বলিব না, দেশে যাইয়া আমি আমার ভ্রমণ-কাহিনী লিখিব। আর সেই ভ্রমণ-কাহিনীর মাধ্যমে এই কথা আমি আমার সকল দেশবাসীকে বলিব।'

মিস্টার ইস্পাহানীর নিকট হইতে বিদায় নিলাম। বহুদিন পরে নিজের দেশের কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে এমন আন্তরিকতাপূর্ণ আলাপে হৃদয়ের কোণ কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

www.banglainternet.com

চার্লী সিগার

পরের দিন গেলাম মিঃ চার্লী সিগারের বাড়িতে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণে। মিঃ সিগারের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল ইন্ডিয়ানার লোক-সঙ্গীত সম্মেলনে। এই ভদ্রলোক শুধু বয়সেই বৃদ্ধ নহেন। সঙ্গীত-কলা বিষয়ে এত জ্ঞান বোধহয় পৃথিবীর খুব কম লোকেরই আছে। কিন্তু সেই জ্ঞান তাঁহাকে অপর লোক হইতে একটি অহঙ্কারের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ করায় নাই। সব বয়সের সব লোকেরই সঙ্গে এমন সমানে মিশিতে খুব কম লোককেই দেখিয়াছি। কাহারও সঙ্গে পরিচিত হইলে তিনি তাঁহাকে মিঃ সিগার বলিবার অবসর দেন না। আলাপের সূত্র ধরিয়া তিনি এমন একটি চির পরিচয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে, প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই যে কেহ তাঁকে নিজ নাম চার্লী বলিয়াই সম্বোধন করে। এমনকি তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত তাঁহাকে চার্লী বলিয়া সম্বোধন করে। তারাও যেন চার্লীর বন্ধু।

ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়েও দেখিয়াছি, নদীতে বা লেকে সাঁতারু দলের আগে চার্লী পানি ছিটাইয়া হৈ-হল্লা করিয়া নানারকমের বন্ধুদের মধ্যে চমৎকার মিশ খাইয়া গিয়াছে। বন-ভোজনের দিনে চার্লীকে কেন্দ্র করিয়া সকলে নানারূপ গল্প-গুজব করিতেছে। এমন একটি সদানন্দময় মানুষ জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। সেই চার্লীর বাড়িতে নৈশ-ভোজনের নিমন্ত্রণে চলিলাম।

চার্লী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন। প্রথম পক্ষের স্ত্রী পাঁচ-ছয়টি ছেলেমেয়ে রাখিয়া মারা গিয়াছেন। চার্লীর দ্বিতীয়া স্ত্রী চার্লীর ছাত্রী ছিলেন, তাঁহার কাছে গান শিখিতেন। বুঝিতে পারিলাম, এই মহিলা প্রতিভার কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

চার্লীর বাড়িতে আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা নৈশ-ভোজনে বসিলাম। চার্লির ছেলেমেয়েরা, তাঁর স্ত্রী, আর একটি মহিলা আমাদের সঙ্গে আহার

www.banglainternet.com

করিলেন। আহারের পর আরম্ভ হইল গান। চার্লী আর তাঁর ছেলেমেয়েরা, তাঁর স্ত্রী আর নবাগত মহিলাটি নানা দেশের গ্রাম্যগান আরম্ভ করিলেন। সে কি গান! একই সঙ্গে যেন অতীত, বর্তমান, আর ভবিষ্যৎ যার যার সমস্ত ভাব-সম্পদ মিশাইয়া এক অপূর্ব রসের সৃষ্টি করিল। চার্লী সুদীর্ঘ জীবনের সমস্ত সম্পদ নানা বয়সের তরুণ-তরুণীদের ভাব-সম্পদের সঙ্গে মিশিয়া এক অপূর্ব সুর-লহরী বিস্তার করিতে লাগিল।

আমাদের দেশের মুর্শীদা গানে অথবা কীর্তন গানের আসরে এরূপ ভাবসমাবেশ ক্বচিৎ হইয়া থাকে। আমি বিদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা ভুলিয়া গেলাম। আমার মনে হইতে লাগিল আমিও যেন তাহাদের একজন হইয়া সেই সুর-লহরীর সঙ্গে যোগ দিয়াছি। এ যেন আমারই গান তাহাদের কণ্ঠস্বরে মিশাইয়া নূতন করিয়া উপভোগ করিতেছি। কত দেশে ঘুরিলাম। কোন দেশের গানই এমন করিয়া ভাল লাগিল না।

রাত প্রায় একটা বাজিল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও গানের আসর ভাঙ্গিল। কারণ আমাকে দূরে ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে যাইতে হইবে। চার্লীর পরিবারের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে রওয়ানা হইলাম। চার্লীর স্ত্রী আমার সংগৃহীত কতকগুলি গ্রাম্যগানের স্বরলিপি তৈরি করিয়া দিবেন কথা দিলেন।

ইতিপূর্বে তিনি আমার বন্ধু এলেন লোমাক্সের সংগৃহীত কতকগুলি গ্রাম্যগানের স্বররিপি তৈরি করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। শুনিতে পাইলাম, এই মহিলা গত বছর এন্তেকাল করিয়াছেন। বৃদ্ধ চার্লী এই শোক কিভাবে সহ্য করিতেছেন জানি না। খোদা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিন।

www.banglainternet.com

বৃদ্ধ দম্পতি

সকাল বেলা বাহির হইলাম ওয়াশিংটনের চিত্রশালা দেখিতে, কিন্তু পথে যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি চিত্রশালা কোথায় কেহই বলিতে পারে না। রাস্তার ধারে একটি মোটরগাড়িতে এক বৃদ্ধ-দম্পতি বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমি ওয়াশিংটনের চিত্রশালা দেখিতে যাইব; কোন্ পথে যাইব, যদি আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দেন বড়ই খুশী হইব।' বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি সস্নেহে আমাকে বলিলেন, 'চিত্রশালা ত এখান হইতে অনেক দূরে, আপনি কি এদেশের পথ-ঘাট চেনেন? কতদিন এদেশে আসিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'আমি এদেশে নবাগত। পথ-ঘাট চিনি না, কিন্তু আপনি যদি আমাকে পথের নির্দেশ বলিয়া দেন আমি সেখানে যাইতে পারিব।' বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি তাঁর স্ত্রীকে বলিলেন, 'আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে আমরা কি এই যুবকটিকে চিত্রশালায় পৌঁছাইয়া দিতে পারি?' বৃদ্ধা মহিলাটি বলিলেন, 'নিশ্চয়ই'। তখন সেই ভদ্রলোকটি আমাকে বলিলেন, 'আপনি যদি এখানে বিশ মিনিট অপেক্ষা করেন, তবে আমরা আপনাকে চিত্রশালায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসতে পারি। আচ্ছা আপনি মধ্যাহ্ন ভোজন করিবেন কোথায়?' আমি বলিলাম, 'কোথাও কোনও হোটেল বা রেস্টুরেন্ট পাইলে সেখানে খাইয়া লইব।' ভদ্রলোক বলিলেন, 'সামনের হোটেলে ভাল রান্না করে, কিন্তু ওদের চার্জ একটু বেশি। আমরা সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন করিব।' আমি বলিলাম, 'হোটেলের চার্জ কিছু বেশি দিতে আমার আপত্তি নাই। আহারের সময় আপনাদের মধুর সঙ্গলাভ করিতে পারিব ইহাই আমার মস্ত সৌভাগ্য।'

হোটেলে ঢুকিয়া কিভাবে কোথা হইতে থালা-গেলাস লইয়া কোথায় যাইয়া লাইন করিয়া দাঁড়াইতে হয় ভদ্রমহিলা আমাকে শিখাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের সঙ্গে থালা-গেলাস লইয়া লাইন করিয়া দাঁড়াইলাম, আস্তে

www.banglainternet.com

আস্তে আমরা আগাইয়া যাইয়া এক স্থানে দেখিতে পাইলাম, কয়েকজন মহিলা নানারকমের খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছেন। তাহার নিকট হইতে ইচ্ছামত খাবার কিনিয়া আমরা একটি টেবিলে বসিয়া খাবারগুলি খাইলাম। খাইতে খাইতে তাঁহাদের সঙ্গে অনেক কথা হইল। আমি সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা পার্ল বাকের সঙ্গে দেখা করিতে চাই বলিতে ভদ্রমহিলা বলিলেন, 'তিনি আমার বন্ধু, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে আমার কথা বলিবেন।'

আহারের পর সেই ভদ্রলোকটি বলিলেন, 'আপনি ওয়াশিংটনে কোথায় কোথায় গিয়াছেন, কি কি জিনিস দেখিয়াছেন?' আমি বলিলাম, 'বিশেষ কিছু দেখি নাই। কয়দিনই বা আমি এখানে আসিয়াছি।' ভদ্রলোক তখন বলিলেন, 'আসুন আপনাকে আমরা ওয়াশিংটন শহরের কিছুটা দেখাইয়া দেই।' আমি বলিলাম,'না, না, আপনি এইমাত্র আহার করিয়া উঠিয়াছেন, আপনারা এখন হয়ত বিশ্রাম করিবেন, আমাকে লইয়া এই দুপুরের রৌদ্রে কি করিয়া সারা শহর ঘুরিবেন! এ কখনই হইতে পারে না।' ভদ্রমহিলাটি তখন অতি স্নেহের সঙ্গে উত্তর করিলেন, 'আমরা রোজ মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে খানিকটা বেড়াই। আমাদের বেড়ানও হইবে, আপনাকে শহরটাও দেখান হইবে।' ভদ্রমহিলার স্নেহময় ব্যবহারে শিশুর মত তাঁহার কথায় ভুলিয়া গেলাম। আজ বুঝিতেছি তিনি আমাকে সুখী করিবার জন্যই এ কথা বলিয়াছিলেন।

তাঁহারা আমাকে গাড়িতে বসাইয়া প্রায় দুই ঘন্টা সমস্ত ওয়াশিংটন শহর ঘুরিয়া দেখাইলেন। এইখানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, এইখানে আমাদের স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি, এইখানে ওয়াশিংটনের সর্বশ্রেষ্ঠ বাজার, এইখানে পটোম্যাক নদী, এইখানে আমাদের প্রেসিডেন্টের বাড়ি ইত্যাদি কত স্থান তাঁহারা আমাকে দেখাইলেন। তাহার পর প্রায় ঘন্টা দুই পরে আমাকে ওয়াশিংটনের চিত্রশালার দরজায় আনিয়া নামাইয়া দিলেন। বিদায়-অভিবাদন করিবার সময় আমার মত এই বৃদ্ধ দম্পতির নয়নেও অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছিল। ইঁহারা আমার কে? কেন এমন স্নেহ দিয়া, মমতা দিয়া চিরজনমের মত আমাকে বাঁধিয়া গেলেন? আর ত কোনদিনই তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে না, অনন্ত অজানার মধ্যে তাঁহারা হারাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মনের নিভৃত পটে মাঝে মাঝে তাঁহারা আসিয়া উদয় হন।

www.banglainternet.com

বিকালবেলা গেলাম ওয়াশিংটনের এক্ষি থিয়েটার দেখিতে। একটি পার্কের মধ্যে খোলা জায়গায় এই বিরাট রঙ্গমঞ্চ। উপরে কোনই আচ্ছাদন নাই। এখানে প্রায় বিশ-একুশ হাজার লোক একসঙ্গে বসিয়া অভিনয় দেখিতে পারে। সেদিন অভিনয়ের বিষয়বস্তু ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের জীবন-কাহিনী। পাকিস্তানে যেমন আমাদের 'কায়েদে আযম জিন্নাহ' আমেরিকায়ও তেমন জর্জ ওয়াশিংটন। আমেরিকাবাসীরা এমন করিয়া আর কাহাকেও শ্রদ্ধা করেন না।

এই নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিলেন কমপক্ষে তিন হাজার লোক, অভিনয়ের স্থানটি যথেষ্ট প্রশস্ত। কোন প্রকার সিন্-সিনারী নাই। মঞ্চের একপাশে আলো বিকীর্ণ করিয়া একটি দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে। অপরদিকে অন্ধকারে অন্য দৃশ্যের জন্য তোড়জোড় হইতেছে। আগের দৃশ্যের অভিনয় শেষ হইলে সেই স্থানে আলোক ফেলিয়া আবার অভিনয় আরম্ভ হইতেছে।

এইভাবে মঞ্চের উপর মুহূর্তে ঘর-বাড়ি তৈয়ার হইতেছে, মুহূর্তে প্রমোদ-উদ্যান রচিত হইতেছে। এই সুষ্ঠু অভিনয়ের জন্য কত শত শত লোক যে নিপুণভাবে পরিশ্রম করিতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। একটি দৃশ্যে আমেরিকার একটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিনয় হইল। ইহাতে প্রায় হাজার দেড়েক লোক অভিনয় করিল। এই দৃশ্যে কত লোক মরিল, কত ঘর-বাড়ি জ্বলিল। সমস্ত কিছু যেন জীবন্ত বলিয়া মনে হইল। এই বিরাট রকমের অভিনয়কার্য কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্ভবপর নহে। আমেরিকার রাষ্ট্র এই অভিনয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন। যিনি জর্জ ওয়াশিংটনের ভূমিকায় অভিনয় করিলেন, তাঁহার অভিনয় খুব সুন্দর হইয়াছিল। সেই সঙ্গে নাম করিতে হয় জর্জ ওয়াশিংটনের নিগ্রো চাকরের ভূমিকায় যিনি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ভূমিকায় জর্জ ওয়াশিংটনের অনুকরণে তিনি অন্যান্য চাকরদের মধ্যে ঘোরাফেরা করিতেছিলেন অথবা কথাবার্তা বলিতেছিলেন তখন দর্শকদের মধ্যে আনন্দের তুফান উঠিতেছিল। কিন্তু কাহার কেমন অভিনয় হইতেছিল তার চাইতে আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল বিভিন্ন দৃশ্যের

www.banglainternet.com

সুষ্ঠু পরিচালনা দেখিয়া। এই বিরাট নাট্যের অভিনয়ে কত সহস্র লোকের কতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অভ্যাস নিহিত আছে, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। নাটক দেখিতে দেখিতে কেবল আমার মনে হইতেছিল- আমাদের কায়েদে-আযমের জীবনী লইয়াও এমন একটি বিরাট নাটক রচনা করা যায়। কিন্তু কোথায় সেই নাট্যকার? কোথায় সেই বিরাট সুরকার? কে এই বিরাট পরিকল্পনাকে সংগঠনী শক্তির সাহায্যে জীবন্ত করিয়া তুলিবে?

www.banglainternet.com

ওয়াশিংটন লাইব্রেরী

পরের দিন ওয়াশিংটন লাইব্রেরী দেখিতে গেলাম। প্রথমে গেলাম গ্রাম্যগান সংগ্রহ বিভাগে। বহু লোক গ্রাম্যগান সংগ্রহ করিয়া এখানে আনিয়া জড় করিয়াছেন। লাইব্রেরীর বেতনভুক্ সংগ্রাহকেরাও বহু গান সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংগ্রহের মধ্যে দেখিলাম আমার বন্ধু এলেন লোমাক্স আর তাঁর পিতার সংগ্রহই বোধহয় সবচাইতে বেশি।

লাইব্রেরীর লোকেরা এই গানগুলিকে নানারকমের ক্যাটালগে সাজাইয়াছেন। প্রত্যেক সংগ্রাহকের নামে, প্রত্যেক গানের প্রথম লাইন লইয়া, প্রত্যেক গানের বিষয়বস্তু লইয়া বহু প্রকারের ক্যাটালগ তাহারা তৈরি করিয়াছেন। ইহাতে কোন গান খুঁজিয়া বাহির করিতে বেগ পাইতে হয় না। যে যে গান লাইব্রেরী কমিটি খুব দরকারী মনে করিয়াছেন, সেগুলি তাহারা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছেন। লাইব্রেরীর নিজস্ব রেকর্ড বিভাগ হইতে বহু গান রেকর্ড করা আছে। দরকার হইলে কেহ যে কোন রেকর্ড ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। ইহা ছাড়া টেপের উপরও বহু গ্রাম্যগান রেকর্ড করা আছে।

সাধারণ পাঠাগারে যাইয়া দেখিলাম, এক তাজ্জব ব্যাপার। বিরাট লাইব্রেরীর স্থানে স্থানে কর্মচারীরা বসিয়া আছেন। যে বই তোমার পড়িবার ইচ্ছা, এক টুকরা কাগজে তাহার নাম লিখিয়া সেই কর্মচারীদের কাহারো হাতে দাও। তিনি সেই কাগজের টুকরাটি একটি ছোট বাক্সে পুরিয়া ইলেকট্রিক তারের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিবেন। কতক্ষণ পরে নির্দিষ্ট বইগুলি বাক্সবন্দি হইয়া ইলেকট্রিকের তারে ঝুলিয়া সেই কর্মচারীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তোমাকে বইগুলি দিয়া দিবেন। তোমার পড়া শেষ হইলে বইগুলি পূর্বোক্তভাবে ইলেকট্রিক তারে সওয়ার হইয়া যথাস্থানে চলিয়া যাইবে। বইগুলি যে আলমারিতে ছিল সেখানকার কর্মচারীরা বাক্স হইতে বইগুলি তুলিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেন।

www.banglainternet.com

এই লাইব্রেরীতে প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্য দেশের কোন শ্রেষ্ঠ লেখককে একটি পুরস্কার দেওয়া হয়। তিনি প্রতিদিন নির্দিষ্ট কোন সময়ে লাইব্রেরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার কাজ হইল সমবেত লেখকদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা এবং দরকার হইলে তাঁহাদের নিজ কণ্ঠে তাঁহাদের রচনা রেকর্ড করাইয়া রাখা।

১৯৫০ সনে কুমারী এলিজাবেথ এই পুরস্কার পাইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আমার বারবার অনুরোধে কতই লজ্জিত হইয়া অতীব সঙ্কোচের সঙ্গে এই মহিলা তাঁর দুই একটি কবিতা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। কবির কণ্ঠে কবির কবিতা শুনিয়া বড়ই ভাল লাগিল। আমার 'নক্‌সী-কাঁথার মাঠ' পুস্তকের ইংরেজি অনুবাদখানাও তাঁহাকে দেখাইলাম।

www.banglainternet.com

এজরা পাউন্ড

আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি এজ্‌রা পাউন্ডের সঙ্গে আমি দেখা করিতে চাই শুনিয়া তিনি বড়ই খুশী হইলেন। তিনি মিঃ পাউন্ডের স্ত্রীর টেলিফোনের নম্বর আমাকে দিলেন। আর বলিলেন, 'মিঃ পাউন্ড এখন মানসিক হাসপাতালে আছেন। জার্মান যুদ্ধে তিনি বিপক্ষীয় দলে কি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে নজরবন্দি করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সামান্য মানসিক ব্যাধি থাকায় তিনি এখন এলিজাবেথ হাসপাতালে অবস্থান করিতেছেন।' বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে নৈশভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি বলিলাম, 'কাল আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। সুতরাং আপনার নিমন্ত্রণ রাখা সম্ভব হইবে না।' তিনি বলিলেন, 'তবে ত আপনার সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করা হইল না। আচ্ছা এক কাজ করা যাক। আপনার ট্রেন ত সেই বিকাল আড়াইটার সময়। আপনি ১টার সময় স্টেশনে আসিবেন। ওখানেই একটা ভাল হোটেল আছে, সেখানে আমরা দুইজনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিব।'

ওয়াই. এম. সি. এ. হোটেলে আসিয়া এজরা পাউন্ডের স্ত্রী মিসেস পাউন্ডের সঙ্গে টেলিফোনে আলাপ করিলাম। আমি তাঁকে বলিলাম, 'আমাদের দেশে আপনার স্বামীর শত শত অনুরাগী ভক্ত আছেন। আমি যদি মিঃ পাউন্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি বড়ই আনন্দিত হইব। আর আমার এই সাক্ষাতের কথা আমার দেশে তাঁর ভক্তমণ্ডলীকে বলিব।' শুনিয়া মিসেস পাউন্ড বড়ই খুশী হইলেন। তিনি উত্তর করিলেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা করিতে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে হয়। ইহা সময়-সাপেক্ষ।' আমি বলিলাম, 'কালই আমি ওয়াশিংটন হইতে চলিয়া যাইব। সুতরাং কাল সকালে যদি আপনি সাক্ষাতের বন্দোবস্ত করিতে পারেন বড়ই ভাল হয়।' তিনি বলিলেন,'আমি চেষ্টা করিব।'

www.banglainternet.com

রাত্রে মিসেস পাউন্ড আমাকে টেলিফোনে জানাইলেন, 'আমার স্বামীর সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিয়াছি। তিনি মানসিক হাসপাতালে বড়ই নির্জন জীবন যাপন করিতেছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করিলে তিনি বড়ই খুশী হইবেন। আপনি অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়া যাইবেন।'

পরদিন সকালে বহু পথ অতিক্রম করিয়া সেন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড পার্কের মধ্যে হাসপাতাল। কত রকমের পাগলই সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কাহারো পায়ে শিকল বাঁধা। তাহারা নানা ইশারা করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। অতি ভয়ে ভয়ে পথ চলিতেছিলাম। কি জানি কোন্ পাগল আসিয়া আমাকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসে। দারওয়ানের নির্দেশ মত একটি কক্ষে যাইয়া অপেক্ষা করিয়া বসিলাম। আমার খবর লইয়া এক ব্যক্তি মিঃ পাউন্ডের নিকট গমন করিল। বসিয়া বসিয়া কত কি মনে হইতে লাগিল। দেশে থাকিতে এজরা পাউন্ডের কিছু কিছু কবিতা পড়িয়াছিলাম। ওয়াশিংটন লাইব্রেরীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের পুরস্কার একবার টি. এস. ইলিয়টকে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব হয়। টি. এস. ইলিয়ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন, এই পুরস্কার যেন আমাকে না দিয়া মিঃ এজরা পাউন্ডকে দেওয়া হয়। কারণ এজরা পাউন্ডের কবিতাগুলি ভাল বলিয়াই আমার মনে হয়। আজ অর্থাভাবের জন্য আমার চাইতে এজরা পাউন্ডের এই পুরস্কার পাইবার বেশি প্রয়োজন।' সুতরাং ইলিয়টের প্রস্তাব অনুসারে ওয়াশিংটন লাইব্রেরীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার সেবার এজরা পাউন্ডকে প্রদান করা হয়। ইহাতে টি. এস. ইলিয়টের কি অপূর্ব মহানুভবতা প্রকাশ পায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের মনোবৃত্তি লইয়া তুলনা করা যাইতে পারে। ইহার পরে এজরা পাউন্ড বহু কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া বিশ্বের সমালোচক-মহলে আপনার বিশিষ্ট আসন প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ আর তাঁর কবি-প্রতিভার ভবিষ্যৎ লইয়া টি. এস. ইলিয়টের মতো ব্যক্তির কোনো সঙ্কোচ করিবার প্রয়োজন নাই।

কিছুক্ষণ পরে বগলে, হাতে অসংখ্য পুঁথি-পুস্তক লইয়া এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আসিয়া আমার সঙ্গে পরিচিত হইলেন। ইনিই এজরা পাউন্ড। কত স্নেহের সঙ্গেই তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন। যেন কতকালের পূর্ব পরিচিতির ছাপ

www.banglainternet.com

তাঁর সমস্ত ব্যবহারে লাগিয়া রহিয়াছে। সেই সময়ে তিনি চীনের বিখ্যাত মনীষী কনফিউসিয়াসের গ্রন্থ অনুবাদ করিতেছিলেন। তাহার একখণ্ড কলিকাতা হইতে বুদ্ধদেব বসু ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন। সামান্য দুই চারিটি কথার পরে মিঃ পাউন্ড আমাকে তাঁর সেই বিরাট অনুবাদগ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিপূর্বে কনফিউসিয়াসের অনুবাদে আর আর অনুবাদকেরা কোথায় কি ভুল করিয়াছেন, তাহাও তিনি আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, 'আমাকে অল্প সময়ের মধ্যেই চলিয়া যাইতে হইবে। আমি আসিয়াছি আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে। আপনার বিষয়ে কিছু জানিতে। আমার দেশে আপনার কবিতার বহু অনুরাগী আছে। তাহারা আপনাকে আদর্শ করিয়া সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করে। আমি দেশে যাইয়া তাহাদিগকে আপনার কথা বলিব।'

কবি কিছুটা লজ্জিত হইয়া নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বইগুলি বন্ধ করিয়া আমাকে বলিলেন, 'তাইত, আপনারও সময় অল্প, তা আপনি আমার বিষয়ে কি জানিতে চাহেন?' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কত বৎসর যাবৎ এখানে আছেন?'

কবি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আমি এখানে হাসপাতালে আছি। এখানে কোন রকমের ইন্টারভিউ কর্তৃপক্ষেরা অনুমোদন করেন না। আমার বিষয়ে কোন খবরই আমি আপনাকে দিতে পারি না।' আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,'বর্তমানের কবিরা ত দেশে পূর্ব ট্রাডিসনের সঙ্গে যোগ রাখিয়া তাঁহাদের কবিতাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ টি. এস. ইলিয়টের ট্রাডিসনের উপর লিখিত প্রবন্ধটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত?' তিনি বলিলেন, 'এই বিষয়ে আমার মত আর আপনাকে কি বলিব, সেই যোগ-সাধনের জন্যই আমি এখন কনফিউসিয়াস অনুবাদ করিতেছি। আমার অনুবাদের এই স্থানটি আপনাকে পড়িয়া শুনাই।' এই বলিয়া কবি আবার পূর্বের মত তাঁর সেই পুস্তক খুলিয়া বসিলেন। আমি বিনীতভাবে জানাইলাম,'এখনই আমাকে চলিয়া যাইতে হইবে। আপনার মুখে আপনার লেখা শুনিবার সৌভাগ্য

www.banglainternet.com

আমার হইবে না। আপনাকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার এবং পাকিস্তানের আর আর কবিদের লেখা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়া আপনাকে পাঠাইব। সেগুলি পড়িয়া আপনি যদি আপনার অভিমত দেন বড়ই সুখী হইব।' তিনি হাসিয়া বলিলেন,'অতীব আনন্দের সঙ্গে আপনার পাঠান লেখাগুলি পড়িব এবং আমার মত আপনাকে জানাইব।'

বিদায় সম্ভাষণ করিতে কবি আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। আসিবার সময় তিনি আমাকে অসংখ্য বই-পুস্তক উপহার দিলেন। আমি বলিলাম, 'হাসপাতালের নির্জন গৃহকোণে এই বইগুলি আপনার সঙ্গী, ইহাদের সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ হয় ইহা চাহি না।'

কবি বলিলেন, 'বইগুলি তো বন্ধু-বান্ধবদের দেওয়ার জন্যই। তারা যখন সচল তখনই জীবন্ত। অচল বই ত মৃত। এগুলি বিতরণ করিয়া দেওয়াতেই আনন্দ।'

তবু কবির বইগুলি লইয়া যাইতে আমার মন উঠিতেছিল না। আমি তাঁকে বলিলাম, 'আমাকে উড়োজাহাজে যাইতে হইবে। এতগুলি বই লইয়া যাইতে আমার লাটবহর ভারী হইবে।'

কবি হাসিয়া বলিলেন, 'ও, আপনি উড়োজাহাজে যাইবেন, আগে জানিতাম না।' কবির নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকিয়া তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলিলে কবির বর্তমান পরিবেশে তাঁহার মনে হয়ত কিছুটা আনন্দ আনিতে পারিতাম, কিন্তু আমার সময়ের স্বল্পতার জন্য তাহা হইল না। পথে আসিয়া কবির সস্নেহ ব্যবহারের কথা কেবলই মনে হইতে লাগিল। দেশে ফিরিয়া কবিকে পত্র লিখিয়াছিলাম। কবি যথাসময়ে তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। আমার 'দেশ' নামক কবিতাটি অনুবাদ করাইয়া একবার কবিকে পাঠাইয়া দিলাম। কবি উত্তরে লিখিলেন, 'গণরহ ধড়ণ ঋফণযদটর্ভ.' আমাদের পূর্ব দেশের প্রতীক হাতী। তাই হাতীর উপমা দিয়া কবি আমার কবিতার তারিফ করিলেন।

www.banglainternet.com

মিস্ এলিজাবেথ

স্টেশনে আসিয়া দেখি মিস এলিজাবেথ পূর্ব হইতেই এখানে আসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি বিদেশী, কতক্ষণেরই বা পরিচয়! এই মহিলার কিই বা এমন প্রয়োজন ছিল আমাকে এরূপভাবে আপ্যায়িত করিতে? এ হয়ত পাকিস্তানের সাহিত্যিকদের প্রতিই তাঁহার সৌজন্য প্রদর্শন। আমি উপলক্ষমাত্র। হাসিমুখে তিনি আমাকে স্টেশন-সংলগ্ন একটি সুন্দর হোটেলে লইয়া গেলেন। হোটেলের মেনু আমার সামনে দিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনার পছন্দমত খাদ্যের অর্ডার দিন।' আমি বলিলাম, 'আপনাদের দেশে আমি নবাগত। আমি এখানে সমস্ত খাদ্য চিনিতে পারি না।' তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'আচ্ছা, আমি আপনাকে সাহায্য করিতেছি।' এই বলিয়া তিনি খাদ্যের তালিকা লইয়া কোন্‌টি কি কি জিনিস দিয়া তৈরি হইয়াছে আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, আমি দু একটি খাদ্য পছন্দ করিয়া বলিলাম, 'এবার আপনার পালা। আপনার পছন্দ মত কিছু খাদ্য অর্ডার দিন।'

মেয়েটি বলিলেন, 'না, আজ আমি আপনার পছন্দ মত খাদ্যই গ্রহণ করিব।'

আমি তাঁকে বলিলাম, 'এজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। কিন্তু দেখিতেছি বিদেশীকে খাতির করিতে যাইয়া আজ আপনার ভাগ্যে হয়ত অনাহারই ঘটিবে।'

মেয়েটি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'না, না, তাহা কেন হইবে? দেখিবেন আমি কত খাইব।' খাইতে বসিয়া নানারকম আলাপ হইতে লাগিল। পাকিস্তানের সাহিত্যের বিষয় তিনি আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করিলেন।

www.banglainternet.com

আমি বলিলাম, 'বর্তমান পাকিস্তানে বিশেষ করিয়া আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে চার রকমের সাহিত্য দেখা যায়। একদল টি. এস. ইলিয়ট, এজরা পাউন্ড প্রভৃতির অনুসরণে কবিতা লিখিবার প্রয়াস পান। তাঁরা প্রচলিত ছন্দ-পদ্ধতি এবং আলঙ্কারিকতা বর্জন করিয়া গদ্যছন্দে নূতন উপমা ও প্রকাশ ভঙ্গিমা লইয়া কবিতা রচনা করেন। মানব মনের অবচেতন রহস্য এবং দার্শনিক তথ্যকথা অধিকাংশ সময় ইঁহাদের কাব্যের বিষয়বস্তু। দেশের কাব্য-পিপাসু একটি ক্ষুদ্র দল ইঁহাদের কাব্যের সমঝদার। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশে এই ধরনের কবিদের সাধনায় সেখানকার পদ্য-সাহিত্য একটি উচ্চ স্তরে উন্নীত হইয়াছে। তাঁহাদের হাতে পড়িয়া বাঙলা গদ্য-সাহিত্য এক অপূর্ব অলঙ্কার ঝঙ্কারে গতিমুখর হইয়াছে। আমি খুব উৎসুক নয়নে চাহিয়া আছি এই দলের কবিদের প্রচেষ্টায় পূর্ব পাকিস্তানে গদ্য-সাহিত্যেও এরূপ একটি অপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হইবে।

আমাদের দেশে আর একদল লেখক আছেন। তাঁহারা বলেন, মুসলিম-সমাজের সহজ আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আমরা যখন পাকিস্তান পাইয়াছি, আমাদের সাহিত্য হইবে পাকিস্তানী সাহিত্য। যুক্ত-বঙ্গের সাহিত্যে যেমন হিন্দুয়ানী উপমা, অলঙ্কার এবং ভাবধারা ছিল, তাহা সমূলে বিসর্জন করিয়া আরবী, পারসী ও উর্দু সাহিত্য হইতে উপমা অলঙ্কার আহরণ করিয়া এবং নূতন উপমা অলঙ্কার সৃষ্টি করিয়া আমাদিগকে খাঁটি ইসলামী সাহিত্য গঠন করিতে হইবে। তাঁহাদের মতে আমাদের পূর্ববর্তী সাহিত্যিকদের যে ভাবধারার সঙ্গে ইসলামের খাপ খায় না, তাহা বর্জন করিতে হইবে। তাঁহাদের মতের সমর্থনে তাঁহারা রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেন। রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে যে যে সাহিত্যের বিরোধ রহিয়াছে, সেই সেই সাহিত্যিকেরা নিজেদের রচনায় প্রচুর আরবী-পারসী শব্দ প্রয়োগ করেন। আমার বিশ্বাস, ইঁহারা যদি ধর্মান্ধতার এবং অতি উৎসাহের মোহে পড়িয়া দেশের অন্যান্য সাহিত্যের শত্রু হইয়া না দাঁড়ান ইঁহাদের সাধনার দ্বারাও বঙ্গ-সাহিত্যের যথেষ্ট উপকার হইবে। মধ্যযুগের ইউরোপে বহু সাহিত্যিক খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করিতে যাইয়া যে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের দ্বারা বিগত যুগে ইউরোপে অপূর্ব চিত্রকলার উদ্ভব হইয়াছিল। হাফেজ, রুমী, শেখ সাদী ইসলাম প্রচার

www.banglainternet.com

করিবার জন্য সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসলামের পানপাত্র উপচাইয়া তাঁহাদের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। আমাদের বাঙলা দেশে মঙ্গল-কাব্যের লেখকেরা বিশেষ করিয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যিকেরা আপন আপন ধর্মমত প্রচারের জন্যই সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সাহিত্য অপর ধর্মের লোকদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহা সত্ত্বেও সাহিত্যের নিত্যকালের মানবতাবোধ, রসবোধ এবং আদর্শবাদের উদারতায় সেই সাহিত্য সকলের সাহিত্য হইয়া উঠিয়াছে। আমার বিশ্বাস এইসব শক্তিমান সাহিত্যিকদের সাধনায় ইঁহারাও এক উচ্চ স্তরের সাহিত্য পরিবেশন করিতে পারিবেন।

আমাদের দেশে আর এক দল সাহিত্যিক আছেন। তাঁহারা বলেন, 'দেশের সুদূর প্রসারিত গ্রামগুলিতে ছড়াইয়া আছে যে দেশের শতকরা ৯৯ জন লোক, আমরা তাদের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া সাহিত্য রচনা করিব।'

কবিতায়, গল্পে, গানে, নাটকে, উপন্যাসে ইঁহারা দেশের জনগণের সুখ-দুঃখকে রূপ দিতে চেষ্টা করেন। এইজন্য ইঁহারা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশের জনসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হন। দেশের জনসাধারণের রূপকথায়, ছড়ায়, কথকতায় যে বিভিন্ন প্রকারের প্রকাশভঙ্গিমা আছে তাহা তাঁহারা নিজেদের রচনায় বহুলভাবে প্রয়োগ করিয়া দেশের জনগণের সঙ্গে মিতালি করিতে প্রয়াস পান। আমার সাহিত্য-সাধনা কতকটা এই পর্যায়ের। এই তিন পর্যায়ের সাহিত্য-সাধনার কথা আপনাকে বলিলাম। ইহাদের সকলেরই উদ্দেশ্য কিন্তু দেশের জনগণের মঙ্গল। সকলেই মোটামুটি চায় দেশের যাহা সম্পদ তাহা সকলে সমান করিয়া খায়।'

মিস এলিজাবেথের কাছে আমার সাহিত্যের বিষয়ে আরও কি কি বলিয়াছিলাম আজ ভাল করিয়া মনে নাই। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে নিউইয়র্কে যাইয়া শিশু সাহিত্যিক মিস স্কটের সঙ্গে আলাপ করিতে বলিলেন। আমার পরিচয় দিয়া একখানা পত্রও তিনি লিখিয়া দেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মিস এলিজাবেথ যতক্ষণ দেখা যায়, রুমাল নাড়িয়া আমাকে তাঁহার মনের প্রীতি জানাইতে লাগিলেন।

www.banglainternet.com

হোসেন সাহেবের বাড়িতে

নিউইয়র্কে আসিয়া হোসেন সাহেবের বাড়িতে অতিথি হইলাম। হোসেন সাহেব একদিন আমাকে লেকসাসেক্সে ইউ. এন. এসকোর অধিবেশন দেখাইতে লইয়া গেলেন। আমরা গ্যালারীতে যাইয়া বসিলাম। সামনে একটি উচ্চস্থান। সেখানে নানা দেশের প্রতিনিধিদের বসিবার স্থান। একে একে তাঁহারা আসিয়া যার যার আসনে উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে সভাপতি মিঃ জ্যাকব মালিক আসিলেন। তাঁহার সম্মানে উপস্থিত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জ্যাকব মালিক রাশিয়ার প্রতিনিধি।

এই সভার বন্দোবস্ত ভারি চমৎকার। প্রত্যেক শ্রোতার সামনে একটি করিয়া হেডফোন থাকে। তাহা ঘুরাইয়া প্রতিনিধিদের বক্তৃতা ইংরেজি, ফরাসি, জারমান, রুশ, আরবি, ফারসি প্রভৃতি যে-কোন ভাষায় শোনা যায়। আমাদের প্রতিনিধিরা ইংরেজিতে বক্তৃতা করেন বলিয়া বাঙলা বা উর্দুতে তাহা শোনার ব্যবস্থা নাই। কোন অজ্ঞাত স্থান হইতে সুদক্ষ অনুবাদকেরা প্রতিনিধিরা যে সুরে যে উদ্যমের সঙ্গে বক্তৃতা করেন, সেইভাবে সেই উদ্যমে তাহা তর্জমা করিয়া মাইক্রোফোন যোগে শুনাইয়া থাকেন।

সেদিনকার আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল কোরিয়ার যুদ্ধ। ইতিপূর্বে রাশিয়া বিশ্ব মহাসভা বর্জন করিয়াছিল। সেই সুযোগে আমেরিকা কোরিয়ার যুদ্ধকে বিশ্ব-সভার যুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত করান।

প্রথমেই জ্যাকব মালিক সভাপতির আসন হইতে বলিয়া উঠিলেন, 'গণতন্ত্রী চীন হইতে আমি একখানা পত্র পাইয়াছি। তাহাই সভায় পড়িয়া শুনাইতে চাহি।'

আমেরিকার প্রতিনিধি দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'এই সভা আহূত হইয়াছে কোরিয়ার যুদ্ধে কে কত সৈন্য এবং পণ্যসম্ভার পাঠাইবে তাহা নির্ণয় করিবার

www.banglainternet.com

জন্য। সভাপতি সাহেবের কর্তব্য সেই দিকে আলোচনার গতি নিয়ন্ত্রিত করা, তাহা না করিয়া যে চীন বিশ্বসভার সভ্যও নহে সেই চীনের একটি পত্রের উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে মূল আলোচনা হইতে অন্যদিকে সরাইয়া লইবার কৌশল অবলম্বন করিলেন।'

তখনকার দিনে কিউবা গভর্নমেন্ট আমেরিকার খয়ের খাঁ ছিল। কিউবার প্রতিনিধি অতি নির্লজ্জ ভাষায় রুশ প্রতিনিধিকে আক্রমণ করিল। জাতীয়তাবাদী চীন তাহার সমালোচনায় আরো একধাপ উপরে উঠিল। এই সময় জ্যাকব মালিক কিছু বলিতে উঠিলে গ্যালারীর শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ গণ্ডগোল করিয়া উঠিল। বলা বাহুল্য সেই শ্রোতাদের অধিকাংশই ছিল আমেরিকাবাসী। তখন জ্যাকব মালিক তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তোমরা যদি সভ্য লোকের মত চুপ করিয়া না বসিয়া থাকো তোমাদের প্রত্যেককে আমি এখান হইতে বাহির করিয়া দিব।'

তাঁহার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মহাসভার কর্মচারীরা গ্যালারীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিক নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেল। তখনকার দিনে রাশিয়ার স্বপক্ষে বলিবার জন্য কেহই ছিল না। আমাদের গভর্ণমেন্ট আমেরিকাকে সমর্থন করিত।

জ্যাকব মালিক তখন বলিলেন, 'রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধ এড়াইবার জন্যই আমি চীনের পত্র লই।'

হোসেন সাহেব তখন পাকিস্তানের নিউইয়র্কের কনসুলেটের দ্বিতীয় সেক্রেটারী, বিবাহ করিয়াছেন আবদুল মজিদ সাহেবের কন্যাকে। এদেশে গৃহিণীদিগকে সমস্ত গৃহকার্য হাতে-নাতে করিতে হয়। চাকর রাখিবার যোগ্যতা অনেকেরই নাই। এদেশের পুরুষেরা গৃহকার্যে মেয়েদিগকে অনেকখানি সাহায্য করেন। কিন্তু পাকিস্তানী স্বামী তাঁহার নানা কার্যের ব্যস্ততায় গৃহিণীকে কতখানি সাহায্য করেন বলিতে পারি না। তিনি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছেন। আমি দেখিলাম, পাকিস্তানী মেয়েটি সাংসারিক নানা কার্যে একেবারে হিমসিম। থালা-বাসন ধোয়া হইতে ঘরদোর পরিষ্কারের কার্যে স্নেহপ্রতিম দেবর ভাবীকে নানাভাবে সাহায্য করিতেছেন। আমিও কিছুটা সাহায্য করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু পাকিস্তানী বোনটি কিছুতেই আমার সাহায্য লইয়া কুটুম্বের অমর্যাদা করিতে চাহিলেন না।

www.banglainternet.com

অতিথি থাকিলেই তাঁর জন্য অতিরিক্ত অনেক কাজকর্ম করিতে হয়। এখানে থাকিয়া মেয়েটির সাংসারিক কাজ আরও বাড়াইতে কিছুতেই মন চাহিতেছিল না।

অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাদের বাসা হইতে ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে আস্তানা লইলাম। বিদায়ের দিন তাঁহারা কি ছাড়িয়া দিতে চাহেন? মেয়েটি বারবার বলেন, 'নিশ্চয় অনেক অসুবিধা হইতেছে সেই জন্য আপনি চলিয়া যাইতেছেন।' আমি বলিলাম, 'আজ দেড় মাস পরে তোমাদের বাড়িতে আসিয়া প্রথম পাকিস্তানী খাবার খাইলাম। নিজের মাতৃ-ভাষায় কথা বলিতে পারিলাম। ইহার চাইতে ভাল জায়গা নিউইয়র্কে আমার কোথায় আছে? কিন্তু জান ত বোন এইদেশে আমি আসিয়াছি এদেশের লোকদের জানিতে। খোদা চাহেন কিছুদিন পরে তোমরা যখন দেশে যাইবে, তোমাদের আমি দেশে বসিয়াই পাইব, কিন্তু এদেশের লোকদের ত সেইখানে পাইব না। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া আমি এদেশের কত কি জানিতে পারিব।'

স্বামী বলিলেন, 'উনি যখন শিক্ষার জন্যই যাইতে চাহেন, আমাদের আপত্তি করা উচিত নয়।' মেয়েটির দেবর আমার বাক্স-তোরঙ্গ বহিয়া আমাকে মাটির তলায় রেল স্টেশনে পৌছাইয়া দিয়া গেলেন। গাড়িতে বসিয়া বহু কথা মনে হইতে লাগিল। মেয়েটির পিতা মজিদ সাহেব এক সময় ফরিদপুরের এস.ডি.ও ছিলেন। তখন দেখিয়াছি বহু জনহিতকর কার্যে ইনি নেতৃত্ব করিতেন। আমার পিতা ইঁহার কার্যের বড়ই অনুরাগী ছিলেন। গ্রামবাসীদের সঙ্গে লইয়া ইনি নিজে পচাডোবা হইতে কচুরীপানা তুলিতেন। আমার পিতা বৃদ্ধকালে বহুবার মজিদ সাহেবকে দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর কোথাও যাইবার শক্তি ছিল না বলিয়া কলিকাতায় যাইয়া মজিদ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে পারেন নাই।

www.banglainternet.com

সাধারণ হকারের মহানুভবতা

গাড়ি হইতে নামিয়া ভাবিলাম, এদেশের লোকদের মতই আমার মালপত্র নিজের গন্তব্য-স্থানে নিজেই বহিয়া লইয়া যাইব। কিন্তু একে ত আমার বোঝা বহিবার অভ্যাস নাই, তাহার উপর এটা ওটা কিনিয়া বোঝাটিও করিয়াছি ভারি, মাল বহিতে আমি একেবারে গলদ-ঘর্ম হইতেছিলাম। পথে একজন হকার যাইতেছিল, আমার অবস্থা দেখিয়া সে আমাকে বলিল, 'আমি কি আপনাকে সাহায্য করিতে পারি?' আমি বলিলাম, 'তোমার সাহায্য লইতে পারি যদি তুমি এর জন্য অর্থ গ্রহণ কর।' লোকটি হাসিয়া বলিল, 'সে দেখা যাইবে।'

আমাকে ওয়াই. এম. সি. এ. হোস্টেলে পৌঁছাইয়া লোকটি কিছুতেই আমার নিকট হইতে কোন অর্থ গ্রহণ করিল না। আমি বহুভাবে তাহাকে সাধ্য-সাধনা করিলাম। সে হাসিয়া বলিল, 'না, না, এজন্য আমি পারিশ্রমিক লইব না। মনে করুন আমাদের বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ এই কাজটি আমি করিয়া দিয়াছি।' এই বন্ধুকে কি আর জীবনে দেখিতে পাইব?

পরদিন মিস স্কট্ আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলেন। মিস এলিজাবেথ ট্রাঙ্ককল করিয়া তাঁহাকে আমার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি জীব-জন্তু বড়ই ভালবাসেন। জীব-জন্তু লইয়া তিনি শিশুদের জন্যে কয়েকখানা বই রচনা করিয়াছেন। তিনি আমাকে জীব-জন্তুর কয়েকখানা ছবি উপহার দিলেন। তিনি যাইবেন দুপুরের গাড়িতে এক সাহিত্য-মেলায়। সেখানে তিনি এক অসুস্থ সাহিত্যিক বন্ধুর বই বিক্রি করিয়া দিবেন। যাইবার সময় তিনি আমার হাতে একখানা এনভেলাপ দিয়া বলিলেন, 'আমি দুপুরেই চলিয়া যাইতেছি। আপনাকে খাওয়ার দাওয়াত দিতে পারিলাম না, ইহাতে আমার বড়ই খারাপ লাগিতেছে। আপনি এনভেলাপের মধ্যে সামান্য যাহা আছে তাহা দিয়া কোন একটি হোটেলে যাইয়া খাওয়া-দাওয়া করিবেন।'

www.banglainternet.com

আমার আমেরিকা প্রবাস শেষ হইয়া আসিল। এদেশের অতি সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশিয়াছি, আবার বড় লোকের সঙ্গেও মিশিয়াছি, পতিত লোকের সঙ্গেও মিশিয়াছি, গুণী লোকের সঙ্গেও মিশিয়াছি। তাঁহাদের কাহাকেও আমার নিকট একটা অসম্ভব কিছু বলিয়া মনে হয় নাই, আমাদের দেশের লোকের মতনই উহারা। কিন্তু আমাদের দেশের লোক নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে তাহাদের জীবনকে গড়িয়া তুলিতে অলসতা প্রকাশ করে। আমাদের জীবনের বহু শক্তিকে আমরা অপচয় করিয়া দেশের বহু সম্পদের বিনাশ করি, সেই জন্য জীবন-সংগ্রামে আমরা তাহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠি না। ওদেশের লোকেরা যার যে শক্তি তাহার সম্যক ব্যবহার করে। সত্যকার যে সাহিত্যিক সে-ই সাহিত্য রচনা করে, সত্যকার যে শিল্পী সে-ই শিল্পের শ্রেষ্ঠ সম্মান পায়। আমাদের দেশের মত যে যে কাজের নয়, সে সেই কাজে যাইয়া লোক হাসায় না। উহাদের নিকট হইতে জীবনের কোন শক্তির অপচয় করিব না– এই একটি কথাই যদি আমরা শিখিতে পারিতাম, তবে আমরা বাস্তবজীবনে এত পিছনে পড়িয়া থাকিতাম না। আমরা বছরের পর বছর লেখাপড়া করি, হাতের লেখা ভাল করি না। ভাষার শুদ্ধতা শিক্ষা করি না। উহাদের জীবনে এমন ক্বচিৎ ঘটে। প্রায় প্রত্যেক আমেরিকানের হাতের লেখা ভাল, শুদ্ধ করিয়া লিখিতে জানে, সে সাঁতারু, সে মোটর-চালক, সে রান্না করিতে জানে, সে টাইপ করিতে জানে। এই সব ছোটখাট ব্যাপার জীবনের পথে যে কত উপকারী তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমেরিকা ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছি। সেই চার্লী সিগার, এলেন, লোমাক্স, ডেরিংটন, এলিস, সেই বৃদ্ধ-দম্পতি আরও কতজন, তাঁহারা দলে দলে আসিয়া আমার মনের নাট্যমঞ্চে ঘুরিয়া বেড়ান। জীবনে আর তাঁহাদের দেখা পাইব কি না জানি না। কিন্তু তাঁহারা আমার মনোজগতের চিরসাথী। তাঁহাদের কথা লেখায় তাই আমার এত আনন্দ!

www.banglainternet.com

করাচিতে

আবার করাচি আসিলাম। পাকিস্তান লেখক সংঘের আফিসে যাইয়া দেখা হইল অনেক পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে। সর্বদা মুখে যার দোহার সুর লাগিয়া আছে সেই বন্ধুবর জমিলউদ্দীন আলী, কবি ইবনে ইনশা, সাংবাদিক সাহিত্যিক জামালী আরও অনেকের সঙ্গে দেখা হইল। নতুন বন্ধু রিফাতের কথা না বলিলেই নয়। প্রায় শ'খানেক নাটক তিনি লিখিয়াছেন। তিন চারখানা সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। আরগুলি রেডিও পাকিস্তানে অভিনীত হয়। এই বন্ধুর মত খুশী মনে পরের কাজ করিয়া দেওয়ার লোক খুব কমই দেখিয়াছি। এঁকে যে আমি কত কাজে কতভাবে খাটাইয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। এঁরা সকলেই বেতনভোগী কর্মচারীদের মত রোজ বিকালে লেখক সংঘের অফিসে আসিয়া নিয়মিত যার যার নির্দিষ্ট কাজ করিয়া যান, যদিও কেহই বেতন পান না। পাকিস্তানের সমস্ত লেখকের উন্নতির জন্য একটা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন, প্রত্যেকের চোখেমুখে এই ভাব।

কিছুদিন হইতে বাতে ভুগিতেছি। ডাক্তারের নির্দেশ মত প্রতিদিন সকালে উঠিয়া করাচি হইতে পনের মাইল দূরে মঙ্গোপীরে যাইয়া উষ্ণ প্রস্রবণের পানিতে কিছুক্ষণ গা ডুবাইয়া বসিয়া থাকি। এখানে পাঁচ-ছয়টি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। তাহার একটির চারিদিকে দেওয়াল দিয়া ঘেরা। উপরে টিনের চালা। এখানকার পানি খুব গরম। শীতকালে এই পানিতে গা ডুবাইয়া বসা যায়, কিন্তু গরমের দিনে পারা যায় না। এখানে গোসল করিতে চার আনা দর্শনী দিতে হয়। একটি লোক এই দর্শনী আদায় করিয়া থাকে। অভ্যাগতদের নিকট হইতে দর্শনী আদায় হয় বটে ; কিন্তু ঘরের দেওয়ালের চুনের প্রলেপ যে খসিয়া পড়িতেছে, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই।

www.banglainternet.com

আর আর প্রস্রবণগুলিতে স্নান করিতে কোন রকম দর্শনী দিতে হয় না। এইসব প্রস্রবণের পানি খুব গরম নহে। কিন্তু বড়ই নোংরা! ইহার একটি প্রস্রবণ দেওয়াল দিয়া ঘেরা। এখানে নিকটস্থ কুষ্ঠ-কলোনী হইতে রোগীরা আসিয়া গোসল করে। সাধারণ লোক এখানে আসে না।

মঙ্গোপীরের উষ্ণ প্রস্রবণের মধ্যে বসিয়া কত কথাই মনে হয়। তুরস্কে এইরূপ অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সেইগুলির নিকটে স্বাস্থ্যাবাস তৈরি করিয়া সেখানকার গভর্নমেন্ট বেশ দুই পয়সা উপার্জন করেন। প্রস্রবণ সংলগ্ন স্নানাগারের গরম পানিতে গোসল করিবার জন্য দেশ দেশান্তর হইতে বাতের রোগীরা আসিয়া এইসব স্বাস্থ্যাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফরাসী দেশেও এরূপ একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। ডাক্তারেরা সেই প্রস্রবণের পানি পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন এই পানিতে গোসল করিয়া বা এই পানি পান করিয়া কি কি রোগের উপশম হয়। নানা দেশ হইতে রোগীরা আসিয়া যখন ইহার নিকটস্থ হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন ডাক্তারের নির্দেশমত তাহারা এই প্রস্রবণের পানি পান করেন। প্রতিদিন কতবার কতটা করিয়া পান করিতে হইবে রোগীর অবস্থা জানিয়া ডাক্তারেরা তাহাকে সেই রকম নির্দেশ দিয়া থাকেন।

আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম জেলার বাড়বকুণ্ড অঞ্চলে এইরূপ আর একটি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এখানে পানির উপর আগুন জ্বলে। মঙ্গোপীরের মতই সেখানে দেশ দেশান্তর হইতে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা আসিয়া আপন আপন ধর্মীয় সংস্কার মতে এখানে স্নান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করে। এই প্রস্রবণগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। প্রকৃতির এই অসামান্য দান আমরা কতকগুলি সংস্কারগ্রস্ত লোকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আর কতদিন নিশ্চিন্ত থাকিব? তুরস্কের মত, ফরাসী দেশেরে মত এখানকার নহরগুলির পানি ল্যাবরেটরীতে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া জানা যাইতে পারে, এখানকার পানিতে গোসল করিয়া অথবা পানি পান করিয়া কি কি রোগের উপশম হইতে পারে। এইসব নহর সুরক্ষিত করিয়া এখানে তুরস্কের মত স্বাস্থ্যনিবাস তৈরি করা যাইতে পারে। সেইসব স্বাস্থ্যনিবাসে দেশ-দেশান্তর হইতে রোগীরা আসিয়া শুধু আমাদের রাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করিবে না, আমাদের বিদেশী মুদ্রার ঝুলিটি তাহারা আরও কিছু ভারী করিয়া

www.banglainternet.com

দিয়া যাইবে। আমাদের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বুর্কী সাহেবের কর্মতৎপরতার কথা শুনিয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র আবেদন কি তাঁহার নিকট কেহ পৌঁছাইয়া দিবেন! শুনিয়াছি ভাল কথা বলিলে মানুষের মনে সেই ভাল কথার অঙ্কুর সঞ্চার করে।

করাচি হইতে প্রতিদিন ভোরে মঙ্গোপীরে রওয়ানা হই। পথের দুপাশে পাহাড় আর বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে সেখানে লোকজনের বসতি। প্রভাতের আলোয় পাহাড়গুলি রঙিন হইয়া ওঠে। এখানে সেখানে বাবলা গাছের ঝোপ। মৃত্তিকা-মায়ের কোলে সবুজ স্নেহের ছত্র ধরিয়া যেন তাহারা দাঁড়াইয়া আছে।

এই পথ দিয়া যাইতে আমার মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার কথা মনে পড়ে। এই পাহাড়গুলি যেন সেই পুরাকালের মানুষগুলির বাড়িঘর। এখানে দাঁড়াইয়া ডাক দিলেই তাহারা উঠিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিয়া যাইবে। এক একদিন গাড়ি হইতে নামিয়া পথপার্শ্বের বস্তিগুলিতে বেড়াইতে যাই। কত গরীব ইহারা। বাড়িগুলি ভরিয়া মাছি ভীন্ ভীন্ করিতেছে। নোংরা ছেলেমেয়েগুলির গায়ের সবগুলি হাড় গোনা যায়। কারও কারও বাড়িতে দুধাল গাই আছে। কিন্তু তাহাদের ছেলেমেয়েরা সেই দুধ খাইতে পায় না। দারুণ অর্থকষ্টে বাপকে সেই দুধ বিক্রি করিয়া আটা চাল কিনিতে হয়। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা দুধের সরের উপর ভাসিতেছে। তাহারা আসিয়া একবার এই বস্তিগুলি দেখিয়া যাক।

স্বাধীনতার পূর্বে আমাদের ঢাকা শহরে খুব মশার উপদ্রব ছিল। তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বন্ধুবর বাহার সাহেবের চেষ্টায় ঢাকা শহর হইতে মশকেরা একেবারে বিদায় গ্রহণ করে। এখন যদিও মশকেরা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের পূর্ব বসতি দখল করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কর্তৃপক্ষের তাড়নায় তাহাদিগকে আবার ফিরিয়া যাইতে হয়। এই বৈজ্ঞানিক যুগে করাচি শহরের বস্তিগুলি হইতে মক্ষিকাকুলকে কি তাড়ানো যাইতে পারে না? প্রতি বৎসর ইহাদের উপদ্রবে কলেরা টাইফয়েড আর বসন্তে শত শত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

যাক এসব কথা। করাচি থাকিয়া একদিন আল্লানা সাহেবের চায়ের নিমন্ত্রণ পাইলাম। তিনি আমাকে আর প্রসিদ্ধ উর্দু কবি জোস সাহেবকে

www.banglainternet.com

অভ্যর্থনা করিলেন। আল্লানা সাহেব এখানকার ধনী গোষ্ঠীর একজন। একবার তিনি করাচি করপোরেশনের মেয়র ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পাকিস্তানের লেখকদের কবিতা সঞ্চয়ন করিয়া ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই পুস্তকের মধ্যে তিনি যেসব সিন্ধী, পস্তু ও পাঞ্জাবী লোকগীতি অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন সেগুলি পড়িয়া যে কোন বিদগ্ধজন আনন্দ পাইবেন।

নির্দিষ্ট দিনে মিস্টার আল্লানার বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে নিমন্ত্রিত হইয়া করাচির বহু সাহিত্যিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। একটি বিশেষ আসনে আমাকে আর জোস সাহেবকে বসিতে দেওয়া হইল। জোস সাহেব উর্দু কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি। এই বয়োবৃদ্ধ কবি এখনও সমানে তাঁহার লেখনী চালনা করিয়া যাইতেছেন। পাকিস্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ মিঃ ব্রোহী আমাদিগকে মাল্যভূষিত করিলেন। তারপর বাড়ির কর্তার অনুরোধে ব্রোহী সাহেব কিছু বলিলেন। উহার পূর্বে আরও দু একবার ব্রোহী সাহেবের বক্তৃতা শোনার ভাগ্য আমার হইয়াছে। একটি সুলিখিত কবিতার মত তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকর্ষণ করে। সেই বক্তৃতার মাঝে মাঝে ব্রোহী সাহেবের আজন্ম পড়াশুনার অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধির কারুকার্য নিহিত থাকে। তাঁহার শ্রোতারা তাই তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে শুধু ভাবালুতার তরল স্রোতেই ভাসিয়া যায় না। ঘরে বসিয়া চিন্তা করিবার অনেক কথাই সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

ব্রোহী সাহেব বক্তৃতায় অনেক কথাই বলিলেন। তাঁহার সব এখন মনে করিয়া লিখিতে পারিব না। তবে একটি কথা আমার মনে আছে। তিনি বলিলেন, অর্থ বা সম্মান কোন দেশেই বড় লেখক তৈরি করিতে পারে না। লেখকদের চাই গভীর তপস্যা করা। তিনি আরও বলিলেন, নানা দেশ হইতে অনেক কিছু আমাদের ধার করিতে হইবে। যেমন আমাদের পাক-ভারতীয় সঙ্গীত শুনিলে আমার ঘুম আসে। ইউরোপীয় সঙ্গীতের মধ্যে যে জোর ও শক্তি আছে তাহা আমাদের সঙ্গীতে ধরিয়া আনিতে হইবে। ব্রোহী সাহেবের এই মত আমি সমর্থন করি না।

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে দেশের সাহিত্যকলারও উন্নতি হয়। ইহা ইতিহাসের কথা। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ে, সম্রাট আকবরের সময়ে,

www.banglainternet.com

পাক-ভারতের যে সাহিত্যকলার সম্যক উন্নতি হইয়াছিল তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভেনিসের পথ দিয়া যখন এশিয়ার বাণিজ্য সম্ভার ইউরোপে প্রবেশ করিত তখন তাহার বৈদেশিক কর হইতে সমগ্র ভেনিস ফাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাহারই ফলে ভেনিসের প্রাসাদ ও গীর্জাগুলিতে টিন্টারিটোর ছবি, রাফেলের ছবি শোভা পাইয়াছিল। বস্তুতঃ আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্যকলার যে উন্নতি হয় ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য দেয়। তাহা ছাড়া আমাদের দেশের গান কেবলই লোককে ঘুম পাড়াইয়া দেয় না। আমাদের পদ্মা নদীর মাঝিয়ালের গানে কত জোরের সুর আছে। ব্রোহী সাহেব হয়ত দেশে থাকিতে নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন। তখন গান শুনিতে যাইয়া ঘুম যাওয়া তাঁহার পক্ষে আশ্চর্য নহে। ইউরোপে যাইয়া তিনি অবসর সময় যাপন করেন। সেখানে যাহা কিছু শোনেন তাঁহার হয়ত ভাল লাগে। আমাদের দেশের ওস্তাদীগানের সঙ্গে ইউরোপের ওস্তাদী গানের কতই পার্থক্য। ওখানকার বুনিয়াদী গান গায়ককে বিশেষ স্বাধীনতা দেয় না। আমাদের দেশের ওস্তাদীগানে গায়কেরা বিশেষ স্বাধীনতা উপভোগ করে। তাঁহারা নিজের ইচ্ছা মত সুর বিস্তার করিবার সুযোগ পান! বুলবুলের মত একবার যাহা গাওয়া যায় তাহা আর পুনরাবৃত্তি করা হয় না। এইসব গান শুনিয়া বিদগ্ধজনেরা রাতের পর রাত ঘুমাইতে পারে না। আমার ইচ্ছা হইল এইসব কথা আমি ব্রোহী সাহেবকে বলি, কিন্তু স্থান কাল পাত্র বিবেচনায় এইসব কথা সেখানে আলোচনা করা সম্ভবপর হইল না। ইহার পরে আমাকে যখন কিছু বলিতে অনুরোধ করা হইল, আমি আমার বক্তৃতায় অতি সূক্ষ্মভাবে আমার মতবাদের কিছুটা ইঙ্গিত প্রকাশ করিলাম। আমি দাঁড়াইয়া ব্রোহী সাহেব ও বাড়ির কর্তাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, 'ব্রোহী সাহেব পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ। সুতরাং তিনি যাহা বলিলেন তাহার মধ্যে তিনি হয়ত তাঁহার সমকক্ষ আইনজ্ঞের সমালোচনার জন্য অনেক কিছু সুযোগ রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে যদি তাঁহার মত ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন আর কেহ থাকিতেন তবে তিনি যেইসব কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার আলোচনা হইলে এখানে যে রস সৃষ্টি হইত তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম।' ব্রোহী সাহেবের সুন্দর ভাষণের জন্য আবার আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তাহার পর সাহিত্যের বিষয়ে আরও দু একটি কথা বলিয়া আমার বক্তৃতা শেষ করিলাম।

www.banglainternet.com

চা-পানের বিরতির পরে মোশায়রার অধিবেশন হইল। সমস্ত পাক-ভারতে হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, পস্তু প্রভৃতি ভাষার কবিরা মোশায়রায় কবিতা আবৃত্তি করিতে আনন্দ পান। উর্দুভাষী ভাইদের মধ্যে মোশায়রা একটি মস্ত বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আজ আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশে অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদিগকে কবিতায় অনুরাগী করিতে কত রকমের ব্যয়বহুল ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। আমাদের উর্দুভাষী ভাইয়েরা এসব মোশায়রায় যোগ দিয়া শিশুকাল হইতেই কবিতার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়েন। শিক্ষা বিভাগকে এজন্য মাথা ঘামাইতে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে কবিতা আর কবির প্রতি আমাদের উর্দুভাষী ভাইদের মধ্যে যে আকর্ষণ দেখিয়াছি পৃথিবীর আর কোন দেশেই এমন দেখা যায় না। তুরস্ক হইতে আরম্ভ করিয়া মেসের, আরব, পারস্য, কাবুল হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক মুসলিম দেশেই মোশায়রার প্রচলন দেখা যায়। শুধু আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বঙ্গভাষীদের মধ্যে মোশায়রার প্রচলন দেখা যায় না। আমরা বহুবার এইরূপ মোশায়রার বা কবি-সম্মেলনীর ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। এই মোশায়রাকে পূর্ব পাকিস্তানে কি করিয়া যে লোকের আকর্ষণের বস্তু করা যায় তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের মধ্যে মোশায়রায় যোগদান করা একটি অতি গৌরবের ব্যাপার। বিবাহ, জন্মদিন, পদোন্নতি, বিদায় প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে যে কত শত মোশায়রা হয় তাহা লেখাজোখা নাই। ইহা ছাড়া বড় বড় শহরে বিরাট আকারে অনেক মোশায়রা বসে। তাহার একখানা টিকেট ক্রয় করিবার জন্য শ্রোতাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। যাহারা টিকেট ক্রয় করিতে পারে না তাহারা লাউডস্পিকার যোগে পেন্ডেলের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে শতে সহস্রে বসিয়া সারারাত মোশায়রা উপভোগ করে।

যাক এইসব কথা। আল্লানা সাহেবের বাড়িতে যে মোশায়রা বসিল তাহাতে উর্দু, বাংলা, গুজরাটি, পস্তু, পাঞ্জাবী এমনকি ইংরাজিতে পর্যন্ত কবিতা আবৃত্তি হইল ; তারপর কবি জোসের ডাক পড়িল। কবি জোস বর্তমান পাক-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উর্দু কবি। তাঁহার বিপ্লবাত্মক কবিতাগুলি বহু লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে।

www.banglainternet.com

একদিনের কথা মনে পড়িতেছে। রাত আটটায় বন্ধুবর সলিমউল্লা সাহেবের বাসায় বেড়াইতে গেলাম। তাহার টেবিলে একখানা উর্দু কেতাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এটা কি বই?' বন্ধু বলিলেন, 'আমাদের উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি জোস মালিহাবাদীর কবিতা।'

আমি বন্ধুকে বলিলাম, 'জোসের কবিতা পড়িয়া পড়িয়া বাংলা করিয়া শুনাও।' পাশের জানালা দিয়া চাঁদের আলোর এতটুকু ঝিকিমিকি ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। সামনের ফুলদানী হইতে নানা ফুলের গন্ধ বাতাসের গায়ে ওলট-পালট হইয়া সমস্ত ঘরখানিকে আমোদিত করিতেছিল। বন্ধুবর দুএকটি পান মুখে দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। জোস প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, মুসলিম ইতিহাসের নানা গৌরবময় আত্মত্যাগের কাহিনীর নাম লইয়া জোস তাঁর জীবন দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গ করিলেন। কবিতার ছন্দে ছন্দে প্রাচীন ইতিহাসের কাহিনীগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিতেছিল। ইহার পর বন্ধু পড়িতে আরম্ভ করিলেন জোসের বিপ্লবের উপর লেখা কবিতা। 'দুর্ভিক্ষ-মাতার স্তন্য পান করিয়া আমি পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছি। অভাবের কারাগারে আমার বসতি। আমার মাথার উপর হাহাকারের আসমান। সেখানে অত্যাচার অবিচার অন্যায়ের প্রতিরোধকারীর হাতে মশাল জ্বলিতেছে। হাজার হাজার যুগ ধরিয়া যাহারা মানুষের মার খাইয়া কবরের তলায় বসিয়া ফরিয়াদের তন্তু বুনিতেছে তাই দিয়া বোনা হইয়াছে আমার শ্রীঅঙ্গের আলখেল্লা। তাহার গায়ে হত্যা, গলবন্ধুন আর অগ্নিদাহনের নকশা আঁকা। আমি ছুটিয়া চলিয়াছি আমার চিরবন্ধুর কন্টকক্ষত পথে। নিদ্রা আমার কাছে নিষিদ্ধ ; বিশ্রাম আমার কাছে হারাম। আমার আত্মত্যাগময় রক্তে যেদিন সুবেহসাদেকের পথ রঙিন হইয়া উঠিবে সেদিন শুকতারার মতো আমি জীবনাহুতি প্রদান করিব।'

এরপর বন্ধু পড়িলেন রাস্তার ধারে কুলী রমণী হাঁতুড়ি দিয়া ইট টুকরা টুকরা করিতেছে– সেই কবিতা।

'আমার দেশের এই মেয়েটি, আহা কি সুন্দর! পরনে ছেঁড়া ঘাগরা। তারই ফাঁকে ফাঁকে রূপ যেন তার ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। হাতুড়ি লইয়া সে ইট ভাঙিতেছে। তারই ঘায়ে ঘায়ে কঠিন ইট টুকরা টুকরা লাল হইয়া তাহার পায়ের কাছে আসিয়া জমা হইতেছে। এ যেন তাহারই অবসাদগ্রস্ত

www.banglainternet.com

দেহের রক্তবিন্দু। দিনে দিনে এই মেয়ের দেহ হইতে ঝরা ফুলের মত এই রূপ খসিয়া পড়িবে।

সুযোগ আর শিক্ষা পাইলে এই মেয়ে কোন বাদশাজাদার রমণী হইতে পারিত। হয়ত ওই মেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রণী হইয়া দেশের যুবক সেনাদিগকে অগ্রপথের গান শুনাইত। আহা দারিদ্র্য। অভাবের ঘরে এই মেয়ে নানা কুসংস্কারের শিক্ষা পাইয়া তার সমাজকে আরও পিছনের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে।

এমনি কবিতার পর কবিতা। কোন্ অমরার সারাবান তহুরা যেন পান করিয়াছি দুই বন্ধুতে। কোন্ দিক দিয়া যে রাত শেষ হইয়া গেল টেরও পাইলাম না। কবিতার নেশায় ঢুলিতে ঢুলিতে বন্ধুবরের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। আজও সেই নেশা আমার মনে লাগিয়া রহিয়াছে।

কতদিন আগে এইসব কবিতা শুনিয়াছি। সব কি লিখিতে পারিব? আবছা একটু একটু যা মনে আছে তারই একটু আভাস মাত্র দিলাম। জোস সাহেবের মূল কবিতাগুলি পড়িলে পাঠক ইহার চাইতে কতই না আনন্দ পাইবেন। আজ এই জোস সাহেব আমার পাশে বসিয়া। আর তিনি এখনই কবিতা পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন। কিন্তু এখন বন্ধু সলিমউল্লা সঙ্গে নাই। সে থাকিলে হয়ত জোস সাহেবের আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার কানে কানে তাহার অনুবাদ করিয়া শুনাইত।

জোস সাহেবের কবিতা আবৃত্তির পর আমাকে কবিতা পাঠের অনুরোধ আসিল। মোশায়রায় কবিতা পাঠ করিতে আমি সর্বদাই সঙ্কোচ বোধ করি। মোশায়রায় কবিরা অনেকেই সুর করিয়া কবিতা পাঠ করেন। কবিতার অর্থ না বুঝিলেও গানের সুরের সঙ্গে কবিতার ভাববস্তু কিছুটা মনে আসিয়া রেখাপাত করে। তাছাড়া উর্দু ভাইদের সঙ্গে চলাফেরা ওঠা-বসায় হিন্দি মিশ্রিত সহজ উর্দুতে রচিত কবিতার কিছু কিছু আমরা বুঝিতে পারি ; কিন্তু আমাদের উর্দু ভাইরা বাংলা কবিতার একবর্ণও বোঝে না। আর আমরা সুর করিয়া কবিতা পাঠ করি না বলিয়া আমাদের আবৃত্তি উর্দুভাষী শ্রোতাদের মধ্যে কোন প্রভাবই বিস্তার করে না। ইহাতে উর্দুভাষী শ্রোতারা বাংলা ও উর্দু কবিদের আবৃত্তির তারতম্য দেখিয়া আমাদের প্রতি তাহাদের ধারণা খারাপ হয়। আজও আমার মনে সেই সঙ্কোচ ছিল। কিন্তু আল্লানা সাহেবের

www.banglainternet.com

ইংরেজি সঙ্কলন গ্রন্থে আমার কবর কবিতার কিছুটা অংশের অনুবাদ ছিল। আমার অনুরোধে তিনি ইংরেজি অনুবাদটি পড়িলেন। বেশ ভাল করিয়াই পড়িলেন। তারপর আমি বাংলায় সমস্ত কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম। কবিতা পাঠ করিয়া শ্রোতাদের সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া আমার মনে সেই সঙ্কোচ আর রহিল না।

ইহার পর জোস সাহেব একটার পর একটা কত সুন্দর সুন্দর কবিতাই পড়িলেন। নানা ছন্দ বৈচিত্র্যে মধু মিশাইয়া তাঁহার কবিতাগুলিতে তিনি যেন পুষ্পবর্ষণ করিতেছিলেন। ভাবিয়া আশ্চর্য হইলাম, বৃদ্ধ বয়সেও কবি কত নূতন নূতন কবিতা রচনা করিতেছেন। কানে কানে আমার জানা দু একটি পুরাতন কবিতা আবৃত্তি করিতে কবিকে অনুরোধ করিলাম। কবি বিনীতভাবে বলিলেন, সেগুলি তাঁহার মনে নাই। সত্যই ত, পুরাতন লেখা কোন বড় লেখকের মনে থাকে? সমারসেট মম বলিয়াছেন, 'সত্যকার লেখকের কাছে তার পুরাতন লেখার বিশেষ কোনো মূল্য নাই। যাহা তিনি বর্তমানে লিখিতেছেন তার প্রতিই তাঁহার মমতা বেশি।' রাত প্রায় দশটা অবধি জোস সাহেবের কবিতা শুনিয়া আল্লানা সাহেবকে বহু ধন্যবাদ দিয়া হোস্টেলে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক কথাই মনে হইল। আমাদের নেতারা দেশের কালচার ও কৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত নন। রাজনৈতিক নেতারা শুধু রাজনীতি লইয়াই মশগুল থাকেন। দেশের কালচার ও কৃষ্টির ভার যাহাদের উপর তাহারা বিদেশের বড় বড় কেতাব মুখস্থ করিয়া আসিয়াছেন ; কিন্তু দেশের মাটির সঙ্গে মিশিয়া আছে আমাদের যে যুগযুগান্তের ভাবালুতা আর সাহিত্যকলা তাহার সহিত ইহাদের কোনই পরিচয় নাই। গ্রাম্য চাষীর ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও যাহারা দেশের নেতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও সেই কালচারের প্রতি অনুরাগ দেখা যায় না। ইংরেজি শিক্ষায় আমরা দেশাত্মবোধ পাইয়াছি, স্বাধীন মতবাদের প্রতি অনুরাগ পাইয়াছি, কিন্তু ইংরেজ তাহার পূর্ব-কৃষ্টিকে যেভাবে ভালবাসে, সেই ভালবাসা আমরা শিখিতে পারি নাই।

আজ কেবলই মনে হইতেছে ব্রোহী সাহেবের মতো এমন সুমধুর বক্তা, এমন পন্ডিত ব্যক্তি যদি আমাদের লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী হইতেন, তাহার প্রভাবে শুধু আমাদের সংস্কৃতির কাহিনী দেশ-দেশান্তরেই প্রচারিত

www.banglainternet.com

হইত না, আমাদের রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিয়া তিনি আমাদের গ্রামীণ সংস্কৃতিকে দেশের জনগণের মধ্যে আরও প্রসারিত করিয়া দিতে পারিতেন।

প্রতিদিন আমি সকালে উঠিয়া মঙ্গোপীরে যাই। দুপুরে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া আমার আত্মজীবনী লিখি। অসুস্থ শরীরে কেবলই মনে হয়, যদি সারিয়া না উঠি। জীবনে যাহাদের স্নেহ-মমতার ঋণের বোঝা মাথায় করিয়া এতদূরে আসিয়াছি তাহাদের কথা যদি না লিখিয়া যাই তবে যে অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিব। তাই সারাটি বিকাল একটু একটু করিয়া নিজের জীবনকথা লিখি। এই প্রবাসে আসিয়া একা ঘরের নির্জনতায় আমি যেন আবার শিশু হইয়া যাই। সেই বাল্যকালের বাপ-মায়ের স্নেহ-মমতার কথা মনে পড়ে। আমার সেই অন্ধ দাদাজানের কথা মনে পড়ে। আমার লেখনি ধীরে ধীরে পাতার উপর আখরের আঁচড় কাটিতে থাকে।

সন্ধ্যা হইলে যাই বুলবুল নৃত্যকলার প্রতিষ্ঠানে। তাঁরা আমার 'বেদের মেয়ে' পুস্তক নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিতে চাহেন। বুলবুল বাঁচিয়া থাকিতে এই বই অবলম্বন করিয়া একটি নৃত্যনাট্য তৈরি করিতে চাহিয়াছিল। অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়ায় এ কাজ সে সমাধা করিয়া যাইতে পারে নাই। আজ বহু বৎসর পরে তাঁর সহধর্মিণী মিসেস আফরোজা বুলবুল সেই কাজে হাত দিয়াছেন। এই মহিয়সী মহিলার কথা ভাবিলে চক্ষু অশ্রুসজল হয়। নিজের সমাজ-ধর্ম পশ্চাতে ফেলিয়া একদিন তিনি তাঁর কৈশোর জীবনে যে গুণী ব্যক্তিটির পদতলে আশ্রয় লইয়াছিলেন আজ তাঁর পবিত্র স্মৃতিটি সম্মুখে রাখিয়া বুলবুলের আরম্ভ করা কাজটির জন্য সমানে তপস্যা করিয়া যাইতেছেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বুলবুল একাডেমিতে বসিয়াই তাঁহার নৃত্য-সাধনা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে তাঁহার বনিবনাও হইল না। তখন ইচ্ছা করিলে তিনি ভারতে যাইয়া তাঁহার আর্টের শত শত গুণগ্রাহী পাইতেন। সেখানে পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধুদের সাহায্য পাইতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া সুদূর মরুভূমির দেশ করাচি আসিয়া তিনি তাঁহার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করিলেন। কারণ তাঁর স্বামীর দেশ পাকিস্তান ছাড়িয়া কোথাও যাইয়া তিনি মনের তৃপ্তি পাইবেন না। কয়েকজন গুণগ্রাহীর সাহায্যে এখানে তিনি বুলবুল নাট্যকলা

www.banglainternet.com

সমিতি স্থাপন করিয়া দিনের পর দিন তাঁহার তপস্যাকার্য চালাইয়া যাইতেছেন। প্রতিদিন বহু ছেলেমেয়ে আসিয়া তাঁহার কাছে নৃত্য ও গান শিখিয়া যায়। তিনি বলেন, 'এদের নাচ গান শিখাইতে আমার বড় ভাল লাগে! এদের ভিতর দিয়া আমি ঘরে ঘরে আনন্দ বিতরণ করি। আমার শিশু-ছাত্রীদের পায়ের নূপুর নিক্কনে তাহাদের বাপমায়ের মনে সুরের ঝঙ্কার বাজিয়া ওঠে। এই মরুভূমির দেশে আমার ছাত্র-ছাত্রীরা বস্‌রার গোলাপ ফুল, সে ফুল নাচে গান করে।'

মিসেস বুলবুল তাঁর প্রতিষ্ঠানে কোন বিদেশী ছাত্র-ছাত্রী গ্রহণ করেন না। তাহা করিলে এই প্রতিষ্ঠানকে অর্থের জন্য ভাবিতে হইত না। তিনি বলেন, 'ওদের নাচ শিখাইয়া আমার লাভ কি? ওরা ত বেশিদিন আমার কাছে নাচ শিখিবে না। আর এদেশেও থাকিবে না। ভবিষ্যতে ওদের লইয়া কোন ভাল নৃত্যনাট্যও তৈরি করিতে পারিব না। তাহা ছাড়া অসমাপ্ত শিক্ষা লইয়া ওরা দেশে যাইয়া পাকিস্তানী নাচ বলিয়া যাহা দেখাইবে তাহাতে ওদের দেশের দর্শকদের মধ্যে পাকিস্তানী নাচের উপর অশ্রদ্ধাই হইবে।'

মিসেস বুলবুল এখানকার প্রতিষ্ঠান হইতে বেতন স্বরূপ একটি পয়সাও গ্রহণ করেন না। কারণ এই প্রতিষ্ঠানকে তিনি তাঁর মৃত স্বামীর প্রতীক বলিয়া মনে করেন। এখানে তিনি সর্বস্ব দিতে আসিয়াছেন, নিতে আসেন নাই। কোথাও কোন অনুষ্ঠানে নাচ দেখাইয়া যাহা পান তাহাই তাঁহার একমাত্র জীবিকা। ছেলেমেয়েদের লইয়া তাঁহার অভাবের সংসার কোনরকমে চলিয়া যায়। বাড়িতে কোন চাকর-চাকরানী নাই। ঘর-সংসারের সমস্ত কাজ একা করিয়াও তিনি প্রতিষ্ঠানের নৃত্য-শিক্ষার কাজ চালাইবার সময় করিয়া লইতে পারেন। তাঁর ছেলেমেয়ে দুইটি যেন বেহেস্তের ফুল। এদের দেখিলে আমার সমস্ত অন্তর ভরিয়া ওঠে। একদিন তিনি নিজের কথা বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন, 'আমার জন্য ভাবি না। কিন্তু আমার জেন্নাতবাসী স্বামীর আদরের এই ছেলেমেয়েদের অভাবই আমি সহ্য করিতে পারি না।'

মিসেস বুলবুলের পরিচালনায় একটি নৃত্য অনুষ্ঠান দেখিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান দেখিয়া আমার মনে হইয়াছে, পশ্চিম পাকিস্তানে বসিয়া দুই প্রদেশের কালচার ও কৃষ্টি তিনি এক সঙ্গে মিলাইয়া

www.banglainternet.com

লইয়াছেন। তাঁর নৃত্যকলায় পূর্ব পাকিস্তানের ধানকাটার গানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের জেলেদের মাছ ধরার নৃত্য পাশাপাশি আসিয়া স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে ও পাশ্চিম পাকিস্তানে এরূপ আর যে সকল প্রতিষ্ঠান আছে তাঁহারা আপনাপন প্রদেশকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। মিসেস বুলবুলের এই প্রতিষ্ঠান দুই প্রদেশের কালচার ও কৃষ্টিকে একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া নহে, পাশাপাশি দাঁড় করাইয়া দুই প্রদেশকেই সমান গৌরব দান করিতেছে। কিন্তু এত বড় কাজের জন্য কি দেশবাসী বা রাষ্ট্র, কাহারও কাছে তিনি সম্যক উৎসাহ পান নাই। আজ দুই প্রদেশের মধ্যে আরও ভালবাসার সেতু রচনা করিবার জন্য আমাদের গভর্নমেন্ট বহু টাকা ব্যয় করিতেছেন। মিসেস বুলবুলকে আমাদের সরকার একটি উপযুক্ত পেনসন দিলে উভয় প্রদেশের সাংস্কৃতিক মিলনের এই প্রচেষ্টা অধিকতর সার্থক হইত বলিয়া আমি মনে করি।

যাক, এইসব কথা। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে আসিয়া আমি মিসেস বুলবুলকে আমার বেদের মেয়ে নাটকের গানগুলি শিখাই। বইয়ের কোথায় কিরূপ নাচ হইবে সে বিষয়েও আলোচনা করি। তাঁহার কনসার্ট পার্টির বাদকেরা এবং আরও দুই একজন গায়ক গায়িকা আসিয়া এই গান শেখায় সামিল হন।

www.banglainternet.com

পাকিস্তান লেখক সংঘ

একদিন পাকিস্তান লেখক সংঘের অফিসে বন্ধুবর কুদরতুল্লাহ্ শাহাবের সঙ্গে দেখা হইল। পাকিস্তান লেখক সংঘ তাঁর 'মানস-সন্তান'। শাহাব সাহেব উর্দু সাহিত্যের একজন ভাল লেখক। উচ্চ পদাধিকারী হইয়াও তিনি নিচে নামিয়া আসিতে পারেন। সেই জন্যই তিনি বোধহয় আমাদের এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু হইতে পারিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যকারী হস্ত কারও কিছু করিয়া দেওয়ার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। তাঁহার পরিচিত মহলে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অনেকে বলেন, পাকিস্তান লেখক সংঘ তৈরি করিয়া তেমন বিশেষ কোন কাজ হয় নাই। এ বিষয়ে তোমার কি মত?'

আমি বলিলাম, 'পাকিস্তান লেখক সংঘের কাজে হয়ত কিছু কিছু ত্রুটি থাকিতে পারে। একটা নতুন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ত্রুটিহীন হইয়া কাজ করাও সম্ভবপর নহে। কিন্তু আজ লেখক সংঘের বদৌলতে সুদূর পেশোয়ারের আফগান সীমান্ত হইতে চট্টলা বিভাগের টেকনাফ নীলা পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগে প্রায় প্রত্যেক লেখকই পরস্পরের বন্ধু এবং ভাই। লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে আমরা কেহ কাহাকেও চিনিতাম না। কে কোথায় কি লিখিতেছেন তাহাও জানিতাম না। আজ পেশোয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া সিন্ধুর শেষ সীমান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানের লেখকেরাই আমার বন্ধু। শুধু বন্ধু নহেন, তাদের সঙ্গে একত্র হইলে মনে হয় আমরা যেন এক পরিবারভুক্ত। করাচি, লাহোর ও ঢাকায় বহুবার লেখক সংঘের অধিবেশন হওয়ায় আমরা এই সুযোগ পাইয়াছি। আজ পশ্চিম পাকিস্তানে আমার এত লেখক বন্ধু আছেন যে আমি ইচ্ছা করিলে একটি আধলাও ব্যয় না করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে বাড়িতে অতিথি হইয়া যতদিন খুশী সেইখানে থাকিতে পারি। লেখক সংঘের অধিবেশনে যখন পশ্চিম পাকিস্তানের লেখকেরা পূর্ব পাকিস্তানে আসেন তখন আমাদের লেখকেরা তাঁহাদের সঙ্গে মিশিবার

www.banglainternet.com

সুযোগ পান। আবার আমাদের লেখকেরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানে যান সেখানকার অন্যান্য লেখকেরাও তাঁহাদের সঙ্গে মিশিবার সুযোগ পান। তাহা ছাড়া এই অল্পদিনের সংগঠন চালাইয়া আমরা বহু দুস্থ সাহিত্যিককে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছি। রাজনৈতিক কারণে কোন সাহিত্যিক কারারুদ্ধ হইলে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব পাশ করিয়াছি ; এবং আমাদের প্রত্যেকটি প্রস্তাব সুফল প্রসব করিয়াছে। আমাদের অনুরোধে গভর্নমেন্ট শীঘ্র কপিরাইট আইন লেখকদের পক্ষে পরিবর্তিত করিতেছে।* লেখকদের বইপুস্তকের আয় হইতে গভর্নমেন্ট ইনকাম ট্যাক্স মওকুফ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এসব আজ লেখক সংঘ না থাকিলে হইত না। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা একাডেমী আছে। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দু একাডেমী, পাঞ্জাবী একাডেমী প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান আছে। এইসব জায়গায় সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের বিশেষ কোন স্থান নাই। পণ্ডিত লোকেরা সেখানে বসিয়া বড় বড় তথ্য এবং তত্ত্ব লইয়া লড়াই করিতেছেন। সমগ্র পাকিস্তান মিলিয়া লেখক সংঘই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদিগকে উচ্চ আসন দেওয়া হইয়াছে। আজ আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হইয়াছি। পশ্চিম পাকিস্তানের বহু লেখকের লেখা আমি পড়িতে পারি না। আমার মত উর্দু না জানা বহু সাহিত্যিক পূর্ব পাকিস্তানে আছে। তাই আমাদিগকে একদল ভাল অনুবাদক তৈরি করিতে হইবে। বিদেশী ফ্রাঙ্কলিন পাবলিশারের প্রচেষ্টায় আজ আমাদের দেশের দুই প্রদেশেই একদল ভাল অনুবাদক গড়িয়া উঠিয়াছে। তাদের প্রথম প্রচেষ্টা তেমন সাফল্যমণ্ডিত ছিল না। কিন্তু উর্দু হইতে বাংলায় বা বাংলা হইতে উর্দুতে তর্জমা করা আরও সহজ। কারণ ভাষা বিভিন্ন হইলেও আমাদের উপমা অলঙ্কার ও ভাবধারা প্রায় এক। কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে এই দুই ভাষা হইতে ভাল অনুবাদক তৈরি হয় নাই। দুই একজন যাঁহারা ভাল তর্জমা করিতে পারেন তাঁহারা এত অলস যে কোন অনুবাদ কাজ তাঁহারা আরম্ভ করিতে পারেন বটে কিন্তু শেষ করিতে পারেন না।

ব্রহ্মদেশে আমি দেখিয়া আসিয়াছি সেইখানে সহস্র সহস্র লোক অনুবাদের কর্মে নিয়োজিত আছেন। তাঁহারা সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি

* ইহার কিছুদিন পরেই লেখকদের অনুকূলে কপিরাইট আইন পাশ হয়।

www.banglainternet.com

বিষয়ের পুস্তকাবলি মাতৃভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। আজ আমাদের সবচাইতে বড় কাজ হইবে উর্দু হইতে পুস্তকাবলী বাংলায় অনুবাদ করা, বাংলা হইতে পুস্তকাবলী উর্দুতে অনুবাদ করা। এই অনুবাদের ভিতর দিয়া হয়ত আমরা বিশ্বসাহিত্যের রসধারার পরিচয় পাইব না, যাহাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের নিবিড় যোগ রহিয়াছে সেই ভাইদের মনের কথা আমরা এই অনুবাদের ভিতর দিয়া জানিতে পারিব। সাহিত্য পড়িয়া লোকে যেমন বাহিরের কথা জানিতে চায় তেমনি ঘরের কথাও জানিতে চায়। বাহিরের কথা জানিবার জন্য আমরা বিশ্ব সাহিত্য পাঠ করিব, আর ঘরের কথা জানিতে আমরা দেশের লেখকদের লেখা পড়িব।

আমার কথাগুলি শুনিয়া শাহাব বলিলেন, 'এখন হইতে আমরা অনুবাদের কাজে বেশি জোর দিব।' ইহার পর বন্ধুবরের সঙ্গে গিল্ডের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি লইয়া আরও অনেক আলোচনা হইল।

প্রায় এক মাস দেশ ছাড়িয়া করাচিতে আসিয়াছি। দেশে চলিয়া যাইবার জন্য মন টানিতেছে। লেখক সংঘের বন্ধুদের কাছে বিদায় লইতে আসিলাম। সেখানে বন্ধুবর জমিলুদ্দীন আলী বলিল, 'তুমি এখন দেশে যাইতে পারিবে না। তোমাকে মুলতান যাইতে হইবে। সেখানকার লেখকেরা তোমাকে চান।'

আমি বাতের রোগী। করাচি আসিয়া কিছুটা ভাল হইয়াছি। মুলতানে খুব শীত। সেখানে গেলে আমার অসুখ হয়ত বাড়িবে, কিন্তু বন্ধুবর কিছুতেই শুনিল না। মুহূর্ত মধ্যে আমার মুলতান যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। আলীর মত এমন কবিতাপাগল লেখক খুব কমই দেখিয়াছি। আলীর রচনা করে দোহা। জাপানী কবিতার মত তাহার টুকরা টুকরা কবিতাগুলি দুই লাইনেই শেষ হয়। সেইজন্য তার রচনায় উচ্ছ্বাস কম, সংযম বেশি। কতদিন তার সুললিত কণ্ঠে ঘন্টার পর ঘন্টা দোহা শুনিয়া রাত কাটাইয়াছি। সব কথা তাহার বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু তাহার সুরের ভিতর দিয়া তাহার ভাবালুতার পরিচয় পাইয়াছি। তার লেখা দুই একটি দোহা আমার খুবই ভাল লাগিয়াছে।

www.banglainternet.com

ছোটর সঙ্গে বড়র পিরীতি
এটা ভাল জানিলাম,
পাড় বাড়াইল যমুনা তটিনী
গঙ্গার হল নাম।

* * * *

তাহারে লিখিনু, সোনার বন্ধু
জীবনে দিলে না দেখা,
আসিও আমার স্বপনের মাঝে
আঁকি রামধনু রেখা।
সে মোরে লিখিল, তবে তুমি ঘুম
যেতে পার রাত ভোর,
এ প্রেম পেয়ালা পান করি সখা
ঘুম নিষিদ্ধ মোর।

এমনি অনেক টুকরা টুকরা কবিতা কত শুনিয়াছি বন্ধুর মুখে। সেই জন্য এই ভাবপাগলা লোকটিকে বড়ই ভালবাসি। আজ তার অনুরোধ কিছুতেই এড়াইতে পারিলাম না।

পরদিন বেলা সাড়ে দশটার সময় মুলতানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নূতন বন্ধু তরুণ আইনজীবী মিঃ রেওয়াজ আনোয়ার আসিয়া সহাস্য মুখে আমার সঙ্গে পরিচিত হইলেন। আঁকাবাঁকা রাস্তা ছাড়িয়া আমাদের মোটর আসিয়া একস্থানে লাগিল। সামনে বড় বড় হরফে লেখা প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড, পাকিস্তান লেখক সংঘের আফিস। সামনে পাকিস্তান লেখক সংঘের রেস্টুরেন্ট ও হোটেল। এখানকার হাজি সাহেব লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পাকিস্তান লেখক সংঘকে এই বাড়িটি করিয়া দিয়াছেন। সামনের রেস্টুরেন্ট ও হোস্টেল হইতে মাসে পাঁচশত টাকার মত আয় হয়। এই টাকা কেন্দ্রীয় লেখক সংঘের তহবিলে জমা হয়। হাজি সাহেব নিজে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সবকিছু দেখা শুনা করেন। এজন্য তিনি মাসে মাত্র ১০ টাকা বেতন গ্রহণ করেন।

www.banglainternet.com

হোটেলটি বড়ই নির্জন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ভিতরে প্রশস্ত আঙ্গিনায় নানারকম ফুলের গাছ রোপণ করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বসিবার জায়গা। ইহা হাজি সাহেবের সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দেয়। আগেই আমি হাজি সাহেবের এই অসামান্য বদান্যতার কথা আমার বন্ধু জমিলুদ্দীন আলীর নিকটে শুনিয়াছিলাম।

হোটেলে আসিতেই বিরাট দেহ হাজি সাহেব আমাকে স্নেহের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিলেন। তারপর যথারীতি আলাপ আলোচনার পর আমি এদেশের গ্রাম দেখিতে চাহি বলায় রেয়াজ সাহেব আমাকে সুলেখক মিঃ মকসুদ জাহেদীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহার সঙ্গে টাঙ্গায় করিয়া শহরের পাশেই একটি গ্রামে গেলাম। ইহাকে গ্রাম না বলিয়া শহরের একটি অংশ বলা যাইতে পারে।

এক জায়গায় গোল চাকার সাহায্যে ইঁদারা হইতে পানি উঠাইয়া নানা নালিপথ বহাইয়া আশেপাশের ক্ষেতগুলিকে জলসিক্ত করা হইতেছে। ইহার নিমার্ণ প্রণালী খুবই সহজ। ইঁদারার উপর থাকে প্রকাণ্ড একটি চাকা। তাহার মাঝে মাঝে কতকগুলি কলসী আটকানো। সেই চাকা ইঁদারার পানির মধ্যে ডুবিয়া থাকে। আর একটি চাকা সমতলভাবে সেই চাকার সঙ্গে যুক্ত থাকে। গরু দ্বারা সেই চাকাটি ঘুরাইলে বড় চাকাটিও ঘুরিতে থাকে। পানি ভর্তি হইয়া সেই কলসীগুলি চাকার ঘুর্ণনে উপরে উঠিলেই একজায়গায় সমস্ত পানি একটি নালা পথে ঢালিয়া পড়ে। শুনিয়াছি ইঁদারা হইতে পানি তুলিবার এই পদ্ধতি পাঞ্জাববাসীরা পারসীদিগের নিকট হইতে শিক্ষা করে। এদেশের ইঁদারাগুলি পূর্ব পাকিস্তানের ইঁদারাগুলির মত গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায় না। তখন ইঁদারায় আরও পানি ওঠে। এদেশের চাষীরা ঐ পানি শুধু ফসলের ক্ষেতেই ব্যবহার করে না। বড় বড় গাছগুলির তলা দিয়া এই পানিকে বহাইয়া গাছগুলিকে গ্রীষ্মের উত্তাপ হইতে রক্ষা করে। আমার কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের চাষীরা ক্ষেতের ফসল ফলাইতে কেবলমাত্র আকাশের দিকে চাহিয়া থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে যখন অনাবৃষ্টি হয় তখন দরগা তলা সিন্নিতে ভরিয়া যায়। নৈলা গান আর বৃষ্টি নামানোর গানে আকাশ ফাটিয়া যাইতে চাহে। মসজিদে মসজিদে বিশেষ নামাজের ব্যবস্থা হয়। এরপর যে বছর দেরীতে

www.banglainternet.com

বৃষ্টি হয় সে বছর বর্ষাকালে অপরিণত ফসল পানিতে ডুবিয়া যায়। কৃষিবিভাগ এরূপ কতকগুলি পানি তোলার কল কি আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের স্থানে স্থানে বসাইতে পারে না? হয়ত একাজ করিতে প্রথমে অনেক সমস্যার উদয় হইবে, কিন্তু বিদ্যা, বুদ্ধি অভিজ্ঞতার জোরে সেইসব সমস্যার উত্তীর্ণ হওয়া যাইতে পারে। দুএকটি স্থানে কর্তৃপক্ষের নিজ তত্ত্বাবধানে এরূপ পানি তোলার ব্যবস্থা করিলে আমাদের দেশের চাষীরা আপনা হইতেই এই পদ্ধতি গ্রহণ করিবে। জাপানী তাঁত যখন এদেশে আনিয়া তাঁতীদিগকে দেওয়া হয়, প্রথমে তাহারা এদিকে কোন উৎসাহই দেখায় নাই। পরে যখন তাহারা দেখিল এই তাঁতে কাপড় বুনিলে দেশী তাঁতের চাইতে ডবল মাপের কাপড় একই সময়ে বোনা যায় তখন তাহারা নিজের আগ্রহেই এই তাঁত গ্রহণ করিল। আজ ঢাকা, ত্রিপুরা, ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার তাঁতীরা পূর্বেকার সেই দেশী তাঁত যে কেমন ছিল তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি পরিচালিত শিল্পগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া তাহারা অনেক সস্তায় বাজারে তাঁত-বস্ত্র আমদানী করিতেছে। এইদেশের সুতার মিস্ত্রীরা নিজেরাই তাহাদের জন্য জাপানী তাঁত তৈরি করিয়া দেয়। এজন্য আর জাপানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় না।

কুয়ার ধারে পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে কাপড়-চোপড় ধুইতেছিল। কেহ হাঁড়ি-পাতিল পরিষ্কার করিতেছিল। কেহ কলসীতে করিয়া পানি ভরিতেছিল। কেহ মেহেদী রঞ্জিত পা দুইটি আস্তে আস্তে গামছা দিয়া ঘসিতেছিল। তাহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি মায়ের আঁচল ধরিয়া খেলা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া ছোটরা-বড়রা কেহই পালাইয়া গেল না। বুনো হরিণের মত উৎসুক সরল দৃষ্টি লইয়া আমাকে ক্ষণেক দেখিয়া আবার আপনা কাজে নিয়োজিত হইল। এঁদের পরনের নানা রঙের বসন দেখিয়া মনে হইল সন্ধ্যা সকালের সবগুলি মেঘ যেন এখানে হাঁটিয়া আসিয়াছে। মেয়েদের হাসিখুশী মুখগুলি যেন সেই মেঘগুলির মধ্যে বিজলীর ঝলক দিতেছে। একটি চৌদ্দ-পনেরো বৎসরের মেয়ে কাপড়ে সাবান মাখাইয়া ঘসিতেছিল। তাহার গায়ের বর্ণ যেন চুনে হলুদে ডুগুডুগু। তাহার সোনালী হাতে যখন সে কাপড় আছাড় দিতেছিল তখন টুনটুন করিয়া তাহার হাতের চুড়িগুলি বাজিতেছিল ; তাহার রঙিন হাতের আঘাত

www.banglainternet.com

পাইয়া ময়লা কাপড় সাবানের ফেনায় শুভ্র ফুলের মত হইয়া তাহার আলতা মাখান পা দুটির নিকটে আসিয়া হাসিয়া কুটিকুটি হইতেছিল। ভাবিয়াছিলাম এখানে বসিয়াই একটি কবিতা রচনা করি ; কিন্তু নতুন দেশে আসিয়াছি। ইহার রীতিনীতি কিছুই জানি না। কে কি বলিবে? তাই সেখান হইতে উঠিয়া মাঠের দিকে গেলাম। এখানে কালো মেঘের মত রঙের কপিক্ষেতগুলি। গাছগুলি যেমন সতেজ হইয়াছে কপির ফলন তেমন হয় নাই। আমাদের ঢাকায় কমলাপুরের চাষীরা যে কপিক্ষেত করে তাহাতে গাছগুলি এমন সতেজ হয় না। কিন্তু কপির ফলন এখানকার চাইতে বড় বলিয়া মনে হয়।

এইসব দেখিয়া স্থানীয় তরুণ শিল্পী জব্বার সাহেবের বাড়িতে গেলাম। কদিন হইতে তাহার সামান্য জ্বর হইতেছে। সেই জ্বর লইয়া শিল্পী আমাকে সহাস্য বদনে অভ্যর্থনা করিলেন। তার আঁকা ছবিগুলি দেখাইলেন। বড়ই ভাল লাগিল। মাত্র পনেরো-ষোল দিন তিনি বিবাহ করিয়াছেন। অজানা অতিথির সামনে বউটিকে আনিয়া হাজির করিলেন। বউটির মুখখানি ভরা এমন লাবণ্য দেখিয়াই বোনটি বলিয়া আদর করিতে ইচ্ছা করে। এ যেন আমাদের বাঙলাদেশেরই একটি পরমাত্মীয়া। হাতের ডালায় কিসমিস বাদাম পেস্তা। আমাদের সামনে নামাইয়া রাখিয়া চা তৈরি করিতে লাগিলেন। একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করিয়া বউটিকে কথা বলাইলাম। আমার ভাঙা উর্দুর প্রশ্ন শুনিয়া তার চোস্ত উর্দু ভাঙিয়া আমাকে সহজ করিয়া বুঝাইবার কি প্রয়াস। এখান হইতে তিরিশ মাইল দূরে তার পিতার বাড়ি। আমরা যদি গাড়ী সংগ্রহ করিতে পারি তবে বউটি আর তার স্বামী কাল আমাদের সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইবে। বউটির দেবর আমাদিগকে একটি পল্লীগান শুনাইল। এই সুন্দর পরিবেশের মধ্য হইতে বিদায় লইতে মন চায় না। কিন্তু বেলা হইয়াছে, উঠিতে হইল। সকলের সঙ্গেই করমর্দন করিয়া বউটিকে অনেক দোয়া করিয়া বিদায় লইতেছি, স্বামী বউটিকে বলিলেন, 'হাত মিলাও।' বউটি আসিয়া আমার হাতে হাত মিলাইলেন। পরদিন বউটির বাপের বাড়িতে আর যাওয়া হইল না। কারণ শিল্পী বন্ধুর জ্বর আরও বাড়িয়াছে। দূর দেশে এই বোনটিকে আর কোনদিন দেখিব কিনা জানি না। তার এবং তার শিল্পী স্বামীর কথা মনে হইয়া সমস্ত অন্তর আমার স্নেহরসে সিক্ত হইতেছে।

www.banglainternet.com

বিকালবেলা স্থানীয় দৈনিক ইমরোজ কাগজের অফিসে আমার চা-পানের নিমন্ত্রণ। সেখানে একটি ছোটখাট মোশায়রা হইল। বহু সাহিত্যিক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা অনেকেই কিছুকিছু কবিতা আবৃত্তি করিলেন। রেয়াজ আনোয়ার সাহেব নিজের রচিত কয়েকটি দোহা আবৃত্তি করিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারি মধুর। তারপর আমাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করার অনুরোধ আসিল।

সব কবিরই এমন দু'চারটি কবিতা আছে যাহা যেমন তেমন করিয়া অনুবাদ করিলেও শ্রোতারা তাহার রস কতকটা উপভোগ করিতে পারে। আমার কবিতা হইতে এমন কয়েকটি কবিতা বাছিয়া লইয়া প্রথমে দুই একটি পঙ্‌ক্তির ইংরেজি অনুবাদ করিয়া উর্দু কবিদের মতই সুর করিয়া গাহিয়া গেলাম। গত একমাস আমি সমানে লিখিয়া কাটাইয়াছি। সেই লেখার আবেগ আমার অন্তর ভরিয়া। মুলতানে আসিয়া যেখানেই যাহা বলি তাহার সঙ্গে সেই আবেগ মিশিয়া যায়। তাই আমার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্রোতাদের অন্তরও যেন আমি আমার অন্তরে অনুভব করিলাম। এই চা-চক্রের হোতা মিঃ হাসুদ আজহারের কাছে বিদায় লইয়া গৃহে ফিরিতেছি, এমন সময় এদেশের নাম করা কবি মিঃ সাদেক মুসাব্বার ধরিলেন তাঁর বাসায় যাইতে হইবে। এই ভদ্রলোক বড়ই অমায়িক। মুলতানের লেখক-সংঘ তাঁহার একখানা পুস্তক ছাপাইয়াছে। এখানে আসিয়া এদেশের পারিবারিক জীবনের কিছুটা দেখার বড়ই ইচ্ছা ছিল। তাই মুসাব্বার সাহেবের নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলাম। বহু আঁকাবাঁকা পথ অতিক্রম করিয়া শহরের প্রান্তে যেখানে ফসল ক্ষেত এখনও তার স্নেহবাহু বাড়াইয়া ইটপাটকেলের দেশে সবুজের সুষমা বহন করিতেছে, সেখানে ফলবান গাছগুলি উচ্চশাখা বিস্তার করিয়া শুধু ফল আর ছায়া বিতরণ করিতেছে না, নানা পাখির আবাসস্থল হইয়া শহরবাসীর নিরস মনে পাখি কাকলীর সুরধ্বনি বিতরণ করিতেছে। তাহারই মাঝখানে অতি পুরাতন বাড়ি। অন্ধকারে দেশলাই জ্বালিয়া অতি সাবধানে দ্বিতলে উঠিয়া পরে বারান্দার সরু পথের অনেকখানি অতিক্রম করিয়া একটি দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

এগার বার বৎসরের একটি মেয়ে লণ্ঠন হাতে লইয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। মুসাব্বার সাহেব আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, 'আইয়ে।'

www.banglainternet.com

বলা নাই, কহা নাই, একটি অপরিচিত লোককে এমন করিয়া কে বাড়ির ভিতর লইয়া যায়! আমি যেন এই বাড়ির বহু পুরান আত্মীয়। মুসাব্বার সাহেব আমার হাত ধরিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। তাঁর দুইটি মেয়ে। একজন ক্লাশ নাইনে পড়ে। অপরটি বোধহয় ক্লাশ সেভেনে। তারা হাসিখুশিভাবে আসিয়া আমাকে সালাম জানাইল।

একটি মেয়ে বেশ ছবি আঁকে। আমার সংগে আলাপ করিতে তার কত আগ্রহ। একটি একটি করিয়া তার আঁকা ছবিগুলি দেখাইতে দেখাইতে কেবলি বলে, 'এগুলো তেমন কিছু হয় নাই।' অপর মেয়েটি আমাকে গান শুনাইল। অল্প সময়ের মধ্যেই মনে হইল ওরা আমারই মেয়ে। গৃহিণী রান্নাঘরে বসিয়া চা নাস্তা পাঠাইতেছিলেন। মুসাব্বার সাহেব তাহাকেও ডাকিয়া আনিলেন। মায়ের সঙ্গে মেয়ের কানে কানে কি কথা হইল। মেয়েরা আবার বাপের কানে কানে কি বলিল। বাবা আমাকে বলিলেন, 'আমার গৃহিণী অনুরোধ করিতেছেন আমাদের এখান হইতে খাইয়া যাইবেন।' আমি বলিলাম, 'আজ খাইতে পারিব না। এখনই আমাকে কলেজের প্রফেসারদের ওখানে মোশায়রায় যাইতে হইবে। সেখান হইতে ফিরিয়া হাজি সাহেবের নিমন্ত্রণ রাখিতে হইবে'।

মেয়ে বলিল, 'চাচা, তবে কাল আমাদের এখানে খাইবেন। আম্মা ভাল মাছ রাঁধিতে পারেন।' আমি বলিলাম, 'বেটি, এবার তোমাদের নিমন্ত্রণ রাখা হইবে না। তিনদিন মাত্র এখানে থাকিব। আমার সমস্ত চলাবলা আগে হইতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আছে।'

মুসাব্বার সাহেবের বাসা হইতে বিদায় লইবার সময় মেয়ে দুইটি বার বার করিয়া অনুরোধ করিল, 'চাচা আবার আসিবেন।'

এত দূরদেশে এত স্নেহ এত মমতা কে আমার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিল ভাবিতে ভাবিতে পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এখানকার কলেজের প্রফেসারদের ছোট্ট একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী। প্রতি সপ্তাহে তাঁহারা একত্রিত হইয়া নানা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা করেন। আজ আমার আগমন উপলক্ষে তাঁহারা সেইসব গভীর জ্ঞানের কথা আলোচনা না করিয়া মোশায়রার অনুষ্ঠান করিলেন। এখানেও আমাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করিতে হইল।

www.banglainternet.com

পরদিন সকালে উঠিয়া হাজি সাহেবের লেখক কলোনী দেখিতে গেলাম। বিস্তীর্ণ একটি জায়গা লইয়া এই কলোনী। ছোট ছোট প্লটে বিভক্ত। হাজি সাহেব এই প্লটগুলি উপযুক্ত মূল্য লইয়া নানা লোকের মধ্যে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। তবে রায়ত নির্বাচনে হাজি সাহেবের কিছুটা হাত আছে। সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার প্রভৃতির উপর হাজি সাহেবের আগ্রহ বেশি।

কলোনীর মাঝখানে নয়নমুগ্ধকর বিল্ডিং। এইখানে একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বসিবে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া হাজি সাহেব ইহা তৈরি করিয়াছেন। মসজিদের পাশে মাটির তলায় একটি শান বাঁধানো শূন্য কবর। তার উপর কোন নক্সা বা কারুকার্য নাই। মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনদের কবর খুঁড়িতে কষ্ট হইবে মনে করিয়া হাজি সাহেব আগে হইতেই এই কবর তৈরি করিয়া রাখিয়াছেন।

স্বাধীনতার পর ইনি ইউ. পি. হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিতেছেন। সেখানে ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া যে টাকা উপার্জন করিয়াছিলেন তাহা পাকিস্তানে লইয়া আসিয়াছেন। সেই টাকাই তিনি সৎকার্যে দান করিয়া ব্যয় করিতেছেন। ছেলে ব্যবসা-বাণিজ্য করে। তাহার ভবিষ্যতের জন্য হাজি সাহেবের কোন চিন্তা নাই।

হাজি সাহেব নিজে কোন লেখক নন। এখানে যতগুলি সাহিত্য-সভা হয়, হাজি সাহেব নিজে বাহির হইতে তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অথচ নিজে সাহিত্য-সভায় যোগদান করেন না। দেশের শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার এই অহেতুক দরদ দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য হইতে হয়। তিনি সেকেলে আরবী পড়া লোক। এ লোকটির মনে দেশের লেখকদের জন্য এত দরদ কোথা হইতে আসিল? পাক-ভারতের যতটা খবর রাখি হাজি সাহেবের মত কেহই দেশের সাহিত্যের জন্য এতটা আত্মত্যাগ করেন নাই। মুলতানের লেখক সংঘের মধ্যে যদি একজনও বড় সাহিত্যিকের উদয় হয় তবেই হাজি সাহেবের দান সার্থক হইবে।

হাজি সাহেব এত যে করিয়াছেন কিন্তু কাগজে তাহা প্রকাশ হইবার কোন আগ্রহই তাঁহার নাই। আমার এই প্রশংসা যদি তাঁর কানে যায় তিনি হয়ত বড়ই বিব্রত হইবেন।

www.banglainternet.com

হাজি সাহেবের কলোনী দেখিয়া হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। এই বয়োবৃদ্ধ লোকটির প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে সমস্ত মন ভরিয়া উঠিল।

প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় হাজি সাহেব একখানা ট্যাক্সি আমার যাতায়াতের জন্য ঠিক করিয়াছিলেন। তাহাতে উঠিয়া মাঠ দেখিতে রওয়ানা হইলাম। এক ভদ্রলোকের একটি খামারবাড়ি আছে। লাহোর হইতে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে। ধূলিধূসরিত গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া সেখানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম।

সেখানে এক কৃষাণ পরিবার থাকে। তাহারা সাত আটজন। বাড়ির ইঁদারা হইতে গরুর সাহায্যে পানি তুলিয়া ক্ষেতগুলিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ক্ষেতের কাজ করে। নিজেদের তিন চার বিঘা জমি আছে। আরও তিরিশ পঁয়ত্রিশ বিঘা জমি তাহারা ভাগে চাষ করে। এই তিরিশ পঁয়ত্রিশ বিঘা জমি যদি তাহাদের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হয় তবে সমস্ত পরিবারটি অনাহারে মরিয়া যাইবে।

সেখান হইতে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। বিকাল সাড়ে তিনটায় এখানকার লেখক সংঘ আমাকে একটি চা-চক্রে অভ্যর্থনা করিবেন। হাজি সাহেব তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে ব্যস্ত।

কিন্তু সেই চা-চক্র যখন আরম্ভ হইল হাজি সাহেব তাহাতে সামিল হইলেন না। দূর হইতে একাজে-ওকাজে তদারক করিতে লাগিলেন। চা পান শেষ হইলে লেখক সংঘের দোতলা হল ঘরে সাহিত্য-সভার অধিবেশন হইল। এখানকার সাহিত্যিকেরা রচনা কার্যে বড়ই তৎপর। দুই তিনজন আমার লেখার উপরে প্রবন্ধ লিখিয়া আনিয়াছেন। কেহ কেহ আমার ছোট ছোট দুএকটি কবিতাও অনুবাদ করিয়াছেন। আল্লানা সাহেবের ইংরেজি কবিতার সংকলন হইতে একজন আমার কবর কবিতাটি অনুবাদ করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে আমি কবর কবিতাটি আবৃত্তি করিলাম। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কুদরত নাদভি সাহেব আমার বেশি কবিতা পড়েন নাই, কিন্তু যাহা কিছু পড়িয়াছেন তারই কিছু কিছু অনুবাদ করিয়া আমার উপরে এমন কবিত্বপূর্ণ একটি লেখা পড়িলেন, যে শ্রোতাদের মধ্যে তাহার উপভোগে ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল।

www.banglainternet.com

উহার পরে আমাকে কিছু বলার অনুরোধ আসিল। এই সভার প্রায় অর্ধেক লোক ইংরেজি জানেন না। আমার ভাঙা উর্দু আর ইংরেজি মিশাইয়া মাঝে মাঝে গ্রাম্যগান গাহিয়া মনে মনে আমি আমার বক্তৃতার বিষয়- বস্তু রচনা করিলাম।

আমি বলিলাম, 'আপনাদের এই ছোট শহরে আসিয়া আমার কেবলই ভুল হইতেছে, আমি যেন আমার নিজের গ্রামে আসিয়াছি। আপনাদের যে স্নেহ-মমতা আমি পাইয়াছি তার যোগ্য আমি নই। এই স্নেহ-মমতা আমার ভিতর দিয়া আপনারা আমার পূর্ব পাকিস্তানকেই দান করিয়াছেন। আপনারা আমাকে এত ভালবাসা দিয়াছেন যে, আপনাদের মনের কথা বলিতে আজ আমার কোনই সঙ্কোচ নাই। আপনাদের এই অভ্যর্থনার সুযোগ লইয়া আমি আমার পশ্চিম পাকিস্তানের ভাইদের কাছে গুটিকতক কথা বলি।

হাজার হাজার মাইল দূরে আমাদের পূর্ব পাকিস্তান। সেইখানে আমাদের অনেক রীতিনীতি আপনাদের হইতে আলাদা। পশ্চিম পাকিস্তান হইতে পূর্ব পাকিস্তানে যাইয়া সেই আলাদা রীতিনীতি দেখিয়া আমাদের কোন কোন ভাই মনে করেন, এই পার্থক্য হিন্দু প্রভাবের ফল। তাঁহারা আশা করেন এইসব পার্থক্য ভাঙ্গিয়া আমরা আপনাদের সঙ্গে আসিয়া এক হই।

কিন্তু এই ধারণা ভুল। কারণ আমাদের মেয়েরা শাড়ি পরে। যখন রঙিন শাড়ি পরিয়া আমাদের মেয়েরা কলসী কাঁখে লইয়া সরষে ক্ষেতের আঁকা-বাঁকা পথ ঘুরিয়া পদ্মা নদীতে পানি আনিতে যায় তখন বাঁশের বাঁশীর সুর বহিয়া আমাদের মনের কথা আকাশে ছড়ায়। মেয়েদের এই শাড়িকে আমরা কত ছন্দে কত উপমায়ই না রূপ দিয়াছি। সেই শাড়ি মেঘের মত, রামধনুর মত, ময়ূর পাখির পাখার মত। এখন কেহ যদি বলেন এই শাড়ী বদলাইয়া আমাদের মেয়েদের ঘাগরা বা ইজের পরিতে হইবে, সে কথা আমরা শুনিব না। তেমনি আমাদের পদ্মা যমুনা মেঘনা নদী হইতে আমরা যে অপূর্ব ভাটিয়ালি সুর কুড়াইয়া পাইয়াছি তাহাও আমরা ছাড়িব না। আপনাদের এইখানে যে অপূর্ব সিন্ধি পাঞ্জাবী আর পস্তু লোকগীতি শুনিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে তাহা আমার কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে। পার্থক্যের জন্যই মানুষ মানুষের বন্ধু হয়। আমার ভিতরে যাহা

www.banglainternet.com

নাই তাই আমরা অপরের নিকটে পাইয়া তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব করি। অনন্ত কাল ধরিয়া নারী-পুরুষে যে মিলন তাহাও সেই পার্থক্যের জন্য।

আজ আমরা যখন দেখি, আপনাদের এখান হইতে বন্ধুরা যাইয়া আমাদের গ্রাম্যগানের তারিফ করেন ; সেই তারিফের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা আমাদের হৃদয়টিকেও কিনিয়া ফেলেন। আপনাদের শাহ আবদুল লতীফ, ভিতসা, ফরিদ শা– এঁদের গান আমাদিগকে পাগল করে। রেডিও পাকিস্তান হইতে যখন আমরা সিন্ধি, পাঞ্জাবী, পস্তু লোকগীতি শুনি সমস্ত পাকিস্তান আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে। পাকিস্তান লেখক সংঘের বদৌলতে এখন আমরা দুই প্রদেশের সাহিত্য অনুবাদ করিবার ভার লইয়াছি। এই অনুবাদের কাজ আরও অগ্রসর হইলে আমরা আপনাদিগকে আরও নিকটে করিয়া পাইব।

www.banglainternet.com

পশ্চিম পাকিস্তানের বাগান

অনেক রাত্রে সভা ভঙ্গ হইল। এখানকার কলেজের কয়েকজন তরুণ অধ্যাপক অনেক রাত অবধি আমার কুঠরীতে বসিয়া সাহিত্য বিষয়ে বহু আলোচনা করিলেন।

পরদিন ১২.১০.৬১ তারিখে সকালে উঠিয়া লুথ আবাদে কাশেমবাগ দেখিতে রওয়ানা হইলাম। পথের মধ্যে এক পীরের আস্তানায় গাড়ি থামাইলাম। সেখানে একটি লোক হারমোনিয়াম বাজাইয়া এই দেশীয় গ্রাম্যগান করিতেছিল। বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহার গান শুনিলাম। তাহার গানে আমার আগ্রহ দেখিয়া রেয়াজ সাহেব হারমোনিয়াম সহ এই গায়ককে আমাদের গাড়িতে তুলিয়া লইলেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্যপথ দিয়া আমাদের গাড়ি চলিল। সঙ্গে সঙ্গে সেই গায়কের গান। দুইধারে ফসলহীন ধূসর মাঠ। এখানে সেখানে ছায়াশীতল শাখা বিস্তার করিয়া বড় বড় ফলবান গাছ। সমস্ত পথটি যেন কবিতা হইয়া উঠিল।

লুথ আবাদে আসিয়া আমরা গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। শহরের বস্তির মত মাটির দেওয়ালওয়ালা ঘরগুলি একের সঙ্গে অপরের গায়ে লাগানো; আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে যেমন প্রত্যেকের বাড়িতেই দু'একটি ফলবান গাছ আছে, লাউ-কুমড়ার জাংলা আছে, এই বস্তিতে তেমন এতটুকু সবুজ পাতার চিহ্নও নাই। মাঠ ভরিয়া এত জায়গা থাকিতে এই বাড়িগুলি এত কাছাকাছি উঠিয়াছে কেন বুঝিতে পারিলাম না। বস্তি পার হইয়া চারিদিকে দেওয়াল-ঘেরা একটি কার্পাস ক্ষেতে প্রবেশ করিলাম। এইখানে প্রায় হাজারখানেক মেয়ে কার্পাস গাছ হইতে তুলা চয়ন করিতেছে। পথের ধারে তাহাদের সামান্য কাপড়-চোপড়। একটি চৌকির চারিদিকে 'ঝোলা' আটকান। দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম প্রত্যেকটি ঝোলার মধ্যে একটি করিয়া

www.banglainternet.com

শিশু। মা গিয়াছে তুলা সংগ্রহ করিতে। প্রত্যেক লাইনের তুলা সংগ্রহ করিয়া মা আসিয়া শিশুকে দুধ খাওয়াইয়া যান বা কোলে লইয়া একটু আদর করিয়া যান। তুলার ক্ষেতের মধ্যে চাহিয়া দেখি নানা বয়সের ছোট বড় কত মেয়ে আড়াআড়ি করিয়া তুলা সংগ্রহ করিতেছে। এ যেন আকাশের তারাগুলি মাটিতে আসিয়া খেলা করিতেছে। এ যেন মানস সরোবর হইতে নানা রঙের পাখি আসিয়া এই তুলার ক্ষেতে উড়িয়া পড়িয়াছে। আট বছর হইতে আরম্ভ করিয়া চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত নানা বয়সের মেয়ে। গৃহে ইহারা বন্ধ দরজা জানালা আর বোরখার কারাগারে অবরুদ্ধ। আজ এই তুলার ক্ষেতে আসিয়া তাহারা বন্য পাখির মত সঙ্কোচহীন। এক লাইনের তুলা শেষ হইলে তাহারা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া সেই ক্ষেতের আলিতে আসিল। প্রত্যেকে কোঁচড় হইতে সংগ্রহ করা তুলাগুলি যার যার নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। দুএকটি কিশোরী মেয়েকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কথা বলাইতে চাহিলাম। তাহাদের পার্শ্ববর্তিনী বয়স্ক মেয়েরা আসিয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিল। বিদেশী বলিয়া কেহ কেহ বিস্মিত দৃষ্টি লইয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তাহারা অপর লাইনে যাইয়া তুলা সংগ্রহ করিতে ছুটিল। মাথা নিচু করিয়া সুন্দর দেহটিকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া কিশোরী মেয়েরা যখন তুলা সংগ্রহ করিতেছিল, মনে হইতেছিল আকাশের শত শত রামধনু যেন এখানে আসিয়া বাঁকাইয়া আছে। এরা সবাই গরীব। নিজেদের কোন ক্ষেত নাই। জমিদারের ক্ষেতে তুলা সংগ্রহ করিয়া তাহারা সামান্য পারিশ্রমিক পায়। আমার কেবলই মনে হইয়াছে, এমন হুরীর রূপ শুধু বাদশার ঘরের বাদশাজাদীদেরই শোভা পায়। একবার এক গরীব বাদশার কাহিনী লিখিয়াছিলাম। সেই গরীব বাদশার কন্যাদেরই যেন এখানে দেখিলাম। এরা যেন হৃতসর্বস্বশূন্য তুলাগাছের বনে কতকগুলি ফুল হইয়া শোভা পাইতেছে। এদের কাব্য আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের কবিরা কবে লিখিবেন?

অল্পক্ষণ পরে মেয়েরা তুলা সংগ্রহ শেষ করিয়া যার যার বাড়ি চলিয়া গেল। আমরা সেখান হইতে আরও কিছুদূর আগাইয়া যাইয়া কাশেম বাগে প্রবেশ করিলাম। এই বাগানের চারিদিকে বড় বড় গাছ। সেইসব গাছে

www.banglainternet.com

কোন সুস্বাদু ফল ধরে না। শুনিলাম, বাগানের গাছগুলিকে ইহারা ঝড় ঝাপটার হাত হইতে রক্ষা করে। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে আমরা ঝড় ঝাপটার ভয়ে ফলের বাগান করি না। যা কিছু ফলবান গাছ রোপণ করি নিজেদের আহারের জন্য। তাহাও মাঝে মাঝে ঝড়ঝঞ্ঝা আসিয়া একেবারে ভূমিস্মাৎ করিয়া দেয়। এই দেশের ফলের বাগান করা একটি অর্থকরী ব্যবসায়। প্রায় সারা বছর প্রতি ছয় সাতদিন অন্তর নালার সাহায্যে এই গাছগুলিতে পানি দেওয়া হয়। বর্ষাকালে এমুনিয়াম সালফেটের সঙ্গে গোবর মিশাইয়া প্রতিটি গাছের গোড়ায় দেওয়া হয়। ফলবান গাছগুলিকে বড় হইতে দেওয়া হয় না। বড় হইলে তাহারা অনেক জায়গা দখল করে আর মাটি হইতে প্রচুর খাদ্যও সংগ্রহ করিতে পারে না। সেই জন্য বেশি ফলও দেয় না।

বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, গাছে গাছে হলুদ রঙের শত শত মুসাম্মির আর মালটা ফলিয়া আছে। ওরা যেন গাছের সারা অঙ্গের গহনা হইয়া ঝলমল করিতেছে। বাগানের মালিকের কর্মচারীর অনুরোধে কয়েকটি ফল পাড়িলাম। কিন্তু গাছে তাহারা এমন শোভা হইয়া আছে যে বেশি ফল পাড়িতে মন চাহিল না। বন্ধুরা অনেকগুলি ফল পাড়িয়া ফেলিলেন। তাহার দশটি ফল দেশে আনিয়া ছেলেমেয়েদের বলিলাম এই ফল আমরা গাছ হইতে পাড়িয়া আনিয়াছি। আমাদের দেশে মালটা আর মুসাম্মির জন্মে না। এই গাছগুলির কাহিনী তাহাদের কাছে রূপকথা। এই বাগানের ছোট ছোট বহু আমের কলম লাগান হইয়াছে। সেই চারাগাছগুলির চারিধারে পাতাবহুল গাছের ডাল পুতিয়া দিয়া তাহাদিগকে রৌদ্রের প্রখরতা হইতে রক্ষা করা হইতেছে।

এই বাগান ছাড়িয়া আবার আঁকাবাঁকা পথ পার হইয়া হোস্টেলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বন্ধুবর মকসুদ জাহেদি আর রেয়াজ আনোয়ার সাহেব বিদায় লইয়া যার যার গৃহে চলিয়া গেলেন। আজিকার এই ভ্রমণের কথা বহুদিন আমাদের মনে থাকিবে।

বিকালে একটি বইয়ের দোকানের দ্বারোদ্‌ঘাটন হইবে। সেখানে আমার নিমন্ত্রণ। বন্ধুবর রেয়াজ আনোয়ার তাঁর স্ত্রীকে সংগে করিয়া আমাকে

www.banglainternet.com

সেখানে লইয়া গেলেন। এক বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে এখানকার লেখক, প্রফেসার শিক্ষক, ছাত্র মিলিয়া প্রায় হাজার দুই লোক এখানে আসিয়া জড় হইয়াছেন। এই বিভাগের কমিশনার সাহেবের সুন্দরী পত্নী এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করিলেন। এই উপলক্ষে কয়েকজনকে পুরস্কার দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য আমাকেও তিনি একটি পুরস্কার প্রদান করিলেন। একটি বইয়ের দোকান উপলক্ষ করিয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এমন উৎসাহ আর ঔৎসুক্য কদাচিত দেখা যায়। ইহাতে মুলতানবাসীদের এই পুস্তক প্রকাশের প্রতি গভীর অনুরাগেরই সাক্ষ্য প্রদান করে।

চা পানের বিরতির সময় আমরা গোপনে সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া গাড়িতে আসিয়া উঠিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমরা এখানকার একটি ডেয়ারী ফার্মে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমাদের আসিতে বিলম্ব হইয়াছে। গরুগুলিকে দোহান শেষ হইয়াছে। মেজর হোসেন আমাকে লইয়া সমস্ত গোশালাটি দেখাইলেন। এইখানে বিদেশ হইতে কয়েকটি বড় জাতের গাভী আনিয়া পালন করা হইতেছে। তাহাদের কোন কোন গাভী প্রতিদিন আধা মণ পর্যন্ত দুধ দেয়। ঘুরিয়া ঘুরিয়া গরুগুলিকে দেখিতে লাগিলাম। বন্ধুপত্নী গরুগুলির প্রতি আমার এই ঔৎসুক্য দেখিয়া আশ্চর্য হইলেন। আমরা যে এককালে বনে জংগলে পশুর সঙ্গে বাস করিতাম। শহরে আসিয়া আমাদের উদ্যান রচনায় আর কুকুর বেড়াল গাভী পালনে, সেই আদিকালের জীবনের কতকটা প্রভাবই আমাদের মধ্যে আসিয়া পড়ে। তাহা ছাড়া পশুর প্রতি ভালবাসা মানুষের প্রতি ভালবাসার চাইতে কোন অংশেই কম নহে। ইচ্ছা ছিল এই গাভীগুলির সঙ্গে বহুক্ষণ কাটাইয়া তাহার লালন পালন পদ্ধতি শিখিয়া তাহা নিজের বাড়ির গাভীগুলির উপর খাটাইব। কিন্তু রাত্রি বাড়িয়া যাইতেছে। এখনই আমাকে মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিতে যাইতে হইবে। তাই মেজর সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিলাম।

মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের এই অনুষ্ঠানটি আমার বড়ই ভাল লাগিল। কয়েকজন ছাত্র তাহাদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিল। স্থানীয় সাহিত্যিকদের মধ্যেও কেহ কেহ কবিতা পাঠ করিলেন। একটি ছাত্র কয়েকটি লোকগীতি শুনাইল। তাহা আমার এতই ভাল লাগিল যে বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহাকে আরও কয়েকবার গান গাওয়াইয়া লইলাম।

www.banglainternet.com

সভার শেষে আমাকেও কিছু বলিতে হইল। আমি বলিলাম, আমার অল্প সময়ের মুলতান ভ্রমণ শেষ হইতে চলিল। কাল আমি এখান হইতে চলিয়া যাইব। কিন্তু এই অল্প সময়ে আপনাদের এখানে যে প্রীতি ও ভালবাসা পাইয়াছি তাহা চিরজীবন মনে থাকিবে। আমাদের পূর্ব পাকিস্তান আপনারা দেখেন নাই। অত বড় দেশ মাথায় করিয়া আনিয়া যে আপনাদিগকে দেখাইব তেমন বীর হনুমান আমি নহি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের একটি ভালবাসার দৃশ্য গানে ভরিয়া আমি আপনাদের পকেটে রাখিয়া যাইতে চাহি। আপনারা যখন আমাদের ওখানে যাইবেন এর চাইতেও অনেক ভাল ভাল গান আপনারা শুনিতে পাইবেন। এই বলিয়া আমি ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে 'জলভর সুন্দরী কন্যা জলে দিছাও ঢেউ' গানটি গাহিলাম।

সভা শেষ হইলে মিসেস রেয়াজ আনোয়ার ধরিলেন, আমাদের বাড়িটি একবার ঘুরিয়া যান। আমাদের ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া আছে। তাহাদের দোয়া করিয়া যাইবেন। কাল সকালে তাহারা ঘুম হইতে জাগিলে বলিব, কবি তোমাদের দেখিতে আসিয়াছিলেন। এই প্রীতির অনুরোধ অবহেলা করা যায় না। বন্ধুর বাড়িতে আসিলে বান্ধবী না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না। অন্তত কয়েকটি ফল মুখে দিয়া যান। কিসমিস আর আখরোট খাইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম।

পরদিন সকালে স্থানীয় গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসারদের সঙ্গে চা পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া দুপুর দেড়টার সময় উড়োজাহাজের স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এটা মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। তবু এখানকার বন্ধুরা এত দূরের পথে আমাকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন। আনোয়ার সাহেব, সঙ্গে সাদেক মুসাব্বার সাহেব, কলেজের তরুণ কয়েকজন প্রফেসার আর সেই মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি। আরও অনেকে আসিয়াছেন। বয়োবৃদ্ধ হাজি সাহেব তো একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, দেশের সাহিত্যের প্রতি আপনার এই অনুরাগের কাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যাইয়া সকলের কাছে বলিব।

www.banglainternet.com

বন্ধুদের নিকট হইতে বিদায় লইতে আমার নয়ন দুইটি অশ্রুসজল হইতেছিল। প্লেনে বসিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল, সেই সদাজিজ্ঞাসু তরুণ প্রফেসার কয়েকটি, সেই কুয়ার ধারে মেয়েদের জটলা, সেই সাদেক মুসাব্বারের গৃহ, নব বিবাহিতা বধূটি, সেই মকসুদ জাহেদী সাহেবের গৃহকোণে তাঁর ছেলেমেয়েগুলি, সেই কার্পাস ক্ষেতে তুলা সংগ্রহরত পল্লী ললনাগুলি, সমস্ত ছাপাইয়া হাজি সাহেবের স্নেহের সম্ভাষণ। বায়স্কোপের পর্দার মত ছবিগুলি একে একে আসিয়া আমার মনের উপরে রেখাপাত করিতেছে। আর জীবনে ইহাদের দেখিব কিনা জানি না। কিন্তু স্নেহে মমতায় ভালবাসায় আমার অন্তর আজ টুবুটুবু। সমস্ত পথ কাহারও সঙ্গে কথা বলিলাম না। যাহারা বাস্তবলোকে ছিল তাহাদিগকে মানসলোকে লইয়া আজ আমি বহু ধনে ধনী।

—ঃ শেষ ঃ—

www.banglainternet.com